১৩শ সংখ্যা ॥ মার্চ - জুন ২০২৪

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ সফল হোক
"Invest In Women: Accelerate Progress"
আলোচনা সভা
Stop Rape in CHT
Implement The CHT Accord Immediately
পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই।
Stop Genocide In CHT
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ সফল হোক
পাহাড়ে প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী উন্নয়ন বন্ধ কর।
জুম্ম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।
সমাজে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা কর।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	**০৪**
প্রবন্ধ	**০৬-১৭**
খ্রীষ্টান রাষ্ট্র নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিকরণের কাজ চলছে ● মিতুল চাকমা বিশাল	০৬
জাতিসংঘের পার্মানেন্ট ফোরামে সরকারি প্রতিনিধির বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ● মঙ্গল কুমার চাকমা	০৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : কারোর আনন্দ শোভাযাত্রা, কারোর গ্লানিভরা বেদনা আর ক্ষোভ ● অং শোয়ে সিং মারমা	১২
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও করণীয় ● অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী	১৪
ডালেম চন্দ্র বর্মণ: অজাতশত্রু অধ্যাপক ● দীপায়ন খীসা	১৭
কবিতা	**১৮-১৯**
পার্বত্য চট্টগ্রাম ● সম্রাট সুর চাকমা	১৮
যে স্বপ্নে আমাদের পথ চলা ● মুজোং চাকমা	১৮
উন্নয়নের নামে আগ্রাসন ● ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা পিউ	১৯
বিশেষ প্রতিবেদন	**২০-৩১**
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৯ম সভা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	২০
১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে 'মৃত ঘোষণা' বা 'অকার্যকর' করার ষড়যন্ত্র	২২
কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলা খারিজের আদেশ: বিচারহীনতার চরম দৃষ্টান্ত	২৫
পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন ২০২৪) প্রতিবেদন	২৭
সংবাদ প্রবাহ	**৩২-৭১**
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন	৩২
সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা	৪৫
ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা	৫০
যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা	৫৩
সংগঠন সংবাদ	৫৪
আন্তর্জাতিক সংবাদ	৬৮

১৩শ সংখ্যা ॥ মার্চ - জুন ২০২৪

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রকাশকাল:
জুলাই ২০২৪

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও বিস্ফোরণোন্মুখ। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার একনাগাড়ে প্রায় ১৬ বছরের অধিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। বর্তমানে সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে সরকার বর্তমানে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ব্যাপক সামরিকায়ণ করে দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছে।

শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কেবল পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখেনি, সেই সাথে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করে চলেছে। চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জুম্ম জনগণের জায়গা-জমি জবরদখল, জুম্মদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, জুম্মদের ঘরবাড়ি ও বাগান-বাগিচা ধ্বংস, নারীর উপর সহিংসতা, রোহিঙ্গাসহ বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও জুম্মদেরকে সংখ্যালঘুকরণ, এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত ও বিশেষ অধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে মৃত আইন ঘোষণা করা কিংবা বাতিল বা অকার্যকর আইনে পরিণত করার জোর ষড়যন্ত্র চলছে। জুম্ম বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক এই ষড়যন্ত্র চললেও খোদ বর্তমান সরকারের এ্যাটর্নি জেনারেলের ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ নিয়ে সেই ষড়যন্ত্র এখন বিপদজনক পর্যায়ে উপনীত করা হয়েছে।

এদিকে গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তার নেতৃত্বে রাঙ্গামাটির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অপহৃত কল্পনার হদিস, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং ভুক্তভোগী পরিবারের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত না করেই কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি খারিজের আদেশ দিয়েছেন। প্রায় দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে মামলাটি চলার পর নিম্ন আদালতের এই আদেশ যেমন প্রশাসনকে অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিস প্রদানের দায়িত্ব থেকে রেহাই ও কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের অপরাধ থেকে দায়মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে অপহৃত কল্পনা ও তার পরিবারের মানবাধিকারকে চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারহীনতার এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অন্যদিকে 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক জুম্মদের উপর রাত-বিরাতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা, ঘরবাড়ি তল্লাশি ও ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে ক্রসফায়ারের নামে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ করা, নির্বিচারে মারধর ইত্যাদি ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন একটি বৃহত্তর সেনানিবাস ও নির্যাতন সেলে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তথা সরকার কর্তৃক একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সৃষ্টি করা হয়েছে বম পার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট

(কেএনএফ)। সেনাবাহিনীর সৃষ্ট এই কেএনএফ এক পর্যায়ে তাদের আস্তানায় ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা ফাঁস হলে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে সেনাবাহিনী তথা সরকার কেএনএফের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, কেএনএফের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের দোহাই দিয়ে নিরস্ত্র নিরীহ বম গ্রামবাসীদেরকে- নারী, শিশু, গর্ভবর্তী নারী নির্বিশেষে- ধর-পাকড়, শারিরীক নির্যাতন, গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ, কেএনএফ তকমা দিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। গত ৭ এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনী নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর কেএনএফ বিরোধী অভিযানে এযাবত গুলি করে হত্যা করা হয়েছে একজন শিশুসহ ৯ জনকে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে গর্ভবতী নারী ও শিশুসহ ১১৬ জনকে।

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পূর্ববর্তী সভাগুলোতে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এভাবেই আজ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে অথর্ব করে রেখে চলেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তৃতীয় পক্ষ ছাড়াই স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি হচ্ছে উভয়পক্ষের স্বীকৃত একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ, যার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষ বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। অথচ সরকার সেই বাধ্যবাধকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ মোতাবেক সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া অতিশয় জরুরি বলে বিবেচনা করা যায়।

খ্রীষ্টান রাষ্ট্র নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিকরণের কাজ চলছে

॥ মিতুল চাকমা বিশাল ॥

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতে সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রীষ্টান মিশনারীগুলো ধর্মান্তরিতকরণের কাজ করছে, কখনও বা বলা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে খ্রীষ্টান রাষ্ট্র বানানোর পরিকল্পনা চলছে, কখনও বা বলা হচ্ছে পাহাড়ে আরো সামরিকায়ন চায় ইত্যাদি। সত্যি বলতে পাহাড়কে নিয়ে এদেশের রাজনীতিবিদ, আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের ভাবনার শেষ নেই। কখনও সীমান্ত নিরাপত্তার দোহাই, কখনও সশস্ত্র গ্রুপ নির্মূলের দোহাই, কখনও পর্যটন কেন্দ্র বসানোর দোহাই দিয়ে পাহাড়ে যে কত কি চলছে, তার কোনো হিসেব নেই। পাহাড়কে নিয়ে বিভিন্ন মহল যেভাবে চিন্তা করে, তার বিন্দু পরিমাণ চিন্তাও যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং পাহাড়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে চিন্তা করতো, তাহলে পাহাড়ের পুরো চিত্রটাই বদলে যেতো। বাস্তবিকপক্ষে তাদের চিন্তায় পাহাড় থাকলেও, পাহাড়ের মানুষগুলো থাকে না।

গত ৩০ মে ২০২৪, কালের কণ্ঠ পত্রিকার মতামত কলামে জাকির হোসেইন নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক অধ্যাপকের কলাম প্রকাশিত হয়েছে। কলামটা দেখেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে যারা টুকটাক ধ্যান-ধারণা রাখেন, তারা নিঃসন্দেহে মর্মাহত হতে বাধ্য। তিনি একটি কাল্পনিক খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের কথা বলেছেন, যার ব্যাপ্তি পাহাড় থেকে মায়নামার সীমান্ত পর্যন্ত। বলা হচ্ছে পাহাড়কে পূর্ব তিমুরে পরিণত করা হচ্ছে। তবে পূর্ব তিমুরের মতো খ্রীষ্টান রাষ্ট্র নয়, বস্তুতঃ পাহাড়কে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা হচ্ছে। গত ২০২২ সালের আদমশুমারির জনপরিসংখ্যান চিত্র দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত জনগণনাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার ৫০.০৬% বাঙালি (আদি স্থায়ী ও বহিরাগত) এবং ৪৯.৯৪% পাহাড়ি। জেলা ভিত্তিক এ পরিসংখ্যান খাগড়াছড়িতে বাঙালি ৫১.০৮% এবং পাহাড়ি ৪৮.৯২%, রাঙামাটিতে বাঙালি ৪২.৪২% এবং পাহাড়ি ৫৭.৫৮%, বান্দরবানে বাঙালি ৫৮.৮৫% এবং পাহাড়ি ৪১.১৫%।

ধর্মীয় পরিসংখ্যান কি বলছে, তাও দেখা যাক, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪৪.৫২% মুসলিম, ৪১.৭৪% বৌদ্ধ, ৯.১৮% হিন্দু, ৩.২৬% খ্রীষ্টান এবং ১.৩০% অন্যান্য। জেলা অনুযায়ী এই হার খাগড়াছড়িতে ৪৬.৫৬% মুসলিম, ৩৫.৯২% বৌদ্ধ, ১৬.৭৫% হিন্দু, ০.৬২% খ্রীষ্টান এবং ০.১৬% অন্যান্য। রাঙামাটিতে ৩৬.২২% মুসলিম, ৫৭.২৫% বৌদ্ধ, ৫.১০% হিন্দু, ১.৩২% খ্রীষ্টান এবং ০.১১% অন্যান্য। অনুরূপভাবে বান্দরবানে ৫২.৬৮% মুসলিম, ২৯.৫২% বৌদ্ধ, ৩.৪২% হিন্দু, ৯.৭৮% খ্রীষ্টান এবং ৪.৬১% অন্যান্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারত বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনসংখ্যা, যারা অমুসলিম, ছিল ৯৭.৫%। আর মুসলমান ও হিন্দু মিলে অজুম্ম জনসংখ্যা ছিল ২.৫%, তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১.৫% - যার মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৭,২৭০ জন। তাও আবার অর্ধেকেরও বেশি লোক ছিল ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী। এই ১.৫% মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪ সালে হয়েছিল ২২.৮% এবং জুম্ম জনসংখ্যার কমে হয়েছিল ৭৭.২%। আরো দেখুন, বাংলাদেশ শাসনামলে বিগত ৫০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ২২.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০.০৬%-এ। এ থেকে বুঝা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কি খ্রীষ্টান অঞ্চল বানানো হচ্ছে নাকি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা হচ্ছে।

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ আমলে সরকারি উদ্যোগে ও অর্থায়নে চার লক্ষাধিক বাঙালি মুসলমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি দেয়া হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের কথা থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। বলাবাহুল্য সেই অনুপ্রবেশের ধারা কখনোই বন্ধ হয়নি। শুধু তাই নয়, সেই সত্তর দশক থেকে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে আসছে। বর্তমানে কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বহিরাগত এই সেটেলারগণ স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র নিচ্ছে, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, চাকরিসহ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা গ্রহণ করছে। তারা নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের সহায়তায় জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করছে।

ইহা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র

বলবৎ থাকায় ইসলামী জঙ্গী সংগঠনগুলো পাহাড়ে ঘাঁটি স্থাপন ও গোপন কর্মকান্ড চালানোর ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধার মুখে পড়ে না। ফলে সেই রাষ্ট্রীয় নীতির ছত্রছায়ায় একাধিক ইসলামী সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠন গোপন জিহাদি মিশন নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় তৎপরতা শুরু করে। তারই আলোকে 'জামায়াতে আরাকান' নামে একটি ইসলামী সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠনটি বান্দরবানে ঘাঁটি স্থাপন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে ২০০৫ সালের দিকে। পরে ২০১৮ সালের শেষান্তে জামায়াতে আরাকানের জঙ্গী নেতারা জামায়াতে আরাকানের পরিবর্তে 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া' নামে জঙ্গী কার্যক্রম সংগঠিত করতে থাকে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, থানচি ও আলিকদম এবং কক্সবাজার-সংলগ্ন মিয়ানমারের মংদু অঞ্চলের একাংশ নিয়ে দেশের দুর্গম এলাকায় একটি 'স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার গোপন মিশন নিয়ে কাজ করে এই ইসলামী জঙ্গি সংগঠনটি।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কর্মসূচি প্রায়ই হতে দেখা যায়। বিশেষ করে আর্থিক সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরু-ছাগল পালন, সুদমুক্ত ঋণ ইত্যাদির লোভে বান্দরবান জেলায় ধর্মান্তরিতকরণ চলছে। 'উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' এবং 'উপজাতীয় আদর্শ সংঘ বাংলাদেশ'-এর মতো সংগঠন এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলছে। এছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের নাকের ডগায় পাহাড়ে জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়া, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ)সহ বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। তাহলে খ্রীষ্টান নাকি ইসলামীকরণ? উপরোক্ত পরিসংখ্যান দেখে যে কেউ চোখ বন্ধ করেই বলে দেবে পাহাড়ে খ্রীষ্টানীকরণ নয় বরং ইসলামীকরণ হচ্ছে। আর এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রথম খন্ডের প্রথম ধারাকেই লংঘন করছে। কেননা সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'উপজাতি অধ্যুষিত' অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। কিন্তু জনগণনা থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, সেই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বদলে বরং বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তকরণের কাজ চলছে। পাহাড়ে অবশ্যই খ্রীষ্টান মিশনারীরা উন্নয়নের কাজ করছে, কিন্তু একইসাথে ইসলামিক বিভিন্ন সংস্থাও সেই একই কাজ করছে। তুলনামূলকভাবে খ্রীষ্টান মিশনারীদের চাইতে ইসলামিক সংস্থাগুলোর কাজ অতি মাত্রায় মৌলবাদী, আগ্রাসী এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত। খ্রীষ্টান মিশনারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধর্মপ্রচার নিয়ে কাজ করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জেহাদ নয়।

পাহাড়ে খ্রীষ্টান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে- এই রকম উদ্ভট বক্তব্যগুলোর পেছনে আরেকটি কারণকে সামনে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে হালের সৃষ্ট 'কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট-কেএনএফ'। কিন্তু সত্যি বলতে এই কেএনএফ যদিও রাষ্ট্রীয় মদদে বম জনগোষ্ঠীর তথা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীর গুটিকয়েক লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তদুপুরি এদের আসল উদ্দেশ্যটা ছিল একদিকে পাহাড়ে ইসলামীকরণে সহযোগিতা করা, অন্যদিকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা। তারা কোনোভাবেই খ্রীষ্টানীকরণের কাজে যুক্ত ছিল না। বরং এদেরকে দিয়ে রাষ্ট্রের একটি মহল পাহাড়ে জঙ্গীগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাহাড়ে ইসলামীকরণের কাজকে ত্বরান্বিত ও পাকাপোক্ত করতে চেয়েছে এবং এখনও করছে। ২০০৮ সালে সৃষ্ট কেএনডিও-কে নিরাপত্তা বাহিনী মদদ দিয়ে সেটাকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরকরণের কাজ চালানো হয়েছে। এরই লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সেনাবাহিনীর তৎকালীন বান্দরবান ৬৯ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সায়েদ সিদ্দিকী স্বয়ং উক্ত কেএনডিও-এর কার্যালয় উদ্বোধন করেন এবং ২০১৫ সালে একেবারে তৎকালীন চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল সাব্বির আহমেদ গিয়ে সেই কার্যালয় পরিদর্শনও করেন।

সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছেন যে, তারা নানাভাবে এই কেএনএফ-কে সহযেগিতা দিয়েছে। ২০২৩ সালের ১৯ জানুয়ারর রুমা ২৮-বীর এর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে: কর্নেল হাসান শাহরিয়ার ইকবাল তো প্রকাশ্যে বলেছেন, 'নাথান'রা বলতো তারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। তার জন্যে কেএনডিও প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রতিষ্ঠার পরেও অর্থ দিয়ে এবং নানাভাবে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছিলাম।' এক আলোচনায় তো সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মারুফ বলেছেন যে, কেএনএফ সেনাবাহিনীরই ইন্টারেস্ট গ্রুপ, এটি সেনাবাহিনীই সৃষ্টি করেছে। যার উদ্দেশ্য ছিল জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা এবং পাহাড়ে ইসলামীকরণ। যে কারণে কেএনএফের সাথে ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততাকে সেনাবাহিনী দেখেও না দেখার ভান করে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহযোগিতা না থাকলে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় অবস্থিত থানচি ও রুমাতে ব্যাংক ডাকাতি করানো সম্ভব নয় কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর অস্ত্রও লুট করানো সম্ভব নয় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বলাবাহুল্য, বস্তুত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একেবারে প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতেই ব্যাংক ডাকাতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। আর সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নামধারী লোকটি কিনা

নির্দ্বিধায় বলে গেলেন, কেএনএফ সৃষ্টির পেছনে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে!

স্মর্তব্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা রাজনৈতিক। এটিকে পাশ কাটিয়ে সমাধানের অন্য উপায় অনুসরণ করা হচ্ছে। একটি পক্ষ সবসময়ই পাহাড়কে নিয়ে একধরনের ষড়যন্ত্র করে আসছে। সেটি চায় না পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসুক, তারা চায় না পাহাড়ের মানুষগুলো তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাক, তারা চায় না পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হোক। তারা চায় পাহাড়ের চুঁড়ায় চুড়ায় আযানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হোক, তারা চায় পাহাড় তাদের সৈন্যদের যুদ্ধ প্রস্তুতির পশ্চাদভূমি হয়েই থাকুক। তজ্জন্যেই পাহাড়কে নিয়ে রাজনৈতিক চক্রান্তের শেষ নেই।

এতদিন কেবল রাজনৈতিক সংগঠনের নাম দিয়ে সশস্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করে দেয়াতেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাদের সেই চক্রান্ত জুম্ম জনগণকে বিভাজিত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এখন তারা পাহাড়ে জাতিগত বিভাজনের উন্মত্ত খেলা শুরু করেছে আরো উলঙ্গভাবে। আর এর সঙ্গে বলপূর্বক জুড়ে দিচ্ছে ভূ-রাজনীতিকে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান চায়। তজ্জন্য জুম্ম জনগণ সদা-সর্বদা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

জাতিসংঘের পার্মানেন্ট ফোরামে সরকারি প্রতিনিধির বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

॥ মঙ্গল কুমার চাকমা ॥

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২৩তম অধিবেশন শুরু হয় গত ১৫ এপ্রিল থেকে। চলে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। দেশের আদিবাসী প্রতিনিধিদলের মতো এবছরও বাংলাদেশ সরকারি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সরকারি প্রতিনিধিদলের পক্ষে গত ১৯ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মশিউর রহমান পার্মানেন্ট ফোরামে বক্তব্য দেন। তার বক্তব্যে নতুন কিছু ছিল না। গত বছরের মতো পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে চর্বিত চর্বন করেন তিনি। পূর্বের বছরগুলোর মতো আবার ভূমি কমিশনের বিধিমালা অচিরেই প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা, বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ, অবাস্তবায়িত থাকলেও দেশে-বিদেশে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং চুক্তি বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা থেকে রেহাই পাওয়ার হীনউদ্দেশ্যেই এভাবে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার পক্ষ ক্রমাগত অসত্য বক্তব্য প্রচার করে আসছে।

সরকারি তথ্যানুসারে চুক্তির 'ক' খন্ডের সব ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ১নং ধারার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা সংরক্ষণে কেন আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ দেয়া হয়নি? উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য কেনই বা প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটছে? কেনই বা পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে এবং সেই সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে? শুধু তাই নয়, তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায়ও তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে 'ক' খন্ডের ৩নং ধারা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই কমিটির নেই নিজস্ব কোনো কার্যালয়, জনবল ও তহবিল। উপরন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় গৃহীত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে ডেপুটি কমিশনারের উপর ন্যস্ত পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের এখতিয়ার বাতিল করার জন্য ২০১০ সালে এই কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা কার্যকর করা হয়নি।

এছাড়া চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির একাধিক সভায় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট 'পুলিশ (স্থানীয়)' ও 'আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' বিষয় হস্তান্তর করা ও পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

'ক' খন্ডের সবক'টি ধারা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে কেন ২নং ধারা মোতাবেক চুক্তির উক্ত বিধান কার্যকর করার জন্য ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন (আইন, বিধিমালা, আদেশ, পরিপত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন) সংশোধন করা হয়নি।

'খ' খন্ডের ৩৫টি ধারার মধ্যে ৩২টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করে থাকে। তাই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট কেন আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি হস্তান্তর করা হয়নি।

উপরন্তু 'খ' খন্ডের ৯নং ধারা অনুসারে বিগত ২৬ বছরেও এখনো পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণীত হয়নি এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকারি প্রতিনিধিদলের কাছে জানতে চাই, কেনই বা ২৬ বছরেও এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণীত হয়নি?

আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত 'গ' খন্ডের ১৪টি ধারার সবক'টি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার পক্ষ দাবি করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ৯(গ) নং ধারা অনুসারে কেন তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়নি?

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের এখতিয়ারকে পাশ কাটিয়ে জেলার ডিসি ও এসপিরা একতরফাভাবে জেলার সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। অপরদিকে

আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ একতরফাভাবে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জাতিসংঘের পার্মানেন্ট ফোরামে অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে আঞ্চলিক পরিষদকে এযাবৎ বরাবরই দূরে রাখা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে, এমনকি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অন্ধকারে রেখে, জুম্ম জনগণের বাগান-বাগিচা ও ঘরবাড়ি ধ্বংস, জুম্মদের গ্রাম উচ্ছেদ করে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সরকার একতরফাভাবে সীমান্ত সড়ক ও বিভিন্ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে চলেছে।

অন্যদিকে ১৩নং ধারায় সন্নিবেশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করার বিধান থাকা সত্ত্বেও এই ধারা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করছে না বা পরামর্শ নেয়া হলেও মতামত উপেক্ষা করা হচ্ছে। যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়নের সময় আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ/মতামত উপেক্ষা করা হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৯টি ধারার মধ্যে ১৫টি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত, ২টি আংশিক বাস্তবায়িত এবং ২টি বাস্তবায়ন চলমান বলে দাবি করা হয়েছে। তাই যদি হতো, তাহলে-

প্রথমত: ১নং ও ২নং ধারা মোতাবেক কেন এখনো ৮৩ হাজার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে একটা পরিবারকেও পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি? কেনই বা ভারত প্রত্যাগত ৯ হাজার শরণার্থী পরিবার ভূমি ফেরত পায়নি?

দ্বিতীয়ত: ৩নং ধারা মোতাবেক কেন ভূমিহীন জুম্মদের দুই একর করে ভূমি বন্দোবস্তী দেয়া হয়নি?

তৃতীয়ত: ৪, ৫ ও ৬নং ধারা মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু বিগত ২৬ বছরে একটাও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি। অন্যদিকে বিগত ৭ বছর ধরে ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় আদিবাসী জুম্মরা তাদের জায়গা-জমি ক্রমাগত হারাতে বসেছে।

পার্মানেন্ট ফোরামে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তার বক্তৃতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে 'ডিজিটাল ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ' নেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পার্বত্য চুক্তিতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পরই তবে ভূমি জরিপ করা যাবে মর্মে বিধান রয়েছে। যেহেতু এখনো পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি, তাই পার্বত্য সচিবের বক্তব্য অনুসারে যদি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আগে ভূমি জরিপের উদ্যোগ নেয়া হয়, তাহলে তা হবে পার্বত্য চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ।

চতুর্থত: ৭নং ধারা মোতাবেক ৮৭৯ জন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ এখনো মওকুফ করা হয়নি। এমনকি জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের ২২,০০০ টাকার ঋণও বিগত ২৬ বছরে মওকুফ করা হয়নি।

পঞ্চমত: ৮নং ধারা মোতাবেক এখনো অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি লীজ বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে সেনাবাহিনীর পর্যটন ও ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে এবং বহিরাগত কোম্পানী ও সেটেলারদের দ্বারা জবরদস্তিমূলক ভূমি বেদখলের ফলে জুম্মরা প্রতিনিয়ত স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে।

ষষ্ঠত: ২৪১টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে মর্মে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পার্মানেন্ট ফোরামে অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন। জনসংহতি সমিতির মতে, ৫৪৫টি ক্যাম্পের মধ্যে চুক্তির অব্যাবহিত পর (১৯৯৭-২০০১) দুই দফায় (৩১টি ও ৩৫টি) ৬৬টি ক্যাম্প এবং ২০০৯ সালে আরো ৩৫টি ক্যাম্প- সর্বমোট ১০১টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক ক্যাম্প বলবৎ রয়েছে। বর্তমানে আরো নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। অধিকন্তু ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসন জারি করা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিকীকরণ এখনো সুদূর পরাহত।

অধিকন্তু সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ব্যাপক সামরিকায়ন করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছে, যা পার্বত্য সমস্যাকে উত্তরোত্তর জটিল করে তুলছে।

প্রতিবেশী মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত বরাবর সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের কারণ দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়নের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পার্বত্য সচিব। মূলত রাষ্ট্রীয় বাহিনী 'ভাগ করো শাসন করো' এই উপনিবেশিক নীতির ভিত্তিতে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে চলেছে। বলাবাহুল্য, সেসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অজুহাত দেখিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টা হলো সরকারের পুরোনো কৌশল।

অলিখিত চুক্তি অনুসারে সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনের কথা ছিল। কথা ছিল সেটেলারদের রেশন প্রদান বন্ধ করার এবং গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়ার। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। তাই চুক্তি-উত্তর সময়ে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় বহিরাগত সেটেলারগণ আদিবাসী জুম্মদের উপর ২০টির অধিক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়েছে।

আদিবাসী জুম্মদের জন্য 'পাবলিক সার্ভিসে' ৫% কোটা রয়েছে বলে পার্মানেন্ট ফোরামে পার্বত্য সচিবের বক্তব্যও সর্বাংশে সঠিক নয়। বস্তুত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি পদে ৫% কোটা থাকলেও ২০১৮ সালে প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদে কোটা বাতিল করা হয়েছে, যে কথা পার্বত্য সচিব উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগেও ৫% কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না।

সরকারি চাকরিতে সারাদেশে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্বত্য চুক্তিতে রয়েছে বিশেষ বিধান। পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৮নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার এই বিধান প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করে চলেছে।

বস্তুত পার্বত্য সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। তাই এই রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা। ব্যাপক সামরিকায়ন করে, ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি বাস্তবায়িত মর্মে অসত্য তথ্য প্রচার করে, সর্বোপরি চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে কখনোই পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে না, এই বাস্তবতাকে যত দ্রুত উপলব্ধি করবে সরকার পক্ষ, ততোই দ্রুত পার্বত্য সমস্যার কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধান অর্জিত হতে পারে।

> জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।
>
> –জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : কারোর আনন্দ শোভাযাত্রা, কারোর গ্লানিভরা বেদনা আর ক্ষোভ

॥ অং শোয়ে সিং মারমা ॥

২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে দুই দশক ধরে চলা সশস্ত্র সংঘাত নিরসনে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পাহাড়ের মানুষের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল, নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাহাড়ের আপামর জনগণ যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সংগ্রাম করেছিল তা ছিল ন্যায়সংগত এবং যুক্তিযুক্ত। চুক্তির মাধ্যমে এটিও প্রমাণিত হয়েছিল, এ আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদের নয় বরং দেশের অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে পাহাড়ের মানুষকে অন্তর্ভুক্তিকরণের আন্দোলন।

প্রতি বছর এই দিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বাক্ষরকারী দুপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ দিনটি উৎযাপন করে থাকে। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠন সমূহ এ দিনটিকে অতি আনন্দের সাথে উদযাপন করে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে চুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিপরীতে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী আরেক পক্ষ জনসংহতি সমিতি এবং চুক্তি সমর্থনকারী দলগুলো বিশেষ এ দিনটিকে পালন করে ২৬ বছর ধরে চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জনসংহতি সমিতি চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে কোন ধারাটি বাস্তবায়িত হয়েছে, কোনটি আংশিক, কোনটি অবাস্তবায়িত সেগুলোর সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। জনসংহতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ৭২ টি ধারার মধ্যে ২৫ টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে, ২৯ টি ধারা সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত এবং বাকিগুলো আংশিক বাস্তবায়িত। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ৭২ টি ধারার মধ্যে যে ধারাগুলো মৌলিক (যেমন অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, পার্বত্য ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি সমস্যার সমাধান, অভ্যন্তরীণ ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন, পাহাড়ের স্থায়ী বাসিন্দা চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং চুক্তি মোতাবেক প্রতিষ্ঠান গুলোর ক্ষমতায়ন, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন) সেগুলোর কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। বরং পাহাড়ে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে সেগুলো চুক্তিবিরোধী এবং পাহাড়িদের স্বার্থ পরিপন্থী। ফলে জনসংহতি সমিতি তার বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও মিছিলে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছে। তাহলে সরকারি আনন্দ মিছিলের বিপরীতে পাহাড়ের মানুষের চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন কি অমূলক?

পাহাড়ের মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারুণ্যকে বিসর্জন দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে নেয়া যে গেরিলারা শাসকগোষ্ঠীকে বিশ্বাস করে অস্ত্র সমর্পণ করতে পারে তাঁরা কোনোদিন মিথ্যা বলতে পারে না এটা সন্দেহাতীত। যে বিশ্বাস করে অপরের কাছে ঠকে সে বোকা নয়, সে বিশ্বাসী। আর বিশ্বাস ভঙ্গ করে অপরকে যে ঠকায়, শঠতা দ্বারা প্রতারিত করে সে বিশ্বাসঘাতক। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২৬ বছর ধরে যারা চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করেনি, কথা রাখেনি তারা অন্তত বন্ধু নয় বরং বিশ্বাসঘাতক। চুক্তি বাস্তবায়ন না করে এদেশের শাসকগোষ্ঠী যে ভূমিকা পালন করেছে তা পাহাড়ের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকার শামিল।

আজ পাহাড়ে বিশেষ কায়দায় সামরিক শাসন অব্যাহত রয়েছে, যাঁরা চুক্তিকে সমর্থন দেয় তাঁদের মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা দিয়ে ঘরছাড়া করা হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পাহাড়ে আজ নিত্য নতুন সমস্যার জন্ম নিচ্ছে। অথচ চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের সমস্যাকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় পাহাড়ের নিপীড়িত মানুষের প্রাণের দাবি পার্বত্য চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। এমনকি চুক্তিকে 'কালো চুক্তি', 'আপোষ চুক্তি' আখ্যা দিয়ে যারা চুক্তির বিরোধিতা করেছিল তারাও আজ নতুনভাবে মূল্যায়ন করছে, চুক্তিকে সমর্থন করছে, বাস্তবায়নের দাবি করছে।

চুক্তি দিবস পালনে তরুণদের অংশগ্রহণে দেখা যায় আরেক বৈচিত্র্যতা। চুক্তিকে অনুধাবন করে একপক্ষের মাঝে দেখা যায় হতাশা, ক্ষোভে চুক্তি বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্খা। আরেক পক্ষকে দেখা যায় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আয়োজিত চুক্তি দিবসে আনন্দ মিছিল করতে। পার্বত্য চুক্তি কী? কী আছে চুক্তিতে, চুক্তির একটি পৃষ্ঠাও যে একবারও উল্টায়নি, বাস্তবায়িত হয়েছে নাকি হয়নি কোনোরূপ ধারণা না রেখে তারা অংশ নেয় আনন্দ

মিছিলে। চুক্তি স্বাক্ষরের ২৬ বছরেও যে পাহাড়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি, ভূমি হারানোর বেদনায় জর্জরিত-শঙ্কিত, দেশান্তরিত হবার ভয় চোখে-মুখে, বাপ-দাদার ভূমিকে বাঁচাতে পাহাড়ি ভাইয়ের রক্তে সিক্ত যে মাটি এখনও শুকায়নি তাঁদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে আমরা কোন বিবেকে আনন্দ মিছিল করবো? আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হই, পাহাড়ের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় যে পাহাড়িরা জীবন দিয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাঁদের ত্যাগকে পুঁজি করে অর্জিত হওয়া ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তির সুবিধা ভোগ করে যে পাহাড়ি তরুণরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে, সে সার্টিফিকেটধারী নব্য শিক্ষিতরা আজ তাঁদের শেকড়ের মানুষের শোষণ-বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে দলে দলে যোগ দিচ্ছে আনন্দ মিছিলে, আনন্দ শোভযাত্রায়, আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

একজন মানুষ শিক্ষিত হলে সে তাঁর দোষ-গুণ বুঝতে পারে। ন্যায়-অন্যায় অনুধাবন করতে পারে। সমাজ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা অনুধাবন করতে পারে। পাহাড়ের বর্তমান বাস্তবতায় যে শিক্ষিত তরুণরা ২ ডিসেম্বরে আনন্দ শোভাযাত্রায় উল্লাসে ফেটে পড়তে পারে তারা কি আদৌ শিক্ষিত? প্রান্তিক গোষ্ঠীর পরিচয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিত পাহাড়ি তরুণরা কোন বুদ্ধি বিবেচনায় সার্টিফিকেট অর্জিত হবার পর নিজের শেকড়কে, শেকড়ের মানুষকে ভুলে যেতে পারে, নিজেদের মানুষের স্বার্থের বিপরীতে কাজ করতে পারে আমরা বুঝতে পারি না। নিজেদের অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় চুক্তি যাঁরা করেছে, চুক্তি করতে যাঁরা ভূমিকা রেখেছে তাঁরা আজ ঘর ছাড়া, বরং চুক্তি স্বাক্ষরে যে ব্যক্তিদের বিন্দুমাত্র অবদান নেই, তারা বসে আছেন চুক্তির বদৌলতে অর্জিত হওয়া সেইসব চেয়ারে। শুধু চেয়ারে বসেই তারা ক্ষান্ত নয়, চুক্তির বিপরীত কার্যক্রমেও তারা সদা তৎপর। আমরা তরুণরা সেসব মানুষদের ভুলে গেছি, যাঁরা আমাদের প্রজন্মের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বরং পূজা করছি চুক্তি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের যারা বছরের পর বছর সংসদে বসেও চুক্তির কোনো ধারা বাস্তবায়িত হয়নি, পাহাড়ের প্রকৃত সমস্যাকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার ন্যূনতম সৎসাহস রাখে না। আমাদের মনে রাখতে হবে- দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। আমাদের মাঝেও দলে দলে যেমন বিদ্বান তরুণের সৃষ্টি হচ্ছে, সমান্তরালে বাড়ছে পরিত্যাজ্য বিদ্বান দুর্জনের সংখ্যাও। এটি তিক্ত সত্য যে, আমরা এক কৃতঘ্ন তরুণ প্রজন্ম। এটি আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য চরম লজ্জার।

বন্যেরা বনে সুন্দর। একজন মারমা নারী থুবুইং– এ সুন্দর, একজন চাকমা নারী পিনোনে। আদিবাসী নারী-পুরুষরা তাঁদের নিজস্ব পোশাক পরিধান করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাওয়া, বমদের বাঁশ নৃত্য বা প্লুং বাজিয়ে ইয়াংবং হুংয়ের ম্রোদের উৎসব উদযাপনের মাঝে যে স্নিগ্ধতা ও মনোরম দৃশ্য ফুটে ওঠে তা ভাষায় বর্ণনাতীত। আদিবাসী নারী-পুরুষ পাহাড়ে বসে উন্মুক্ত আকাশে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। আদিবাসী নারীরা বাধাহীনভাবে মুক্ত-স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে চায় পাহাড়ের পর পাহাড়ে। প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়া বিনা সংশয়ে তঞ্চঙ্গ্যারা রাতভর ঘিলা খেলা খেলতে চায়। কিন্তু শান্তি, সম্প্রীতি আর উন্নয়নের নামে শাসকগোষ্ঠী যে সামরিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন জারি রেখেছে তার প্রতিরোধ রচনা করতে করতে আমরা এইসব সুন্দরে অবগাহন করতে ভুলে যাচ্ছি। এটা সত্যি যে, প্রতিরোধ রচনা করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। নতুবা এসব আগ্রাসনের থাবায় আমরা হারিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল শিক্ষিত তরুণ হিসেবে আমরা এসব হারাতে দিতে পারি না। আমাদের সমাজ ও জাতির প্রতি যে অপরিহার্য দায়িত্ব সেটি এড়িয়ে যেতে পারি না।

পরিশেষে বলি– পাহাড়ের সমস্যা রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। আপনি রাজনীতি করেন বা নাই করেন। একজন শিক্ষিত পাহাড়ি তরুণ হিসেবে পাহাড়ের বহুমাত্রিক সমস্যাপূর্ণ বাস্তবতা বোঝা খুবই জরুরি। যে পার্বত্য চুক্তিকে নিয়ে এত আলোচনা, সমালোচনা সেই পার্বত্য চুক্তি আসলে কী, চুক্তি স্বাক্ষরের নেপথ্যের ইতিহাস কী, কী আছে এ পার্বত্য চুক্তিতে যার কারণে শাসকগোষ্ঠী চুক্তিকে ভুলিয়ে দিতে চায়। পাহাড়ের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় চুক্তির বাস্তবায়ন কেন জরুরি এসকল বিষয় জানা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এসব বিষয় জানার পর চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে শামিল হবেন নাকি আনন্দ মিছিল করবেন সিদ্ধান্ত আপনার। আর যদি এসব এড়িয়ে শাসকগোষ্ঠীর লেখা নাটকের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী মুখ নাড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দেন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের বুনোফুলদের ভয়ংকর ভবিষ্যতের জন্য আপনি দায়ী এবং এর কৈফিয়ত আপনাকে একদিন দিতেই হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও করণীয়

॥ অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী ॥

[পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর উপলক্ষে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বুধবার, সকাল ১০ টায় ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে আয়োজিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় লেখকের পঠিত প্রবন্ধ]

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি আমার মূল বক্তব্য তিনটি পর্বে উপস্থাপন করবো। প্রথমত, পার্বত্য চুক্তির প্রেক্ষাপট ও উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের পক্ষে সরকারের কাছে উত্থাপিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ৫ (পাঁচ) দফা ও সমতলের আদিবাসীসমূহের ২ (দুই) দফা দাবিনামা এবং সবশেষে, উত্থাপিত ৭ দফা বাস্তবায়নে এখানে উপস্থিত বাম-প্রগতিশীল দলসহ বাংলাদেশের সকল বাম প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দলসমূহের কাছে ৫ (পাঁচ) দফা দাবিনামা।

পার্বত্য চুক্তির প্রেক্ষাপট ও উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:

আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, বাঙালি ছাড়াও বাংলাদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে ৪০টিরও বেশি জাতি ও জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। আপনারা এও জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি জাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে ১১টি পাহাড়ি জাতিসহ ১৪ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার সময় তাঁদের পরিচয়কে অস্বীকৃতির মাধ্যমে এইসব সমৃদ্ধ আদিবাসী জাতিসমূহকে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। ফলে এই আদিবাসী জাতিসমূহ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত থেকেছে এবং অদ্যাবধি তাঁরা নিজেদের স্বকীয় শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে বহুত্ববাদী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় সামিল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এমনি বাস্তবতায়, স্বাধীনতার পরে, বিশেষত ১৯৭৫ পরবর্তীকালে দীর্ঘ দুইযুগের অধিক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত চলছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত অবসানে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করাসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

চুক্তিটি ৪ টি খন্ডে ৭২ টি ধারায় বিভক্ত। চুক্তির চারটি খন্ড নিম্নরূপ: ক) সাধারণ; খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ; গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ; ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী।

'ক' খন্ডের (সাধারণ) প্রধান প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

- পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতি' অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন;
- আইনের মাধ্যমে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন;
- চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করবার লক্ষ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন।

'খ' খন্ডের (পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ) প্রধান প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ী আদিবাসীদের অধিকতর স্ব-শাসনে পাহাড়ী সংখ্যাধিক্যে ১৯৮৯ সনে গঠিত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, এবং বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহকে

পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন;

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ী আদিবাসীদের বাস্তবতা বিবেচনায় জাতীয় সংসদ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আইনের শিথিল প্রয়োগ (ধারা ৩২);
- পাহাড়ী আদিবাসিসহ পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসরত অধিবাসীদের স্থানীয়তা নির্ধারণে সার্কেল চিফ এর ক্ষমতায়ন (ধারা ৪ঘ);
- সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির বাইরে পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ সকল জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তরে জেলা পরিষদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা (ধারা ২৬)।

জেলা পরিষদসমূহের কার্য ও দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ২. পুলিশ (স্থানীয়), ৩. উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, ৪. যুব কল্যাণ, ৫. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ৬. স্থানীয় পর্যটন, ৭. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ৮. স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, ৯. কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা, ১০. জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ১১. মহাজনী কারবার ১২. জুম চাষসহ মোট ৩৩টি বিষয়।

‘গ’ খন্ডের (আঞ্চলিক পরিষদ) প্রধান প্রধান দিকসমূহ:

- এই আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে, পাহাড়ী নেতৃত্বে ও সংখ্যাধিক্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে;
- এই পরিষদের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অবশ্যই পাহাড়ী আদিবাসী হবেন এবং তিনি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন, আঞ্চলিক পরিষদের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ;
- তিন পার্বত্য জেলায় পৌরসভাসহ স্থানীয় জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয়;
- ‘উপজাতীয় আইন’ ও সামাজিক বিচারের তত্ত্বাবধান;
- পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান।

‘ঘ’ খন্ড: পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলীর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:

- শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং এ লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স গঠন;
- শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ও পুনর্বাসন;
- ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ও সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় এবং এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন একজন পাহাড়ী আদিবাসী;
- বেসামরিকীকরণ;
- সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণ (ধারা ১০);
- সংস্কৃতি রক্ষা (ধারা ১১)।

২৫তম বর্ষপূর্তিতে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সরকারের বক্তব্য

‘চুক্তিতে চারটি খন্ড রয়েছে। তন্মধ্যে ‘ক’ খন্ডে সাধারণ বিষয়ে চারটি ধারা। ‘খ’ খন্ডে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিষয়ে ৩৫ টি ধারা, ‘গ’ খন্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিষয়ে ১৪ টি ধারা এবং ‘ঘ’ খন্ডে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী নিয়ে ১৯ টি ধারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চার খন্ডে সর্বমোট ৭২ টি ধারা রয়েছে। চুক্তির ২৫ বছরপূর্তিতে ৪ খন্ডে বর্ণিত ৭২ টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ইতিমধ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কয়েকবার বৈঠকে মিলিত হয়েছে। মূল্যায়ন ও হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চুক্তির অধিকাংশ বিষয়ই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।’

মো: আমিনুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
*পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র থেকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে জনসংহতি সমিতির বক্তব্য

'পার্বত্য চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২৫ টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ১৮ টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯ টি ধারা সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ হয় সম্পূর্ণরূপে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে নতুবা আংশিক বাস্তবায়িত করে ফেলে রাখা হয়েছে।'

(সূত্র: ২০২২ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তির ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত জনসংহতি সমিতির ক্রোড়পত্র থেকে)

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন ও পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গত ২০ ডিসেম্বর ২০২২, হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন সরকারের নিকট নিম্নোক্ত পাঁচদফা দাবিনামার পক্ষে বাংলাদেশের বাম-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, এনজিও, গণসংগঠন, ও নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান করতে হবে।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহকে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে হবে।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন'কে কার্যকর করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৫) দেশের মূল স্রোতধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন সমতলের আদিবাসীদের জন্য নিম্নোক্ত দুই দফা দাবি পেশ করছে:

১. ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্তরের স্থানীয় সরকারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ করতে হবে এবং সমতলের আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আমাদের আহ্বান:

১) বাংলাদেশের সকল বাম-প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দলসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী সম্পর্কিত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে ২০২৪ সনের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উত্থাপিত ৫ দফা দাবিসহ সমতলের আদিবাসীদের দাবিসমূহ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের পক্ষে উত্থাপিত উল্লিখিত ৭ দফা দাবিনামার আলোকে স্ব স্ব রাজনৈতিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করতে হবে।

৪) রাজনৈতিক দল ও সহযোগী সংগঠনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী জনগণের বিষয়ে একজন মুখপাত্র ও সাংগঠনিকভাবে সম্পাদকীয় পদ তৈরি করতে হবে।

৫) জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহে সকল স্তরে আদিবাসীদের দলীয় মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।

ডালেম চন্দ্র বর্মণ: অজাতশত্রু অধ্যাপক

॥ দীপায়ন খীসা ॥

অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ গত ৫ জুন প্রয়াত হয়েছেন, ৭৫ বছর বয়সে। দীর্ঘদিন জটিল পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়, একজন গুণী শিক্ষকের বাহ্যিক যে চেহারা, তা ডালেম স্যারের মুখাবয়বে প্রতিফলিত ছিল– শান্ত, সৌম্য ও বুদ্ধিদীপ্ত।

১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে স্নাতকোত্তর এবং ভারতের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন' বিভাগের যাত্রা শুরু হয় তাঁর হাত ধরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা জীবন শেষে তিনি আশা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডালেম স্যার শিক্ষকতার পাশাপাশি যে কাজ অতি নিবেদিতভাবে করেছেন, সেটি হচ্ছে দেশের আদিবাসী মানুষের লড়াইকে গতিশীল রাখা। তিনি নিজে সরাসরি এ কাজে নিবিড়ভাবে সময় দিয়েছেন, পাশাপাশি আদিবাসী তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেছেন। বাংলাদেশে উচ্চ জ্ঞানগরিমা চর্চাকারীদের মধ্যে জীবনযাপন সাধারণ রাখা খুবই বিরল। কিন্তু ডালেম চন্দ্র বর্মণ সাধারণ ও সাদামাটা জীবন যাপন করে উচ্চস্তরের জ্ঞান-গরিমা চর্চায় নিজেকে সমর্পিত রেখেছিলেন। বর্মণ জাতি এবং দেশের আদিবাসীরা গৌরব ও গর্বের সঙ্গে বলতেই পারে– এই দেশকে তারা একজন ডালেম চন্দ্র বর্মণ উপহার দিয়েছেন। আদিবাসী শিক্ষার্থী তো বটেই, দেশের আপামর তরুণ সমাজও ডালেম চন্দ্র বর্মণকে যত বেশি অনুসরণ করবে, ততোই তাদের ও দেশের মঙ্গল।

ডালেম স্যার প্রয়াত হওয়ার সংবাদ প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাঁর ছাত্র ও সুহৃদরা নানাভাবে স্মৃতিচারণ করছেন। সেখানে সবাই একটা বিষয় তুলে আনছেন- স্যারের বিনয়। অধ্যাপক বর্মণ তাঁর ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে সর্বত্রই আপনি বলে সম্বোধন করতেন। আমার সঙ্গে স্যারের সরাসরি সংযোগ ঘটে একটু দেরিতে। সেটা সম্ভবত ২০০৭ কিংবা ২০০৮-এর দিকে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে স্মরণ করার জন্য প্রথমবারের মতো জাতীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ডালেম স্যারের বাসায় যাওয়া। সেখানে ডালেম স্যারের পূর্বপরিচিত কয়েকজন ছিলেন। লক্ষ্য করলাম, তিনি সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করছেন। তার পর থেকে সাক্ষাতে কিংবা ফোনালাপে তিনি সব সময় আপনিই সম্বোধন করে গেছেন। শিষ্টাচার এবং বিনয়ে অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ আসলেই অনন্য।

অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে থেকে যাবেন ইতিহাসের অংশ হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সেই বিষয়টির নতুন পরিসরে বাংলাদেশে যে জ্ঞান চর্চা, সেই জ্ঞানের পথিকৃৎ হিসেবে অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। স্যারের একজন ছাত্র, নাম অনুরাগ চাকমা। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক হয়েছেন। এখন অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। সেই অনুরাগ চাকমা ফেসবুকের টাইমলাইনে লিখেছেন– 'দেশে থাকতে যেসব জায়গায় গিয়েছি, গর্ব করে স্বনামধন্য পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডির শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়েছি, সবার আগে সব জায়গায় আপনার কথাই আগে জিজ্ঞেস করত। এখান থেকে বোঝা যায় আপনি দেশকে কী দিয়ে গেছেন...।' মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এভাবে ফেসবুকজুড়ে অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ চর্চিত হয়েছেন। এটাই ডালেম স্যারের যাপিত জীবনের সফলতা।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে রং মাখামাখির যে রাজনীতি, সেই রঙিন হওয়ার শিক্ষক রাজনীতি থেকে তিনি যোজন যোজন দূরে ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন নিভৃতচারী ও প্রচারবিমুখ। তবে মূল কাজটি করেছেন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে। সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আরাধনা এবং নিজ জাতির মানুষসহ আদিবাসী ও প্রান্তজনের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্লোভ ও নির্মোহভাবে দরদ দিয়ে যুক্ত থাকা। অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণের জীবনদর্শন চর্চিত হোক নতুন প্রজন্মের মাঝে। এভাবেই তিনি আমাদের সঙ্গে বহমান থাকুন।

কবিতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম

সম্রাট সুর চাকমা

হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত আজো বিপথগামী নরপশুর দল
ক্ষত-বিক্ষত দেহের পরেও
তৃষ্ণা মিটেনি।
কল্পনা ছিল নাকি জল্পনা?
দুঃসহ মহড়ায় শত্রুর ভয়
আজো কাটেনি।

তোমার হৃদয়ে অজস্র ঔদার্য রয়েছে
সুস্থ শালীনতায় প্রতি আঘাতে আঘাতে
তুমি স্তিমিত নও।
রক্তাক্ত সহস্র কাজের ফাঁকে তুমি উদ্যম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর
তুমি লারমা হও।

অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ, উদ্যত থাবা
সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
হয়নি এখনো নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ
যে স্বাদ জেনেছে লারমাবাদ।

শপথের স্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস;
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, পার্বত্য চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিন্ডে লাল স্বাক্ষর দিলাম।

যে স্বপ্নে আমাদের পথ চলা

মুজোং চাকমা

আমরা নিরন্তর চলছি! গ্রাম থেকে গ্রাম,
পাহাড় থেকে পাহাড়; ঘামে ভেজা সর্বাঙ্গ শরীর।
কী এক বিশ্রী গন্ধ!
শীলা বৃষ্টি, ঝড়ে ভিজে রোদে শুকাই সাথে যত সরঞ্জাম।
ফোসকা ওঠছে আর ফাটছে; তার স্থানে আরো নতুন ফোসকার চিহ্ন;
তবুও নিরন্তর চলছি, আমরা নিরন্তর চলব।

জনশূন্য জমিন, ছড়া-ছড়ি আর ঘন-জঙ্গলে চারিপাশ;
রসদ যা ছিল তাও শেষ প্রান্তে।
জনহীন ঘন-জঙ্গলে পথ হারাচ্ছি! দিন-রাত্রি অবিরাম হাঁটছি,
গহীন জঙ্গলে হাঁটা; হোঁচটে কখনো নখ যায় উল্টে!
ক্লান্ত শরীর, বসলে ওঠার শক্তিহীন অনুভূতি।
তবুও নিরন্তর চলছি, আমরা নিরন্তর চলব।

কত বছর, কত যুগ, কত প্রজন্ম, কখন বা কোথায়
এ পথচলা হবে শেষ তার ইয়ত্তা নেই।
তবুও নিরন্তর চলছি, আমরা নিরন্তর চলব।

কাদের তরে এ পথচলা
এ পথচলা লক্ষ বাপ-ভাইয়ের নিরাপদ জীবনের তরে।
এ পথচলা লক্ষ মা-বোনের বুক খালি হবে না, অশ্রু না ঝড়ার শপথে।

কাদের তরে এ পথচলা
এ পথচলা প্রেয়সীর মুখে হাসি ফোঁটাতে।
এ পথচলা ঘুনধুম থেকে ধুধুকছড়া জুম্মদের চিরস্থায়ী হবে বলে।

কাদের তরে এ পথচলা
এ পথচলা জুম্মদের পরিচয় পৃথিবীতে প্রসারিত করার অগ্নি শপথে।
এ পথচলা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে।
ততদিন নিরন্তর চলছি, আমরা নিরন্তর চলব।

উন্নয়নের নামে আগ্রাসন

ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা পিউ

ছয় ঋতুর কোন এক ঋতুতে,
দীর্ঘদিন পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে ফিরছি জন্মভূমিতে।
মনের আনন্দটাই ছিল অন্যরকম,
মায়ের সাথে জুমে যাবো,
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে জুমে কাজ করবো,
সন্ধ্যা নামলে বাড়ি ফিরবো,
ভোরে উঠে সূর্যের মিষ্টি রোদে জুমে রওনা দিবো।
শেকড়ের টান একটু বেশি আমার,
দূর্গম এলাকা, শিক্ষালাভের নেই তো কোনো প্রতিষ্ঠান,
তাই পড়াশুনার তাগিদে ছুটে যাওয়া দালানকোঠার শহরে।

গ্রামে ফিরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি
দেখি আমার গ্রাম উচ্ছেদ করে নির্মাণ হচ্ছে রাস্তা
এক দুই যুগের বেশি বয়স আম, জাম, তেঁতুল গাছ কেটে দিয়েছে
সেই গাছের তলায় আমাদের কত গল্প হতো
যেখানে বসে একে অপরের সুখ-দুঃখের বিনিময় হতো।

তখনি ঊনাশি-আশি বয়সের প্রবীণরা ছিল আমাদের সঙ্গী,
গল্প শোনার জন্য আমরা কয়েকজন তরুণ-তরুণী
বসতাম তাদের ঘিরে।
দুঃখময় অধ্যায় কাপ্তাই বাঁধের গল্প শুনাতো
আমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতাম
মনের কষ্টটা আগুনের শিখার মতো বেড়েই যেতো
চোখের কোণায় অশ্রু ঝড়তো,
তারা কান্নার সুরে বলতো
আমরা তো সবকিছুই হারিয়েছি
হতে হলো আমাদের উদ্বাস্তু
আমাদের বাড়ি-ঘর ডুবে গেলো পানির নিচে
কত ভূমি তলিয়ে গেলো
আমার ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন পেলাম না কাউকে খুঁজে
আশ্রয় নিলো কে কোথায়,
পালাবো কোথায় আমরা তো নিরুপায়,
শেষমেষ হতে হলো আমাদের শরণার্থী।

একমাত্র পানি সংগ্রহের উৎস নদীর পাশে কুয়া মাটি চাপা দিলো
নদীর পাশে গাছপালা, পাহাড় সব ধ্বংস করে দিলো
বেঁচে থাকবো কেমনে!
ভেবে নিলাম, রাষ্ট্র আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চায়
উপলব্ধি করলাম, বেঁচে থাকাটাই অনেক কঠিন হবে।
তখনি আমার ভয় জন্মে
আমার ক্ষোভ জন্মে,
বুকে কত যন্ত্রণা!
এই আমাদের উন্নয়ন হতে পারে না,
যেখানে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংস করা হয়,
নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়।

হচ্ছে তো পাহাড় প্রকৃতি কেটে সড়ক,
এটাই তো আমাদের মরণ ফাঁদ।
আমার ভূমি বেদখল করে নির্মাণ হচ্ছে ক্যাম্প,
আমার ভূমি কেড়ে নিয়ে হলো পর্যটন,
তৈরি করা হচ্ছে সুইমিংপুল।

প্রবেশ করানো হচ্ছে সেটেলার বাঙালি
নিরাপত্তার নামে নিরীহ মানুষের উপর চলছে সেনাশাসন
সেটেলার কর্তৃক আমার বোন খুন হচ্ছে
সামরিক সেনা কর্তৃক আমার মা যৌন নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছে,
এই পাহাড়কে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে,
নিরাপত্তা বলে নেই তো কিছুই।

রাষ্ট্র তুমি দেখেছো কি কখনো পাহাড়ের ক্ষত?
শুনেছো কি জুম্মদের আর্তনাদ?
দেখেও না দেখার ভান করছো,
শুনেও না শোনার ভান তো করছো,
তুমি তো পাহাড়ে কখনো উন্নয়ন চাওনি,
করেছ শুধু উন্নয়নের নামে আগ্রাসন।
এমন উন্নয়ন আমরা চাই নি,
যে উন্নয়ন আমার বাড়ি উচ্ছেদ করে
যে উন্নয়নে প্রকৃতি ধ্বংস করা হয়
যে উন্নয়নে পাশের ঝিড়ির পানি শুকিয়ে যায়
যে উন্নয়ন আমার নিরাপত্তা কেড়ে নেয়
যে উন্নয়নে আমার বোনের আর্তনাদ শোনা যায়
এমন উন্নয়ন চাই নি তো কখনো আমরা।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৯ম সভা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কমিটির সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভাপতি সুদত্ত চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১:১৫ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: খলিলুর রহমান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, যুগ্ম সচিব ও উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন এবং ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট বিষয় হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন, প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন মোতায়েনের সিদ্ধান্ত বাতিল করা, জাতিসংঘের পার্মানেন্ট ফোরামে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে বক্তব্য, বান্দরবানে কেএনএফের তৎপরতা, টাস্কফোর্সের গাড়ি ও জনবল বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়ে তাগাদা দেয়া হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: খলিলুর রহমান জানান, অচিরেই ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। এসময় জনসংহতি সমিতির সভাপতি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টিও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে হস্তান্তরের কথা তুলে ধরেন। উক্ত ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টিও অতিদ্রুত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হবে বলে জানান ভূমি সচিব।

সভায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগ ও দপ্তর হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান ও এ সম্পর্কে উপায় বের করার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম সভায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগ ও দপ্তর হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান ও এ সম্পর্কে উপায় বের করার জন্য জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পার্বত্য মন্ত্রণালয় সেই কমিটি গঠন না করে মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রধান করে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। উক্ত কমিটি বাতিল করে চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম সভায় পার্বত্য প্রতিমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে এবং সদস্য হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তিন চেয়ারম্যান এবং আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমাকে নিয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হয়।

সভায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় জনবল সৃজন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের শূন্যপদসমূহে পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ ও প্রেষণে পদায়ন, টাস্ক ফোর্সের প্রয়োজনীয় গাড়ি ও জনবল সৃজনের কাজ ত্বরান্বিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কুকি-চিন সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার অভিযানে যাতে নিরীহ কেউ হয়রানির শিকার না হন সে ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ২০ আগষ্ট ২০২৩ ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার ৮ মাস পরে কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হলো।

উক্ত ৯ম সভায় আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পূর্ববর্তী সভাগুলোতে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এভাবেই আজ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে অথর্ব করে রেখে চলেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তৃতীয় পক্ষ ছাড়াই স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি হচ্ছে উভয়পক্ষের স্বীকৃত একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষ, যার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষ বাংলাদেশ

সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। অথচ সরকার সেই বাধ্যবাধকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পর তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করে। তার মধ্যে অন্যতম হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন এবং আইন মোতাবেক অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠন; ভারত থেকে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন; ৬৬টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন; চুক্তি মোতাবেক চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি, টাস্ক ফোর্স ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন ইত্যাদি। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে আরো ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সালের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে।

পার্বত্য চুক্তির এসব বিষয় বাস্তবায়ন করলেও কোনো সরকারই চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হলেও এসব আইন এখনো যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হয়নি। সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো এসব পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালাও প্রণীত হয়নি।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স গঠিত হলেও ৮৩ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। চুক্তি মোতাবেক ভারত থেকে ১২,২২২ জুম্ম শরণার্থী পরিবার ফেরত আনা হলেও এখনো প্রায় ৯,০০০ পরিবার তাদের জায়গা-জমি ফেরত পায়নি এবং তাদের ৪০টি গ্রাম এখনো সেটেলার বাঙালিদের দখলে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো ৪০০-এর অধিক অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি এবং চুক্তির পর ২০০১ সালে জারিকৃত 'অপারেশন উত্তরণ' নামক এক প্রকার সেনাশাসন বলবৎ রয়েছে।

ভূমি কমিশন গঠিত হলেও এখনো ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। ১৫ বছর ধরে ক্রমাগত দাবিদাওয়ার পর ২০১৬ সালে ভূমি কমিশন আইন যথাযথভাবে সংশোধিত হলেও এখনো কমিশনের কার্যবিধিমালা প্রণীত হয়। এই কার্যবিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজও ঝুলে রয়েছে। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হলেও এ বিষয়ে কোনো আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত মুসলিম অনুপ্রবেশে নানাভাবে মদদ অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী সার্কেল চীফগণ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধানকে লঙ্ঘন করে ২০০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেপুটি কমিশনারদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পরিবর্তে দলীয় সদস্যদের দিয়ে অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং পার্বত্যবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী পরিষদের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ থেকে ১৫ জনে বৃদ্ধি করে একতরফাভাবে ২০১৪ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ও দলীয়করণের ধারা আরো জোরদার করা হয়েছে। একের পর এক সরকার কেবল চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দেয়নি, চুক্তির বিভিন্ন ধারা ধারাবাহিকভাবে পদদলিত করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হীনপরিকল্পনার কারণেই একের পর এক সরকার এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে উলঙ্গভাবে পদদলিত করে চলেছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংসের জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সকল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চলছে। আমলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার করে সরকার অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে 'মৃত ঘোষণা' বা 'অকার্যকর' করার ষড়যন্ত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের প্রথাগত ও বিশেষ অধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত '১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি' বা 'সিএইচটি রেগুলেশন'-কে মৃত আইন ঘোষণা করা কিংবা বাতিল বা অকার্যকর আইনে পরিণত করার জোর ষড়যন্ত্র চলছে। জুম্ম বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক এই ষড়যন্ত্র চললেও খোদ বর্তমান সরকারের এ্যাটর্নি জেনারেলের নেতিবাচক ও বিরোধী ভূমিকার কারণে সেই ষড়যন্ত্র এখন বিপদজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত ৯ মে ২০২৪, বৃহস্পতিবার মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চে এই আইনকে মৃত আইন মর্মে ঘোষণা সংক্রান্ত রিভিউ শুনানি শুরু হয়েছে। ফুল বেঞ্চে প্রধান বিচারপতিসহ মোট আট জন বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। এরপর গত ১৬ মে ২০২৪, মামলাটির চূড়ান্ত শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে এ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীল বিভাগে সিএইচটি রেগুলেশন ১৯০০ বিষয়ে রিভিউ ব্যাপারসমূহ আগামী ২৩ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত মুলতবি রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, গত ৯ মে ২০২৪ তারিখের ফুল বেঞ্চের শুনানিতেও এ্যাটর্নি জেনারেল তার সাবমিশনে (বক্তব্যে) 'সিএইচটি রেগুলেশন ১৯০০'-এর মৌলিক বিষয়বস্তু সুরক্ষার পক্ষে অবস্থান না নিয়ে উল্টো ষড়যন্ত্রকারী সেটেলারদের 'রাজা', 'ইন্ডিজেনাস' ও কতিপয় বাক্যাংশ সহ অন্তত ১০টির অধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার জন্য তার বক্তব্যসমূহ মেনে নিয়ে রিভিউ শুনানি সমাপ্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

আদালত এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য মেনে নিয়ে মামলাটি খারিজ করলে 'সিএইচটি রেগুলেশন ১৯০০' কার্যত একটি মৃত, বাতিল বা অকার্যকর আইনে পরিণত হবে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

উক্ত শুনানিতে রিভিউকারীদের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এফ হাসান আরিফ এবং এরপর এ্যাটর্নি জেনারেলের সাবমিশনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ হওয়ার জন্য আবেদনকারী জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট প্রবীর নিয়োগী বক্তব্য প্রদান করেন।

অ্যাডভোকেট প্রবীর নিয়োগী বলেন, 'আমারা এখনো এই রিভিউয়ের কোনো পক্ষ না বা আমাদের আবেদন গ্রহণ করা হবে কিনা তাও জানি না, যার কারণে রাষ্ট্র পক্ষের দেওয়া বক্তব্যের জবাবও দিতে পারছি না। মাই লর্ড, হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল আইনটি ঐতিহাসিক একটি আইন যা ১৯০০ সালে প্রণীত এবং সর্বশেষ পার্বত্য চুক্তির পরে ২০০৩ সালে মহান সংসদ কর্তৃক সংশোধিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি একটা চলমান আইন। পার্বত্য অঞ্চলের অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস আমরা সবাই জানি, কাজেই এব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করে এগুনো উচিত। তাই আমরা হুট করে এক কলমের খোচায় চার দেয়ালে বসে কিছু করতে পারি না।'

এরপর মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন, রাষ্ট্র জাজমেন্টের কয়েকটি শব্দ বাদ দিতে বলেছে, এর বাইরে কিছু নয় আর, এগুলো বাদ দিলে কী এমন ক্ষতি হবে বলেন মি. নিয়োগী?

প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে অ্যাডভোকেট নিয়োগী আরো বলেন, 'মাই লর্ড, কয়েকটি শব্দ নয়, জাজমেন্টের ৬৫ টি ধারা (ক্লজ) থেকে ৩৭ টি ক্লজ বাদ দিতে বলেছে রাষ্ট্র, তাহলে এতগুলো ক্লজ বাদ গেলে একটা জাজমেন্টে কী থাকে! যেই শব্দগুলো বাদ চেয়েছে রাষ্ট্র, সেইগুলো পাহাড়ের সামাজিক প্রথা, ট্র্যাডিশনের সাথে সম্পৃক্ত। আর রাষ্ট্র নিজের জাজমেন্ট এভাবে মোডিফাই করতে চাইতে পারি কিনা তাও একটা বিষয়। আদালত কিন্তু আইন প্রণয়নকারী সংস্থা না, আদালত আইনের অনুসরণকারী, রাষ্ট্রে কী কী আইন চলতে থাকবে তা দেখবে রাষ্ট্রের আইন বিভাগ।'

উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে Rangamati Food Product Ltd. V. Commissioner of Customs and others মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে তৎকালীন বিএনপি সরকারের এ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'সিএইচটি রেগুলেশন ১৯০০'-কে মৃত আইন ঘোষণা করা হয়। তবে এর পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তন হলে, আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক হাইকোর্ট ডিভিশনের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা হলে তৎকালীন এ্যাটর্নি জেনারেলের ইতিবাচক অবস্থানের কারণে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ 'সিএইচটি রেগুলেশন ১৯০০' এর বৈধতা বজায় রাখেন এবং এই রেগুলেশন একটি সম্পূর্ণ 'জীবিত ও বৈধ আইন' বলে

ঘোষণা করেন। তৎসময়ে একইভাবে আরেকটি আলোচিত Wagachara Tea Estate Ltd. V. Muhammad Abu Taher and Others মামলায়ও 'সিএইচটি রেগুলেশন ১৯০০' এর উক্ত স্বীকৃতি বজায় রাখা হয়।

কিন্তু ২০১৮ সালে সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম বিদ্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী সেটেলার আব্দুল আজিজ আকন্দ Rangamati Food Product Ltd. V. Commissioner of Customs and others মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন নং-৫৪/২০১৮ মূলে এবং একইভাবে খাগড়াছড়ি নিবাসী সেটেলার আব্দুল মালেক Wagachara Tea Estate Ltd. V. Muhammad Abu Taher and Others মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন নং-১৯২/২০১৮ মূলে রিভিউ মামলা দায়ের করেন। রিভিউ পিটিশনে ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রায়ে উল্লেখিত ৫৭টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথাগত আইনের ২৭টি দফা বিলুপ্ত করার জন্য আবেদন করা হয়।

উক্ত মামলাদ্বয়ে সরকারের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রীতি অনুসারে বর্তমান এ্যাটর্নি জেনারেলের অবস্থান গ্রহণ করার কথা থাকলেও তিনি উল্টো উক্ত রায় রিভিউ তথা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০' এর মৌলিক সংশোধনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, যাতে আইনটি অকার্যকর বা মৃত আইনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, আবেদনকারী আবদুল মালেক কার্যত মামলার সাথে সম্পৃক্ত নন। সুতরাং তিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হতে পারেন না। তা মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ইচ্ছা করলে খারিজ করে দিতে পারেন। রিভিউ পিটিশন রায়ে উক্ত ২৭টি দফা বিলুপ্ত হলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি নয়, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এর অধীনে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক আইনের বিধানাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার এবং সামাজিক রীতি-প্রথা।

গত ২৬ জুলাই ২০২৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে চাকমা সার্কেল চীফ রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, শিক্ষাবিদ মংসানু চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মহাপরিচালক উক্য জেন, নিরূপা দেওয়ান, ড. সুধীন কুমার চাকমা, জুয়ামলিয়ান আমলাই বম সহ ৩২ জন বিশিষ্ট নাগরিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরাবরে এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইন বিষয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের ভূমিকাকে 'রীতি-বিরুদ্ধ আচরণ' বলে অভিহিত করেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, 'বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরে ২০২১ সালের ২৮ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি, প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং তিন পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্যগণ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন যেন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'র সাথে সঙ্গতি রেখে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু আইন মন্ত্রীর নির্দেশনা সত্ত্বেও এ্যাটর্নি জেনারেল-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী অবস্থান অব্যাহত রয়েছে।'

এতে আরও বলা হয়, 'বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল-এর উপস্থাপনা, বিশেষত বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রথাগত আইন, মহামান্য আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের বহুসংস্কৃতির গঠন বিন্যাস ও এই অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল করে ফেলবে। বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল-এর উপস্থাপনা গৃহীত হলে তা ১৯৯৭ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা' সম্বলিত বিধানসমূহের উপর সরাসরি আঘাত করবে এবং এগুলোর ভিত্তিতে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের আইন ১৯৮৯ (আইন নং ১৯, ২০ ও ২১) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর উপর সরাসরি আঘাত করবে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাবাবেগকে গভীরভাবে আহত করবে, এই অঞ্চলে অসন্তুষ্টি, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে এবং ...শান্তিপ্রক্রিয়াকে তীব্রভাবে বিঘ্নিত করবে।'

গত ১২ মে ২০২৪ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের রিভিশন মামলায় অ্যাটর্নি জেনারেলের রীতি-বিরুদ্ধ ভূমিকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এ অন্তর্ভুক্ত আদিবাসীদের বিশেষ অধিকার হরণের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নাগরিক সমাজের ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিবৃতি প্রদান করেছেন। নাগরিকবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, এমপি এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি'র কাছে এই আবেদন জানিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট রিভিউ মামলায়, অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিনের অবস্থান, যা ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম

চুক্তির বিধান এবং বহু সংস্কৃতি, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানেরও পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে সরকার যাতে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিনকে এই মর্মে নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে, যাতে তিনি সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ এর পক্ষ অবলম্বন করেন, যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানুষের অধিকার রক্ষিত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ এর শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সহসমগ্র দেশের বহুমাত্রিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা হয়, তার আবেদন জানানো হয়।

বিবৃতিদাতা নাগরিকগণ হলেন– রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা সার্কেল চীফ; গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি; কংজরী চৌধুরী, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন; উ ক্য জেন, যুগ্ম সচিব (অব:) ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক পরিচালক; জুয়াম লিয়ান আমলাই, সভাপতি, বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন, বান্দরবান চ্যাপ্টার; হ্লাথোইরি, সভাপতি, বোমাং সার্কেল হেডম্যান হেডম্যান-কারবারি কল্যাণ পরিষদ; শান্তি বিজয় চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক এবং অ্যাডভোকেট নিকোলাস চাকমা এডভোকেট, হাই কোর্ট।

উল্লেখ্য যে, স্মরণাতীতকাল থেকে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বসবাসকারী জুম্মদের আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৮৬০ সালে জেলা হিসেবে ঘোষিত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্রিটিশ প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ শাসিত এলাকার মর্যাদা দিয়ে ১৯০০ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০' প্রণয়ন করে। তৎসময় থেকে আজ অবধি এই রেগুলেশন পার্বত্যাঞ্চলের প্রশাসনের অন্যতম মূল আইন হিসেবে বলবৎ হয়ে রয়েছে।

রিভিশন মামলার আবেদনকারীদ্বয় তৃতীয় পক্ষ। তারা বৈধ আবেদনকারী নয়। অপরদিকে উক্ত মামলা আমলে নিয়ে ইহার অনুকূলে আবেদিত দফাসমূহ বিলুপ্ত করা হলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এর আলোকে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিধানাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষত প্রথাগত আইনসমূহ সম্পর্কিত দফাসমূহ বিলুপ্ত করা হলে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার ও সামাজিক রীতি-প্রথার অধিকার আর বজায় থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে বর্ণিত প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিধান আর বৈধ থাকবে না। সুতরাং উক্ত রিভিউ পিটিশন মামলা গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় খারিজ করে দেয়া প্রয়োজন।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ('ক' খন্ডের ২নং ধারায়) চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন, বিধি ও প্রবিধান সংশোধনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু সরকার পার্বত্য চুক্তির বিধানানুসারে ১৯০০ সালের শাসনবিধি সংশোধন না করে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে মৃত ঘোষণা করা কিংবা বাতিল বা অকার্যকর আইনে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে সেটেলারদের সাথে সামিল হয়েছে। তাই ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র না করে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে উক্ত শাসনবিধিকে যুগোপযোগীভাবে কার্যকর করা জরুরি বলে বিবেচনা করা যায়।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটির আদালতে কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলা খারিজের আদেশ: বিচারহীনতার চরম দৃষ্টান্ত

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তার নেতৃত্বে রাঙ্গামাটির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অপহৃত কল্পনার হদিস, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং ভুক্তভোগী পরিবারের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত না করেই কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি খারিজের আদেশ দিয়েছেন। প্রায় দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে মামলাটি চলার পর নিম্ন আদালতের এই আদেশ যেমন প্রশাসনকে অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিস প্রদানের দায়িত্ব থেকে রেহাই এবং কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের অপরাধ থেকে দায়মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে ভুক্তভোগী কল্পনা ও তার পরিবারের মানবাধিকারকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারহীনতার এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আদেশের মাধ্যমে কল্পনা চাকমা অপহৃত হলেও কে বা কারা অপহরণ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদনটি আদালত মেনে নেয়, যার ফলে এই রায়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত চিহ্নিত সেনাবাহিনীর লে: ফেরদৌস এবং ভিডিপি'র প্লাটুর কমান্ডার নূরুল হক ও সালেহ আহমদকে সহ অন্যান্য অপহরণকারীদের দায়মুক্তির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি আদালত মামলাটির বিচারকার্যও অবসান করে দিয়েছে।

উক্ত আদালতের আদেশের পরপরই মামলাটির বাদী ও অপহৃত কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা এবং মামলার অন্যতম আইনজীবী অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান 'আদেশটি দুঃখজনক' বলে অভিহিত করে তারা ন্যায়বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানান।

ইতোমধ্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন নিম্ন আদালত কর্তৃক উক্ত মামলা খারিজের আদেশে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গত ১২ জুন ২০২৪ হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন, ভোর রাত আনুমানিক ১:৩০টা-২:০০টার দিকে চিহ্নিত একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউলাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে অত্যন্ত নির্মম ও অমানবিকভাবে অপহরণের শিকার হন। কল্পনার বড় ভাইয়েরা (কালিন্দী কুমার চাকমা ও লাল বিহারী চাকমা) স্পষ্টতই টর্চের আলোতে অপহরণকারীদের মধ্যে তাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী কজইছড়ি সেনাক্যাম্পের কমান্ডার লে: ফেরদৌস (সম্পূর্ণ নাম মো: ফেরদৌস কায়ছার খান) এবং তার পাশে দাঁড়ানো ভিডিপি'র প্লাটুন কমান্ডার মো: নূরুল হক ও সদস্য মো: সালেহ আহম্মদকে চিনতে পারেন বলে জানান।

১২ জুন ১৯৯৬ ভোর হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র কল্পনার খোঁজখবর নিয়েও কোনো হদিশ না পাওয়ায় কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা স্থানীয় মুরুব্বি সম্রাটসুর চাকমা ও ইউপি চেয়ারম্যান দীপ্তিমান চাকমাকে নিয়ে বাঘাইছড়ির টিএনও (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি অবহিত করেন। বাঘাইছড়ি টিএনওর কাছে বর্ণিত বিবরণের অংশবিশেষ থেকে নিয়ে বাঘাইছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে একটি অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং থানায় তা মামলা নং ২, তারিখ ১২/০৬/৯৬ ধারা ৩৬৪ দ: বি: হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

মামলা প্রসঙ্গে কালিন্দী কুমার চাকমা বলেন, 'টিএনও ও থানায় আমার যে বিবরণ সেটাই মামলা হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু আমার বিবরণে আমি যে, পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত লে: ফেরদৌস, ভিডিপি সদস্য নূরুল হক ও সালেহ আহমদের কথা উল্লেখ করেছি, মামলায় তাদের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই অভিযুক্তদের কাউকে আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

আরো উল্লেখ্য যে, কল্পনা অপহরণ ঘটনার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ডাকা ২৭ জুন ১৯৯৬ অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ চলাকালে তৎকালীন বাঘাইছড়ি সেনা কর্তৃপক্ষের মদদে স্থানীয় ভিডিপি ও সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলায় বাবুপাড়া ও মুসলিম ব্লক এলাকায় গুলি করে রূপন চাকমাকে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুকেশ, মনোতোষ ও সমর বিজয় চাকমাকে নৃশংসভাবে

হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রেও সরকার বা প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কোনোভাবেই দায়দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

কল্পনা অপহরণ ঘটনার প্রায় ১৪ বছর পর ২০১০ সালের ২১ মে ঘটনার বিষয়ে পুলিশের চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়, যাতে অভিযুক্ত ও প্রকৃত দোষীদের সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা আদালতে উক্ত চূড়ান্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন দাখিল করেন। এরপর ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ আদালত বাদীর দাখিলকৃত নারাজির উপর শুনানী শেষে মামলার বিষয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য পুনরায় সিআইডি পুলিশকে নির্দেশ দেন। এর দুই বছর পর গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ জনৈক তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক চট্টগ্রাম জোন সিআইডির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়। উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্টেও অপহৃত কল্পনার কোনো হদিশ না পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয় এবং অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তা লে: ফেরদৌসসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা আবারও উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখান করেন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। পরে গত ২০ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটির তৎকালীন পুলিশ সুপার আমেনা বেগম কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার উপর রাঙ্গামাটির চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে 'তদন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন' দাখিল করেন। এই তদন্তেও কোনো কিছুই অগ্রগতি মেলেনি।

এর দুই বছর পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মামলার ৩৯তম তদন্ত কর্মকর্তা রাঙ্গামাটির তৎকালীন পুলিশ সুপার সাঈদ তারিকুল হাসান তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্ট রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কগনিজেন্স আদালতে দাখিল করেন। তাঁর রিপোর্টেও পূর্বের রিপোর্টের বক্তব্যগুলো চর্বিতচর্বন করে প্রকৃত পক্ষে দোষীদের ও অভিযুক্তদের আড়াল করা হয় এবং '...সার্বিক তদন্তে লে: ফেরদৌস, ভিডিপি নূরুল হক ও পিসি সালেহ আহমেদের উক্ত ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি' বলে দাবি করা হয়। এমনকি রিপোর্টে 'কল্পনা চাকমা অপহৃত হয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়' বলে স্বীকার করা হলেও 'দীর্ঘ ২০ বৎসর ৩৯ জন তদন্তকারী অফিসারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কল্পনা চাকমাকে অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ' বলে দায়িত্বহীন ও হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

কিন্তু গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তার নেতৃত্বে রাঙ্গামাটির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতও মামলার ৩৯তম কর্মকর্তার চূড়ান্ত রিপোর্টটি গ্রহণ করে এবং বাদী কালিন্দী কুমার চাকমার নারাজী আবেদন নাকচ করে মামলাটি চূড়ান্তভাবে অবসানের রায় দেন। আদালতের এই রায় মামলার বাদী, ভুক্তভোগীর পরিবার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজ সহ দেশ-বিদেশের নারী অধিকার ও মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠনকে গভীরভাবে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে।

উল্লেখ্য যে, কল্পনা চাকমা অপহরণের সাথে যারা জড়িত বলে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত সেই অপরাধীদের আজো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে যথাযথভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি, উপরন্তু অভিযুক্ত অপরাধীদের অন্যতম লে: ফেরদৌসকে ঘটনার পরে মেজর পদে উন্নীত করা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে চাকরি করেন বলে জানা যায়। বর্তমানে এই ফেরদৌস সিলেটের চুনারুঘাটে একে খান এন্ড কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে তাতে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, অভিযুক্ত মো: নূরুল হক ও মো: সালেহ আহম্মদ ঘটনার পর কিছু কাল গা-ঢাকা দিলেও বর্তমানে নিয়মিত বাঘাইছড়িতে অবস্থান ও ঘোরাফেরা করছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন ২০২৪) প্রতিবেদন

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পূর্ববর্তী সভাগুলোতে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এভাবেই আজ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে অথর্ব অবস্থায় রেখে চলেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তৃতীয় পক্ষ ছাড়াই স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি হচ্ছে উভয়পক্ষের স্বীকৃত একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষ, যার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষ বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। অথচ সরকার সেই বাধ্যবাধকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও বিস্ফোরণোন্মুখ। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার একনাগাড়ে প্রায় ১৬ বছরের অধিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। বর্তমানে সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে সরকার বর্তমানে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ব্যাপক সামরিকায়ণ করে দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যর্থতা এবং অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ধামাচাপা দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের পরিস্থিতিকে অন্যত্র ধাবিত করার হীনউদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল নিয়ে একটি খ্রীষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কল্পকাহিনী জোরালোভাবে অপপ্রচার চলছে। সেই অপপ্রচারে প্রথমদিকে রাষ্ট্রীয় কিছু সামরিক-বেসামরিক মহল সামিল থাকলেও অতি সম্প্রতি সেটি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গড়িয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধন না করে, সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত ও বিশেষ অধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে মৃত আইন ঘোষণা করা কিংবা বাতিল বা অকার্যকর আইনে পরিণত করার জোর ষড়যন্ত্র চলছে। জুম্ম বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্বের দুটি মামলার হাইকার্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে এই ষড়যন্ত্রমূলক রিভিউ পিটিশন দায়ের করলেও খোদ বর্তমান সরকারের এ্যাটর্নি জেনারেল ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ নেওয়ায় সেই ষড়যন্ত্র এখন বিপদজনক পর্যায়ে উপনীত করা হয়েছে। রিভিউ পিটিশন অনুসারে ২৭টি দফা বিলুপ্ত হলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি নয়, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এর অধীনে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক আইনের বিধানাবলী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার এবং সামাজিক রীতি-প্রথা।

এদিকে গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তার নেতৃত্বে রাঙ্গামাটির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অপহৃত কল্পনার হদিস, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং ভুক্তভোগী পরিবারের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত না করেই কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি খারিজের আদেশ দিয়েছেন। প্রায় দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে মামলাটি চলার পর নিম্ন আদালতের এই আদেশ যেমন প্রশাসনকে অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিস প্রদানের দায়িত্ব থেকে রেহাই ও কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের অপরাধ থেকে দায়মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে ভুক্তভোগী কল্পনা ও তার পরিবারের মানবাধিকারকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারহীনতার এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

‘অপারেশন উত্তরণ’-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক জুম্মদের উপর রাত-বিরাতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা, ঘরবাড়ি তল্লাশি ও ঘরবাড়ির জিনিষপত্র তছনছ করা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে ক্রসফায়ারের নামে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ করা, নির্বিচারে মারধর ইত্যাদি ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন একটি বৃহত্তর সেনানিবাস এলাকা ও নির্যাতন সেলে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তথা সরকার কর্তৃক সুবিধাবাদী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী পাহাড়িদের দিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সৃষ্টি করা হয়েছে বম পার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)। সেনাবাহিনীর সৃষ্ট এই কেএনএফ এক পর্যায়ে তাদের আস্তানায় ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও সামরিক প্রশিক্ষণের কথা ফাঁস হলে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে সেনাবাহিনী তথা সরকার কেএনএফের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছে।

আরো উল্লেখ্য যে, গত ২ ও ৩ এপ্রিল কেএনএফ কর্তৃক রুমা ও থানচিতে ব্যাংক এবং রুমা থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র লুটের ঘটনার ফলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী কেএনএফের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের দোহাই দিয়ে নিরস্ত্র নিরীহ বম গ্রামবাসীদেরকে- নারী, শিশু, গর্ভবর্তী নারী নির্বিশেষে- ধর-পাকড়, শারিরীক নির্যাতন, গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ, কেএনএফ তকমা দিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৭ এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনী নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর কেএনএফ বিরোধী অভিযানে এযাবত গুলি করে হত্যা করা হয়েছে একজন শিশুসহ ১১ জন নিরীহ বম ব্যক্তিকে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে গর্ভবতী নারী ও শিশুসহ ১০৮ জন নিরীহ বম গ্রামবাসীকে (কয়েকজন ত্রিপুরাসহ)। অত্যাচারের ভয়ে ৪৭টি গ্রামের কমপক্ষে ১,০০০ পরিবারের আনুমানিক ৫,০০০ বম গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তাদের মধ্যে দুই দফায় কমপক্ষে ১৯২ জন বম গ্রামবাসী প্রতিবেশী রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মিজোরামে সরকারিভাবে তালিকাভুক্ত বম শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৪৩৩ জন, যদিও বেসরকারি হিসেব মতে এই সংখ্যা দুই হাজারের অধিক হবে।

বাঘাইছড়ি উপজেলায় সীমান্ত সড়ক ও সীমান্ত সংযোগ সড়ককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবি স্থানীয় আদিবাসী জুম্মদের বিভিন্ন আবাসভূমিতে স্থানীয় নামের বিপরীতে মুসলিম ব্যক্তির নামে নামকরণ করে সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। এধরনের সাইনবোর্ড স্থাপনের কয়েকটি উদাহরণ হল- বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলী এলাকার ভিজে হিজিং নামক স্থানের জায়াগায় 'শাহীন টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়া স্থানের জায়গায় 'মাহমুদ টিলা', সাজেক এলাকার দুরবাছড়া স্থানের জায়গায় 'এনামুল টিলা', সাজেক এলাকার বটতলা নামক স্থানের জায়গায় 'সজিব টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়ার স্থানে আরেকটি টিলার নাম 'শামিম টিলা', সাজেক এলাকার ভুইয়োছড়া নামক স্থানের জায়গায় 'সাইদুর টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়ায় আরো একটি টিলার নাম 'ইসমাইল টিলা (বিওপি পোস্ট)', সাজেক এলাকার ভুইয়োছড়া নামক জায়গায় আরো একটি টিলার নাম 'আল-আমিন টিলা' ইত্যাদি নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড। সেনাবাহিনী ও বিজিবি মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং স্থানীয় জুম্মদের ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদের লক্ষেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এইসব সাইনবোর্ড স্থাপন করেছে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ১০৫টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় কমপক্ষে ৫,০০০ বম নারী-পুরুষসহ ৫,৪৪৪ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। এছাড়া কমপক্ষে ১,০০০ বম পরিবারসহ ১,২৮৪ পরিবার ও ৪৭টি বম গ্রামসহ ৭৬টি গ্রাম প্রত্যক্ষভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। অপরদিকে ১,৮০৬ একর ভূমি বহিরাগত এনজিও, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সেটেলার কর্তৃক বেদখল করা হয়েছে।

ঘটনাবলীর ধরণ বিশ্লেষণ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী নিম্নরূপ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে:

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

২০২৪ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত সংঘটিত ১০৫টি ঘটনার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ৭১টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে কমপক্ষে ৫,০০০ বমসহ ৫,৩৯০ জন, কমপক্ষে ১,০০০ বম পরিবারসহ ১,২৮৪ পরিবার ও ৪৭টি বম গ্রামসহ ৬৭টি গ্রামের লোক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ১১ জন বমকে, গ্রেফতার করা হয়েছে ১১৪ জনকে, সাময়িক আটক করা হয়েছে ১২ জনকে, মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছে ১৬ জন, জুম ও বাগান-বাগিচা চাষে বাধা ও ক্ষতি করা হয়েছে ৪২ পরিবারকে, সীমান্ত সংযোগ সড়কে ক্ষতি করা হয়েছে ২৪২ পরিবারকে এবং পারিবারিক তথ্য ও ছবি প্রদানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ২০টি গ্রামকে। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা গেল–

৪ জানুয়ারি হতে ৭ জানুয়ারির পর্যন্ত রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নে বাদলছড়ি জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারের জায়গায় সুবলং সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন মো: শফিক ও জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে এক সেনা টহল দল কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অবমাননা ও পরিহানি করে থাকে। সেনা সদস্যরা

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিহারের জায়গাতেই সাউন্ড বক্স দিয়ে প্রতিদিন আজান দেয় এবং বিহারের আশেপাশে খোলা জায়গাতেই মলমূত্র ত্যাগ করে পরিবেশ দূষিত করে থাকে।

৫ মার্চ বিলাইছড়ি উপজেলার ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ৮নং তাংকোয়তাং ওয়ার্ডের বিলাইছড়ি জোনের ৩২ বীর এর তাংকোয়তাং সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার কর্তৃক নতুন বাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৪০) ও কাজল বাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮) নামে দুই নিরীহ জুম্ম ব্যাপক মারধরের শিকার হন।

আদিবাসী জুম্মদের গ্রাম উচ্ছেদ, ঘরবাড়ি ও বাগান-বাগিচা ধ্বংস, জুম চাষে বাধা প্রদান, সড়ক সংলগ্ন এলাকায় জুম্মদের ঘরবাড়ি নির্মাণে বাধা প্রদান করে সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। তারই সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে, মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্রিগেডের অধীন ২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজে জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ির সীমান্তবর্তী গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়া নামে দুইটি জুম্ম গ্রামের ২৩ পরিবার জুম্ম পরিবার উচ্ছেদের পাঁয়তারা ও ১৭ পরিবারকে জুম চাষে বাধা প্রদান করা। পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী উক্ত দু'টি গ্রাম উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ২২২ পরিবার জুম্মদের আন্দোলন ও ক্ষতিপূরণের দাবির প্রেক্ষিতে একাধিকবার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও সম্প্রতি সেনাবাহিনীর এক মেজর কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উক্ত সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের প্রকল্প কর্মকর্তা বিএ-১০০৬৯ মেজর মো: শামীম সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের তিনজন প্রতিনিধি ও স্থানীয় ইউপি সদস্যকে কচুইছড়ি সেনা ক্যাম্পে ডেকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার উক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন।

৪ মে ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্য কর্তৃক রূপম চাকমা (২৫), সুরেন চাকমা (২৪) ও রনি চাকমা (২০) নামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৩ জন নিরীহ ছাত্র আটকের শিকার হয়েছেন। তাদেরকে ইয়াবা টেবলেট ও চাঁদার রসিদ গুঁজে দিয়ে সাজানো মামলা দায়ের করে জেল-হাজতে পাঠানো হয়।

২৪ মে ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ধুপশীল সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বরত ওয়ারেন্ট অফিসার জাভেদ কর্তৃক ধুপশীল, শালবাগান, লতাপাহাড়, ধুপশীল মধ্য পাড়া গ্রামের জুম্ম গ্রামবাসীদের ছবি ও পরিবারের তালিকা সেনা ক্যাম্পে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১ জুন ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার মৈদুং ইউনিয়নে বনযোগীছড়া সেনা জোনের ক্যাপ্টেন সাইদ ও ক্যাপ্টেন আসিফ-এর নেতৃত্বে একদল সেনা ইন্দ্র মোহন চাকমা (৫৫) নামে এক জুম্ম গ্রামবাসীর জুমের ধান ধ্বংস করে হেলিপ্যাড নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

৪ জুন ২০২৪ উক্ত সেনা দল কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার মৈদুং ইউনিয়নে টহল অভিযান পরিচালনার সময় রিতু চাকমা নামে এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক, গ্রামবাসীকে ব্রাশফায়ার করার হুমকি এবং বিনাপয়সায় গ্রামবাসীদের খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নেয়া হয়।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

২০২৪ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১০৫টি ঘটনার মধ্যে সেনা-সৃষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ২৬টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩৮ জন ও ০৯টি গ্রামের অধিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মারধর, হত্যা, গুলিতে আহত, তল্লাশি, হত্যার হুমকি, গবাদিপশু ও মুরগি ছিনতাই, টাকা ও মোবাইল ছিনতাই, চাঁদা দাবি ইত্যাদি ঘটনার ছিল। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা গেল–

১১ জানুয়ারি ২০২৪ কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়ন থেকে সেনামদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বিমল তঞ্চঙ্গ্যা (৪২) নামে এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়েছে।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নে সেনা-সৃষ্ট বম পার্টি খ্যাত কেএনএফ কর্তৃক ২ আদিবাসী মারমা গ্রামবাসীকে মারধর করে এবং অপর ৬ মারমা গ্রামবাসীকে দুই ঘন্টা ধরে জিম্মি করে রাখে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সেনাসৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে রুমা উপজেলার রুমা সদর ইউনিয়নের এক নিরীহ মারমা গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা আরও এক মারমা গ্রামবাসীর কাছ থেকে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কেএনএফ-এর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রুমা উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন

শেষে বাড়ি ফেরার পথে চারজন মারমা গ্রামবাসী কেএনএফ সন্ত্রাসীদের দ্বারা মারধরের শিকার হয়েছেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলায় বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসী গাড়ি আটকিয়ে এবং কাজে যাওয়ার পথে কমপক্ষে ৮ জন লোককে মারধর করে।

৩ মার্চ ২০২৪ এক মিটিংয়ের মাধ্যমে লংগদু উপজেলায় সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক স্থানীয় জুম্মদের কাছ থেকে জোরপূর্বকভাবে ব্যাপক চাঁদা আদায় করা হয়।

৪ মার্চ ২০২৪ সুবলং বাজার হতে সেনা ও ডিজিএফআইয়ের সহযোগিতায় উত্তরণ চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থীদের ২২ জনের একটি সশস্ত্র দল দুটি জেটবোট যোগে বরকল বিজিবি জোন অতিক্রম করে ছোট হরিণা বাজার পর্যন্ত সশস্ত্র মহড়া দেয়।

১৫ মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদর এলাকার এক জুম্ম গ্রামবাসীর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৮ মণ পরিমাণ শুকনা হলুদ লুট করে নিয়ে যায়।

২ ও ৩ এপ্রিল ২০২৪ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসীরা রুমা উপজেলা সোনালী ব্যাংকে এবং থানচি উপজেলায় সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে হামলা চালিয়ে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের ১৪টি অস্ত্র ও ৪১৫ রাউন্ড গুলি লুট করে।

৬ এপ্রিল ২০২৪ বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক নিরীহ ত্রিপুরা যুবক মারধরের শিকার হয়েছে।

২১ মে ২০২৪ বিলাইছড়ি উপজেলার ৪নং বড়থলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতোমং মারমা আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তের গুলিতে গুরুতর আহত হন এবং পরে ৩০ মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রামে মারা যান।

ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

২০২৪ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১০৫টি ঘটনার মধ্যে মুসলিমবাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ০৪টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ০৭ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং ১,৮০৬ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা গেল–

১৩ জানুয়ারি ২০২৪ জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় স্থানীয় সেনাবাহিনীর মদদে একদল বহিরাগত মুসলিম সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের চেষ্টা করা হয়। যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ভূমি বেদখলে প্রতিবাদকারী নারী-পুরুষদের মধ্যে থেকে ৫ জন জুম্মকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে ব্যাপক মারধর করে।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সেটেলার বাঙালিদের একটি দল মোহাম্মদ মনির হোসেনের নেতৃত্বে বিলাইছড়ি উপজেলার কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের রেইংখ্যং শাখা বনবিহারের পশ্চিম পাশে অবস্থিত ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার জ্ঞান রঞ্জন তালুকদারের রেকর্ডীয় প্রায় ২.০০ একর পরিমাণ ধান্য জমি বেদখলের চেষ্টা করে। এসময় উক্ত সেটেলাররা উক্ত জমিতে ধান রোপণের চেষ্টা করে।

লক্ষীছড়ি উপজেলার ২১৭নং জারুলছড়ি মৌজায় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের নামে হেডম্যানের স্বাক্ষরসহ প্রত্যয়নপত্র জাল করে CDTO-CRCCII-CCECC-ERECBL CONSORTIUM নামক একটি বহিরাগত কোম্পানি কর্তৃক ১৭০০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৪ মার্চ ২০২৪ নানিয়াচর উপজেলার বগাছড়ি এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক জিকন চাকমা (২৬) নামে এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে।

১৭ মে ২০২৪ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং মডেল ইউনিয়ন এলাকার নাফ নদী থেকে আরএসও কর্তৃক অস্ত্রের মুখে দুই আদিবাসী যুবক অপহরণের শিকার হন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

স্থানীয় জনগণের আপত্তিকে উপেক্ষা করে আলিকদম উপজেলার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ২৮৯নং চৈক্ষ্যং মৌজার সোনাইছড়ি এলাকায় পাহাড়ি ভূমিতে সরকারের বনবিভাগ কর্তৃক সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বান্দরবানের সুয়ালক ও লামার ডুলুছড়িতে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও মেয়ের নামে রয়েছে শত একর জমি। এসব জমিতে একসময় অসহায় পরিবারের বসবাস থাকলেও ছলে-বলে-কৌশলে নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

২০২৪ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১০৫টি ঘটনার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ৪ টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৯ জন নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা গেল–

১০ জানুয়ারি ২০২৪ মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের সেটেলার বাঙালি যুবক মো: বাবু কর্তৃক বিরেন্দ্র কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে।

১৪ মার্চ ২০২৪ আলিদকম উপজেলার ১নং আলিকদম সদর ইউনিয়নে এক মুসলিম সেটেলার বাঙালি যুবকের হামলায় ছয় আদিবাসী ম্রো নারী ও শিশু নির্মমভাবে মারধরের শিকার হয়।

১০ জুন ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন এলাকায় সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজে কর্মরত এক বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক স্থানীয় এক চাকমা তরুণী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে।

উন্নয়ন আগ্রাসন

সীমান্ত সড়ক ও সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের সময় সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সড়কের আশেপাশে আকর্ষণীয় বহু জায়গা বাছাই করে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে 'সংরক্ষিত এলাকা' বলে উল্লেখ করে দখল করা হচ্ছে। পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছেমত কারো কারো জায়গায়, এমনকি স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জায়গায়ও সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে সাইনবোর্ড স্থাপন করতে দেখা যায়। এমনকি স্থানীয় জনগণকেও ঐ এলাকায় চলাচল করতে নিষিদ্ধ করছে।

১১ জানুয়ারি কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগড় পাড়া বাজার হতে বিলাইছড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের ফলে কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের আজাছড়ি ভাঙামুড়া পাড়া এলাকায় কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই দুই জুম্ম গ্রামবাসী উচ্ছেদের শিকার হয়েছে।

জুম্মদের ঘরবাড়ি, বাগান-বাগিচা ও ভূমি ধ্বংস করে এবং উচ্ছেদ করে সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে। এমনকি ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একাধিকবার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীতে সেনাবাহিনী কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকার করে থাকে। অন্যদিকে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সেনাবাহিনী অনেক জুম্ম গ্রাম ও পরিবার জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে থাকে।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্মকে মারধর, বাড়ি তল্লাশি

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ৮নং তাংকোয়তাং ওয়ার্ডের বিলাইছড়ি জোনের ৩২ বীর তাংকোয়তাং সেনাক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার কর্তৃক ২ জুম্মকে মারধর এবং একই ইউনিয়নের ফারুয়া সেনা সাবজোন থেকে একদল সেনাসদস্য কর্তৃক ১ জুম্মর বাড়ি ঘেরাও করে ব্যাপক তল্লাশি করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- নতুন বাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৪০), পীং- পুনঙচান তঞ্চঙ্গ্যা ও কাজল বাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮), পীং- লক্ষিকুমার তঞ্চঙ্গ্যা। উভয় গ্রাম-তাংকোয়তাং, ৮ নং ওয়ার্ড, ৩নং ফারুয়া ইউনিয়ন।

জানা যায়, গত ৫ মার্চ ফারুয়া ইউনিয়নে তাদের ঘর নির্মাণের জন্য কাঠ চিরাই করে ঘরে ফেরার সময় কাউকে কিছু না জানিয়ে আকস্মিকভাবে তাংকোয়তাং সেনা ক্যাম্পের কয়েকজন সেনাসদস্য তাদের জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশে ব্যাপক মারধর করা হয়।

অন্যদিকে, ৭ মার্চ সকালের দিকে একই ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর ৩২ বীর এর ফারুয়া সাবজোন থেকে একদল সেনা সদস্য প্রদীপ তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮), পীং-মৃত ললিত মোহন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম-গোয়াইনছড়ি, 4নং ওয়ার্ড, ৩নং ফারুয়া ইউনিয়ন-এর বসতবাড়ি ঘেরাও করে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

বিলাইছড়ি-জুরাছড়ির প্রত্যন্ত গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রামবাসীদের জুমচাষে বাধা, গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলা ও জুরাছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম গাছবাগান পাড়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের জুমচাষে বাধা এবং গ্রামবাসীদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া বিলাইছড়ির ফারুয়ায় সেনা সদস্যরা এক জুম্ম গ্রামবাসীকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলেও জানা গেছে।

জানা যায়, গত ৮ মার্চ বিকাল আনুমানিক ৩ টায় হেলিকপ্টার যোগে সেনাবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গাছবাগান এলাকায় অবস্থিত গাছবাগান সেনা ক্যাম্পে সফরে যান। উক্ত সেনা কর্মকর্তা সফরের পরের দিন (৯ মার্চ) সকাল ৮ টার দিকে গাছবাগান সেনা ক্যাম্পের সুবেদার রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল গাড়িযোগে গাছবাগান পাড়া গ্রামে উপস্থিত হয়। এসময় সেনা সদস্যরা গ্রামের কার্বারিকে খোঁজ করেন। এসময় গ্রামের কার্বারি বাড়িতে না থাকায় সেনা সদস্যরা গ্রামের জনসাধারণকে একটি জায়গায় জড়ো করেন এবং উপস্থিত গ্রামবাসীদের গাছবাগান পাড়া ও এর পার্শ্ববর্তী থুমপাড়া গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে নির্দেশ দেন। এটা সফরকারী উক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নির্দেশ বলে জানান ক্যাম্পের সুবেদার প্রিয় রঞ্জন চাকমা।

এসময় সেনা সদস্যরা অতিদ্রুত গ্রাম ছেড়ে না গেলে গ্রামবাসী সবার অসুবিধা হবে বলে গ্রামবাসীদের হুমকি প্রদান করেন। এছাড়া সেনা সদস্যরা গাছবাগান পাড়া ও এর আশেপাশের এলাকায় কোনো জুম কাটা যাবে না, জুমে আগুন দেওয়া যাবে না বলেও তাদের নির্দেশের কথা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেন।

এর আগে উক্ত উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা আসার নাম করে গাছবাগান সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ৭ মার্চ থেকে ৯ মার্চ, তিনদিন যাবৎ গাছবাগান পাড়া গ্রামের সকল রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং তাদের বড় সাহেবের সফর, যানবাহন চলবে না বলে তারা গ্রামবাসীদের জানায়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল, গুলি করার হুমকি, এলাকায় আতঙ্ক

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল গত ১১ মার্চ সকাল ১১টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি সেনা জোনের ৩২ বীর এর জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ২২ সদস্যের একটি সেনাদল ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ২নং ধুপ্যাচর ওয়ার্ডের বিলাইছড়ি মোন পাড়াতে অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। এর পরপরই সেনাদলটি গ্রামে টহল অভিযান চালায়। এক পর্যায়ে সেনাদলটির কমান্ডার স্থানীয় কার্বারিকে ডেকে তার সামনে একটি নামের তালিকা বের করে এবং সাইমন, আগমন, তানবীর সহ বেশ কয়েকজন জুম্মর নাম উল্লেখ করে।

এসময় সেনাবাহিনীর কমান্ডার কার্বারির কাছে তালিকাভুক্ত ওই জুম্মদের বাড়ি কোথায়, মা-বাবা কোথায় থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন এবং এদের পেলে গুলি করা হবে বলে হুমকি

দেন। এসময় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিলাইছড়ি মোন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক রাত অবস্থান করে পরদিন ১২ মার্চ দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে সেনাদলটি ক্যাম্পে ফিরে গেছে বলে জানা গেছে।

বাঘাইছড়িতে সেনা ও বিজিবির সাইনবোর্ড: সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভূমি বেদখলের নতুন কায়দা

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে সীমান্ত সড়ক ও সীমান্ত সংযোগ সড়ককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক স্থানীয় আদিবাসী জুম্মদের বিভিন্ন আবাসভূমিতে স্থানীয় নামের বিপরীতে বহিরাগত মুসলিম ব্যক্তির নামে নতুন নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় জনগণ ও পর্যবেক্ষকমহলের ধারণা, সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন বিজিবি মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং স্থানীয় জুম্মদের ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদের লক্ষেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এইসব সাইনবোর্ড স্থাপন করেছে। বলাবাহুল্য, ওই সাইনবোর্ডে উল্লিখিত স্থানের নামের সাথে স্থানীয় জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্কই নেই।

এধরনের সাইনবোর্ড স্থাপনের কয়েকটি উদাহরণ হল– বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলী এলাকার ভিজে হিজিং নামক স্থানের জায়গায় 'শাহীন টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়া স্থানের জায়গায় 'মাহমুদ টিলা', সাজেক এলাকার দুরবাছড়া স্থানের জায়গায় 'এনামুল টিলা', সাজেক এলাকার বটতলা নামক স্থানের জায়গায় 'সজিব টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়ার স্থানে আরো একটি 'শামিম টিলা', সাজেক এলাকার ভুইয়োছড়া নামক স্থানের জায়গায় 'সাইদুর টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়ায় আরো একটি 'ইসমাইল টিলা (বিওপি পোস্ট)', সাজেক এলাকার ভুইয়োছড়া নামক জায়গায় আরো একটি 'আল-আমিন টিলা' ইত্যাদি নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঐ এলাকাতে যুগ যুগ ধরে আদিবাসী জুম্মরাই বসবাস করে আসছে এবং জুমচাষ ও বাগান-বাগিচা করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। ঐ সকল স্থানে কোনো মুসলিম বাঙালির বসতি ছিল না এবং নেই। সংশ্লিষ্ট বাসিন্দারা যাদের নামে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে তাদের নামও কখনো শোনেনি ঐ এলাকায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সড়ক নির্মাণ: পর্যটন স্থাপনে আদিবাসী জুম্মদের গ্রাম উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

আদিবাসী জুম্মদের গ্রাম উচ্ছেদ, ঘরবাড়ি ও বাগান-বাগিচা ধ্বংস, জুম চাষে বাধা প্রদান, সড়ক সংলগ্ন এলাকায় জুম্মদের ঘরবাড়ি নির্মাণে বাধা প্রদান করে সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে-এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

তারই সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে, সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্রিগেডের অধীন ২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজে জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ির সীমান্তবর্তী গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়া নামে দুইটি জুম্ম গ্রামের ২৩ পরিবার জুম্ম পরিবার উচ্ছেদের পাঁয়তারা ও ১৭ পরিবারকে জুম চাষে বাধা প্রদান করা।

গত ৯ মার্চ ২০২৪ সেনাবাহিনীর চাইচাল প্রকল্প ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন কবির ও সুবেদার প্রিয় রঞ্জন চাকমা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেয় যে, সেনাবাহিনী জুরাছড়ির দুমদুম্যা ইউনিয়নের গাছবাগান পাড়া ও বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নের থুম পাড়ার মধ্যবর্তী পিলার চুগ ও লাঙেল টিলাতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করবে। তাই এই দুই গ্রামের গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে এবং সেখানে ও আশেপাশের এলাকায় জুম কাটা যাবে না এবং ইতোমধ্যে কাটা জুমগুলোতে আগুন দেওয়া যাবে না।

এরপর গত ১১ মার্চ ২০২৪ সেনাবাহিনী এক্সকেভেটর দিয়ে পিলার চুগ ও লাঙেল টিলায় মাটি কাটা শুরু করে এবং বুদ্ধলীলা চাকমার কাটা জুম ধুলিসাৎ করে দেয়। এর পূর্বে গত ৬ মার্চ সেনাবাহিনী বীরসেন তঞ্চঙ্গ্যার কাটা জুম এক্সকেভেটর দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। গত ১২ মার্চ ২০২৪ চাইচাল সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন কবির ও সুবেদার প্রিয় রঞ্জন চাকমা গাছবাগান পাড়া গ্রামের কার্বারি (গ্রাম প্রধান) থুদো চাকমার কাছ থেকে জুমের তালিকা চেয়েছেন। এসময় ক্যাপ্টেন কবির কার্বারি থুদো চাকমাকে বলেন, 'তালিকা দিলেও পাড়া ছাড়তে হবে, না দিলেও পাড়া ছাড়তে হবে। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে কারো কখনও লাভ হয়নি। অতএব, সরকারের বিরুদ্ধে না গিয়ে জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও।' গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়া এই গ্রামবাসীরা বর্তমানে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

সেনাবাহিনীর উচ্ছেদের মুখে জুরাছড়ি-বিলাইছড়ির সীমান্তবর্তী দুই জুম্ম গ্রাম

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী সীমান্ত সড়ক সংলগ্ন প্রত্যন্ত দু'টি গ্রামের আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসীরা উচ্ছেদের প্রক্রিয়ার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী একটি গ্রামের ১২ পরিবারকে তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছে এবং দুটি গ্রামের অন্তত ১৭ পরিবারকে তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন জুমচাষের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বলে জানা যায়।

একাধিক সূত্র জানায়, সেনাবাহিনী ঐ এলাকায় সীমান্ত সড়ককে কেন্দ্র করে তাদের একচ্ছত্র পর্যটন ব্যবসার বিকাশ ও সেনা আধিপত্য জোরদারের লক্ষে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং স্থানীয় জুম্মদের মৌলিক ও মানবাধিকারকে লংঘন করে জোরজবরদস্তিমূলকভাবে দুই গ্রামের অধিবাসীকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পর্যটন কেন্দ্র স্থাপিত হলে এবং উক্ত দুই গ্রাম উচ্ছেদ হলে, এর সাথে সাথে শুক্করছড়ি, চঙরাছড়ি, বিলাইছড়ির মন্দিরাছড়া ও জুরাছড়ির মন্দিরাছড়া ইত্যাদি গ্রামগুলিও উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক উচ্ছেদের নির্দেশ পাওয়া গাছবাগান পাড়ার পরিবারগুলো হল- (১) বুদ্ধলীলা চাকমা, পীং- মৃত মদন্যা চাকমা, (২) লেংপাদ চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, (৩) ফরকধন চাকমা, পীং- দিনমোহন চাকমা, (৪) অমর জীবন চাকমা, পীং- ফরকধন চাকমা, (৫) পেন্দুগুলো চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, (৬) বাত্যে চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, (৭) পূন্যলাল চাকমা, পীং- বৃদ্ধলীলা চাকমা, (৮) নিজিমুনি চাকমা, পীং- রবন্য চাকমা, (৯) ভদাং চাকমা, পীং- জক্কা চাকমা, (১০) সাত্তো চাকমা, পীং- মুলো বাব চাকমা, (১১) থুদো কার্বারি, পীং- মুরুঙ্গে চাকমা, (১২) সেবক্কে চাকমা, পীং- নাগা চাকমা। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়া এই গ্রামবাসীরা বর্তমানে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে জুম কেটেও যারা সেনাবাহিনী যাদেরকে জুমচাষে বাধা প্রদান করে সেই পরিবারগুলো হল- (১) তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা, পীং- চিন্তাহরণ চাকমা, গ্রাম- থুমপাড়া, (২) ছক্কো চাকমা, পীং- বিরাজমোহন চাকমা, গ্রাম- থুমপাড়া, (৩) মদন চাকমা, পীং- জ্ঞানলাল চাকমা, গ্রাম- থুমপাড়া, (৪) সুবিমল চাকমা, পীং- রমনী কুমার চাকমা, গ্রাম- থুমপাড়া, (৫) দয়ালাল চাকমা, পীং- ভগবান চাকমা, গ্রাম- থুমপাড়া, (৬) বুদ্ধলীলা চাকমা, পীং- মৃত মদন্যা চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (৭) লেংপাদ চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (৮) ফরকধন চাকমা, পীং- দিনমোহন চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (৯) অমর জীবন চাকমা, পীং- ফরকধন চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (১০) পেন্দুগুলো চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (১১) বাত্যে চাকমা, পীং- বুদ্ধলীল চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (১২) পূন্য লাল চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (১৩) নিজিমুনি চাকমা, পীং- রবন্য চাকমা, (১৪) বদাং চাকমা, পীং- জক্কা চাকমা, গ্রাম-গাছবাগান পাড়া, (১৫) সাত্তো চাকমা, পীং- মুলো বাব চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া, (১৬) থুদো কার্বারি, পীং- মুরুঙ্গে চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া ও (১৭) সেবক্কে চাকমা, পীং- নাগা চাকমা, গ্রাম- গাছবাগান পাড়া।

জানা গেছে, গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়ায় বর্তমানে ২৩টি জুম্ম পরিবার বসবাস করছে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরপরই ১৯৯৮ সাল থেকে এই জুম্ম পরিবারগুলো সেখানে বসতিস্থাপন শুরু করে। তাদের প্রধান জীবিকা জুমচাষ। তবে বিগত ২৪/২৫ বছরে তাদের অনেকেই কলাবাগান, আম-কাঠাল বাগান, ঝাড়ু-ফুলের বাগান গড়ে তুলেছে। জুমে অনেকে ধানচাষের পাশাপাশি আদা, হলুদ, তিল, মরিচ ইত্যাদি চাষও করে থাকে।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী এক জুম্মকে হয়রানি

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত বনযোগীছড়া সেনা জোনে আসন্ন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এক জুম্মকে ডেকে এনে প্রায় দশ ঘন্টা ধরে আটকে রেখে হয়রানি করা হয়।

ভুক্তভোগী ওই ব্যক্তির নাম কামিনী চাকমা (৪২), পীং- সুভাষ বসু চাকমা, গ্রাম- কাংড়াছড়ি, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন। তিনি বনযোগীছড়া ইউনিয়নের সাবেক নির্বাচিত মেম্বার এবং আসন্ন প্রথম পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচনের একজন ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ৮ এপ্রিল সকাল আনুমানিক ১০ টার দিকে জুরাছড়ি সদরের যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের চার সেনা সদস্য কামিনী চাকমাকে যক্ষা বাজারে পেয়ে তাকে বনযোগীছড়া সেনা জোনে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় ১০ ঘন্টা ধরে কামিনী চাকমাকে বনযোগীছড়া সেনা জোনের অভ্যর্থনা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত 'গোল ঘরে' অপেক্ষমান অবস্থায় রাখা হয়। তার সাথে কোনো কথা না বলে কামিনী চাকমাকে কেবল

বসিয়ে রাখা হয়।

পরে রাত ৭:৩০ টার দিকে জনৈক এক সেনা সদস্য এসে ‘আজ ক্যাম্প কমান্ডার উপজেলা নির্বাচন বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু কথা বলার সময় পেলেন না’ বলে কামিনী চাকমাকে ছেড়ে দেন।

রুমায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৫৪ জন বম নরনারী গ্রেপ্তার, অধিকাংশই নিরীহ

বান্দরবান জেলার রুমা ও থানচিতে সেনাসৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যাংক ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনার পর বিগত তিন দিন ধরে যৌথ বাহিনীর তথাকথিত অভিযানে ৫৪ জন আদিবাসী বম নর-নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৯ এপ্রিল গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্য থেকে ৫২ জনকে বান্দরবান জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

রুমা থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অন্তত ৪৯ জন নর-নারীর পরিচয় পাওয়া গেছে যারা নিরীহ ও নিরপরাধ বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে ১৮ জনই নারী, ২ জন অন্তঃসত্তা নারী, ৮ জন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্যরা সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, বাগান চাষী, দিনমজুর ও বিভিন্ন পেশার মানুষ। এদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট পেশা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন ঢাকায় পড়াশোনা করছেন, যারা মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ছুটিতে বাড়িতে এসেছেন।

সেনা অভিযানে নিপীড়ন ও হয়রানির ভয়ে মুননোয়াম পাড়া, বেথেলপাড়া, হ্যাপিহিল পাড়া, বাচত্লাং পাড়া, আর্থা পাড়া ইত্যাদি বম গ্রামের লোকজন গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

যৌথ বাহিনী কর্তৃক আরও ২৩ জন নিরীহ বম গ্রামবাসীকে আটক

বান্দরবান জেলার রুমা ও থানচিতে সেনাসৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যাংক ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যৌথ বাহিনীর পরিচালিত তথাকথিত অভিযানে আরও ২৩ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করা হয়েছে এবং ১২ জনকে সাময়িক আটক করে হয়রানি করা হয়েছে।

এ নিয়ে গ্রেপ্তার ও আটকের শিকার আদিবাসী জুম্ম নারী ও পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ালো সর্বমোট ৭৭ জন। পূর্বে গ্রেপ্তারকৃত ৫৪ জন বম নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকাংশই নিরীহ হলেও তাদের কাউকে ছেড়ে দেওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

গত ৯ এপ্রিল, যৌথবাহিনী রুমার বেথেল পাড়া থেকে কেএনএফ সন্দেহে পাস্টর লিয়ান সিয়াম বম (৫৫), পীং-থন আলহ বম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। পরে ১০ এপ্রিল, যৌথবাহিনী ওই ব্যক্তিকে বান্দরবান থানায় সোপর্দ করে। একইদিন থানচি থেকে ভানলালবয় বম (৩৩),

পীং-জিংতোয়ার বম, গ্রাম-শাহজাহান পাড়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে যৌথবাহিনী। তার বিরুদ্ধে থানচি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনার সহযোগী হিসেবে মামলা দায়ের করা হয় বলে জানা যায়।

গত ১০ই এপ্রিল, রাত ১০:৩০টা থেকে যৌথবাহিনীর একটি দল লাইরুনপি পাড়া ও ইডেন পাড়াকে ঘিরে রাখে এবং পাড়ার সমস্ত বম গ্রামবাসীদেরকে রুমার মারমা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে যায়। জানা গেছে, ওই গ্রামের পুরুষ ও যুবকরা ভয়ে কয়েকদিন আগেই গা ঢাকা দিয়ে আছে, এসব বম পাড়াগুলোতে এখন শুধু মহিলা আর শিশুরা থাকে।

অপরদিকে ঐদিনই (১০ই এপ্রিল), যৌথবাহিনী আর্থা পাড়া ও বাসতলাং পাড়ার প্রবেশমুখে বমদের কয়েকটি দোকানঘর পুড়িয়ে দেয় বলে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ১১ এপ্রিল, যৌথবাহিনীর সদস্যরা রুমা উপজেলার ইডেন পাড়া থেকে লালরিন তোয়াং বম (২০), পীং-লালচেও, ভানিনয়াম থাং বম (৩৭), পীং-ঙুনদাং বম ও ভানলাল থাং বম (৪৫), পীং-লালমুয়ান বম নামে ৩ জনকে আটক করে। এছাড়া একইদিন নাজিরাট পাড়াতে গিয়ে যৌথবাহিনীর একটি দল ৩টি গ্রেনেড এবং ২০-২৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে বলে খবর পাওয়া যায়।

গত ১২ এপ্রিল, যৌথবাহিনী কর্তৃক রুমা উপজেলার জাইয়ন পাড়া থেকে কেএনএফ সন্দেহে তোয়ার লিয়ান বম ও ডেবিড বম নামে ২ জনকে এবং একইদিন বান্দরবান সদরের বালাঘাটা থেকে কেএনএফ সন্দেহে লমথার বম, গ্রাম- চিনলুং পাড়া ও রবার্ট বম, গ্রাম- হেবরন পাড়া নামে আরো ২ জনকে আটক করার খবর পাওয়া যায়।

গত ১৩ এপ্রিল, রাত ৯:৩০টায়, সেনাবাহিনী রেইচা সেনা চেকপোস্টে বান্দরবান থেকে ঢাকাগামী একটি শ্যামলী বাস থেকে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র সাংসিংময় বম (২১), পীং- লাল তিন খুম বম, গ্রাম- লাইমি পাড়া; ঢাকা প্রাইম কলেজ অফ নার্সিং-এর ছাত্রী রাম ঝাউ কিম বম (২২), পীং- লাল তিন খুম বম, গ্রাম- লাইমি পাড়া; গাজীপুর পানজুরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সারি লালরম বম (১৫), পীং- লাল কিম বম, গ্রাম- লাইমি পাড়া; ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ-এর ছাত্র লাল লিয়ান নুয়াম বম (২৫), পীং- হাওলিয়ান বম, গ্রাম- লাইমি পাড়া; ঢাকা নটরডেম কলেজের ছাত্র রৌজালিয়ান বম (১৭), পীং- ভানরৌ, গ্রাম- লাইমি পাড়া; ঢাকা সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজের ছাত্র টমাস লালরাম তাং বম (১৭), পীং- লাল রিন সাং বম, গ্রাম- বালাঘাটা নামে ৬ জন বম ছাত্র-ছাত্রীকে আটক করে। পরে রাত ৯:৪০টার দিকে এএসইউ বান্দরবান ইউনিটের প্রধান লে: কর্নেল মো: ফাহাদ ফয়সাল রেইচা চেকপোস্টে এসে আটককৃতদেরকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর উক্ত ৬ ছাত্রকে বান্দরবান সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরদিন (১৪ এপ্রিল) আটককৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ-এর ছাত্র লাল লিয়ান নুয়াম বম-কে রেখে অন্যান্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর ১৫ এপ্রিল, লাল লিয়ান নুয়াম বম এর পিতা ও লাইমি

পাড়ার কার্বারি হাওলিয়ান বম বান্দরবান থানায় দেখা করতে গেলে সাথে সাথে পুলিশ কার্বারিকে আটক করে এবং তার ছেলেকে ছেড়ে দেয়।

গত ১৪ এপ্রিল যৌথবাহিনী রুমা উপজেলার বেথানি ত্রিপুরা পাড়া থেকে কেএনএফ-কে সহযোগিতা করার কারণ দেখিয়ে কার্বারি রতিচন্দ্র ত্রিপুরা (৫৮), পীং- গঙ্গামনি ত্রিপুরা; নটরডেম কলেজে পড়ুয়া ছাত্র কার্বারির ছেলে সুকান্ত ত্রিপুরা (২১); রখাচন্দ্র ত্রিপুরা (২১); আব্রাহাম ত্রিপুরা (৩০); পিন্টু ত্রিপুরা (৩০), পীং- শৈতোহা ত্রিপুরা এবং অজ্ঞাতনামা আরো ১ জন সহ মোট ৬ জন নিরীহ ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে আটক করে।

একই দিন (১৪ এপ্রিল) পুলিশ রুমা ও থানচির ব্যাংক ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার সন্দেহভাজন আসামী বলে বান্দরবান সদর থেকে বম জনগোষ্ঠীর আরও ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- লাল রৌবত বম (২৭), পীং- লাল মিন সাওম বম, গ্রাম-রেমাক্রি প্রাংসা; লাল লোম খার বম (৩১), পীং-লিয়ান জুয়াম বম, গ্রাম- কুহালং; মিথুসেল বম (২৫), পীং- রুয়াল লাই বম, গ্রাম- পাইন্দু ইউনিয়ন এবং লাল রুয়াত লিয়ান বম (৩৮), পীং-রামকুপ বম, গ্রাম- বান্দরবান সদর।

গত ১৬ এপ্রিল বান্দরবান জেলার সীমান্তবর্তী রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়ন থেকে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ৮ নিরীহ গ্রামবাসী গরু খুঁজতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গেলে যৌথবাহিনী ওই গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা হলেন- বড়থলি ইউনিয়নের শেপ্রু পাড়া গ্রামের বীরবাদু ত্রিপুরা (৩০), গুণীজন ত্রিপুরা (৫০), বীর্নজয় ত্রিপুরা (২০), শিমন ত্রিপুরা (২৫), ধুপপানিছড়া পাড়ার কার্বারি জাতিরায় ত্রিপুরা (৪১), প্যাট্রিক ত্রিপুরা (২৬) এবং হাতিছড়া পাড়া থেকে জ্যাকব ত্রিপুরা (৩২) ও কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপুরা।

রুমায় সেনাবাহিনীর এলোপাতাড়ি মর্টার শেল নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ, এক বম নারী আহত

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় আদিবাসী বম জনগোষ্ঠীর বসতি লক্ষ্য করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এলোপাতাড়ি মর্টার শেল নিক্ষেপ ও ব্রাশ ফায়ার করে। এতে এক নিরীহ বম নারী আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত ২২ এপ্রিল সকাল ৬:৩০ টার দিকে সেনাবাহিনী রুমা সদর ইউনিয়ন এলাকার বম সম্প্রদায়ের গ্রাম মুনলাই পাড়া লক্ষ্য করে উপর্যুপরি মর্টার শেল (কামানের গোলা) নিক্ষেপ করে। এসময় বাড়িতে অবস্থানরত সেলি বম (১৯) নামে এক তরুণীর শরীরে একাধিক স্থানে মর্টার শেলের টুকরো এসে বিদ্ধ করে। এছাড়া গত ২১ এপ্রিল দুপুর ১২:৩০ টার দিকে সেনাবাহিনী কেএনএফের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে রুমার বগামুখ এলাকায় বম জনগোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি ব্রাশ ফায়ার করে।

একইদিন ২১ এপ্রিল দুপুরের দিকে আলিকদম থেকে সেনাবাহিনীর ১টি জীপ এবং সৈন্যসমেত ১টি বাস থানচিতে যুদ্ধংদেহী অবস্থায় প্রবেশ করেছে এবং একইসাথে আলিকদম সেনানিবাস থেকে ৩৮-বীর ও ১ম-বীর এর ২ কোম্পানী সেনা বান্দরবান সদরে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা যায়।

বান্দরবানে যৌথবাহিনীর অভিযানে নারী ও শিশুসহ ৪ জন বম গ্রামবাসী গ্রেপ্তার

গত ২০ এপ্রিল, বান্দরবানে যৌথবাহিনী কর্তৃক কেএনএফের বিরুদ্ধে তথাকথিত অভিযানের নামে ৩ জন নিরীহ নারী ও তাদের সাথে ৪ জন অবোধ শিশু গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২১ এপ্রিল, শিশুসহ উক্ত নারীদের বান্দরবানের আদালতে হাজির করা হয় এবং আদালত তাদের জন্য ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

ভুক্তভোগী এসব নারী ও শিশুরা হল– (১) লাল এনকল বম, ২৪ বছর, পেশায় গৃহিনী ও জুমচাষী; (২) লাল রুয়াত ফেল বম, ২১ বছর, গৃহিনী; (৩) লাল নুন পুই বম, ১৮ বছর, ২য় বর্ষে ছাত্রী, সাঙ্গু সরকারি কলেজ; (৪) লাল থার সাং বম, ৪ বছর; (৫) লাল ফেলিনা বম, ২ বছর; (৬) রাম দুহ থাং বম, ২ মাস এবং (৭) ইউনিকি বম, ২ বছর।

সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ বম ছাত্রকে গুলি করে হত্যা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সেনাসৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসীদের দমনের নামে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় বিএ (অনার্স) পড়ুয়া নিরীহ এক বম ছাত্রকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হত্যার পর সেনাবাহিনী ওই ছাত্র কেএনএফের সশস্ত্র সদস্য এবং কেএনএফের সাথে গোলাগুলিতে অর্থাৎ ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে বলেও অপপ্রচার চালায়।

গত ২২ এপ্রিল সেনাবাহিনীর একটি দল লাল রেম রুয়াত বম (২১) নামে এক নিরীহ ছাত্রকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কেএনএফের পোশাক পড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। একইদিন সন্ধ্যায় আন্তঃবাহিনী জন-সংযোগ পরিদফতরের (আইএসপিআর) সহকারী পরিচালক রাশেদুল আলম খান কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে ভুক্তভোগী লাল রেম রুয়াত বমকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কেএনএফের সশস্ত্র সদস্য বলে উল্লেখ করা হয়।

বান্দরবানে চলমান অভিযানে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ১ জনকে গ্রেপ্তার

গত ২৩ এপ্রিল বান্দরবানের সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের নতুন চড়ুই পাড়ায় সকাল আনুমানিক ৬:৩০ টার দিকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) কর্তৃক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উম্যামং মারমা (৫০), পীং-মৃত ক্যশৈ অং মারমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সাদা পোশাকে আগত র‍্যাবের একটি দল উম্যামং মারমার গোয়াল ঘরে আফিম রেখে দিয়ে সেই আফিম পেয়েছে বলে উম্যামং মারমাকে গ্রেপ্তার করে।

এর আগে ২২ এপ্রিল দুপুরে মুনলোয়াম পাড়া সেনা ক্যাম্প হতে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল মুনলোয়াম পাড়াতে গিয়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে এবং ঘরের ব্যবহার উপযোগী গ্রামবাসীদের সমস্ত জিনিস ও আসবাবপত্র ভেঙে তছনছ করে দেয়। একইসাথে বান্দরবান সদর ইউনিয়নের মেঘলা এলাকার কানান পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে যায়। সেখানে গিয়ে একটি টং ঘরকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি ব্রাশ ফায়ার করে সেনাবাহিনী। জানা গেছে, একটি ফলজ বাগান দেখাশোনার জন্য ওই টং ঘরে দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা থাকতেন। সেনাবাহিনী আসতে দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ২ ছাত্রকে আটক ও হয়রানি, পরে মুক্তি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলা এলাকার বাসিন্দা ও রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের ২ জন জুম্ম ছাত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক সাময়িক আটক ও হয়রানির শিকার হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী ২ ছাত্র হলেন- সরেশ চাকমা ও রনি চাকমা। তাদের বাড়ি জুরাছড়ি সদরস্থ বড়ইতুলি এলাকায়। তারা দুজনেই রাঙ্গামাটি সরকারি ডিগ্রি কলেজেরে শেষ বর্ষের ছাত্র।

গত ২৬ এপ্রিল দুপুর ১:৩০ টার দিকে জুরাছড়ি সদরের যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বনযোগীছড়া সেনা জোনের এজেন্ট মো: সোহেল তাদের দুইজনকে থামিয়ে চেকপোস্টে আটক করে রাখে। প্রায় আধা ঘন্টা পর দুপুর ২ টার দিকে, সরেশ চাকমা ও রনি চাকমাকে চেক পোস্ট থেকে যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের সাথে কোনো কথা না বলে প্রায় ৩ ঘন্টা হয়রানিমূলকভাবে বসিয়ে রাখা হয়। পরে বিকাল ৫ টার দিকে সেনা এজেন্ট সোহেল গত ২১ ফেব্রুয়ারি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জুরাছড়ি থানা শাখা কর্তৃক শহীদ বেদীতে ফুল দেওয়ার একটি ছবি রনি চাকমাকে দেখায় এবং ছবির ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, পরিচয় দিতে বলে।

এরপর সেনা এজেন্ট মো: সোহেল পরের দিন ২৭ এপ্রিল সকাল ৯ টায় সরেশ চাকমা ও রনি চাকমাকে যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পে হাজির হতে হবে বলে ৫:৩০ টার দিকে দুই ছাত্রকে ছেড়ে দেয়।

রুমায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ জন বম গ্রামবাসীকে আটক

গত ২৬ এপ্রিল বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার মুনলোয়াম পাড়া থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল ৫ জন বম গ্রামবাসীকে আটক করে। তাদের মধ্যে তিন জনের পাওয়া যায়, তারা হলেন- ডানিয়েল বম, পীং-জুমতেলর বম; আকুম বম, পীং-লালতুমময় বম ও লালরোয়াম বম, পীং-লালবারদির বম।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বম গ্রামবাসীদের ঘরে ফেরার নির্দেশ, হুমকি

গত ২৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর একটি দল বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার মুনলোয়াম পাড়ায় গিয়ে সেনা অভিযানের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মুনলোয়াম পাড়া ও এর আশেপাশের বম গ্রামবাসীদের আগামী ৫ দিনের মধ্যে স্ব স্ব ঘরে ফিরতে নির্দেশ দেয়। ৫ দিনের মধ্যে ঘরে না ফিরলে সেনাবাহিনী ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেবে বলে হুমকি প্রদান করে।

একইদিন যৌথবাহিনীর একটি দল রুমার হ্যাপি হিল পাড়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি জুমঘর থেকে ১০০ টি কম্বল ও ১০০ টি খাবারের থালা খুঁজে পায় বলে জানা যায়। পরে যৌথবাহিনীর সদস্যরা সেগুলো পুড়িয়ে দেয়।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ বম গ্রামবাসী হত্যা

গত ২ মে ২০২৪ সেনাবাহিনীর একটি দল বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার পাইনখ্যং পাড়ায় গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ৫ বম নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে, রোয়াংছড়ি উপজেলার ক্যাপলাং পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি টহল দলের উপর কেএনএফ সশস্ত্র সদস্যদের অতর্কিত হামলায় সেনাবাহিনীর ১ সদস্য নিহত এবং ৬ সদস্য আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২ মে সেনাবাহিনীর একটি দল রোয়াংছড়ি উপজেলার ক্যাপলং পাড়ার পার্শ্ববর্তী পাইনখ্যং পাড়া গ্রামে গিয়ে গ্রামটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এসময় সেনাদলটি গ্রামে থাকা ২১ জন নিরীহ বম পুরুষকে আটক করে

একটি স্থানে জড়ো করে। এরপর সেনা সদস্যরা ২১ জনের মধ্য থেকে ৫ জন গ্রামবাসীকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে।

হত্যার শিকার ৫ গ্রামবাসী হলেন- (১) পিটর বম, পীং-সানথক বম, তিনি পাইনখ্যং পাড়ার কার্বারি; (২) ভানলালথুয়াল বম, পীং-ভানচনহ বম, গ্রাম-পাইনখ্যং পাড়া; (৩) রামচনহ বম, পীং-লালডেং বম, গ্রাম-পাইনখ্যং পাড়া; (৪) লালচনসাং বম, পীং-নানকুপ বম, গ্রাম-পাইনখ্যং পাড়া এবং (৫) লালরেমসাং বম, গ্রাম-লাই পাড়া।

এদিকে গত ২ মে বিকাল আনুমানিক ৩ টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ক্যাপলং পাড়া এলাকায় টহল অভিযান চালানোর সময় কেএনএফের একটি সশস্ত্র দল হঠাৎ তাদের উপর হামলা চালায়। এসময় সেনাবাহিনীর ৭ সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে একজন সেনা সদস্য ক্যাপলাং এলাকাতেই মারা যায়। দ্রুত অবশিষ্ট আহত ৬ সেনা সদস্যকে রোয়াংছড়ি উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেই আহতদের রোয়াংছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে হেলিকপ্টার যোগে চট্টগ্রামের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর আটকের শিকার তিন জুম্ম ছাত্র

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩ জুম্ম নিরীহ ছাত্র আটকের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ৪ মে দুপুর আনুমানিক ১ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলা সদরস্থ যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা পরপর উক্ত তিন ছাত্রকে আটক করে। সেনাবাহিনীর একটি দল প্রথমে জুরাছড়ি সদর এলাকার ধামাইপাড়া সেতু থেকে মোটর সাইকেল থেকে নামিয়ে সুরেন চাকমা ও মোটর সাইকেল চালককে যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই, যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পের চেক পোস্ট থেকে রূপম চাকমা ও রনি চাকমাকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় সেনা সদস্যরা।

আটককৃত তিন ছাত্র হলেন- (১) রূপম চাকমা, ২৫ বছর, পীং-বীরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম-জামেসছড়ি, মৈদুং ইউনিয়ন, জুরাছড়ি; (২) সুরেন চাকমা, ২৪ বছর, পীং-অনীল কুমার চাকমা, গ্রাম-চিবে পানছড়ি, মৈদুং ইউনিয়ন, জুরাছড়ি ও (৩) রনি চাকমা, ২০ বছর, পীং-প্রেম কুমার চাকমা, গ্রাম-বড়ইতুলি, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন, জুরাছড়ি।

রূপম চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক; সুরেন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং রনি চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বলে জানা গেছে।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটককৃত তিন ছাত্র সহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়িতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আটককৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) স্থানীয় তিন নেতাকে অবশেষে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় জড়িত করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। মামলায় উক্ত ৩ জুম্ম ছাত্রনেতা সহ আরও ১৩ জন জুম্ম গ্রামবাসী মোট ১৬ জন এবং অজ্ঞাতনামা ২০/২৫ জনকে জড়িত করা হয়েছে।

আটককৃত তিন ছাত্রনেতা হলেন- পিসিপি'র জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রূপম চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক সুরেন চাকমা এবং তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রনি চাকমা। রূপম চাকমার বাড়ি জুরাছড়ির মৈদুং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জামেরছড়ি গ্রামে, সুরেন চাকমার বাড়ি একই ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পানছড়ি গ্রামে এবং রনি চাকমার বাড়ি বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বড়ইতলি গ্রামে।

উক্ত তিন ছাত্রনেতা ছাড়াও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আরও ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে পলাতক আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সেই ১৩ জন ব্যক্তি হলেন– (১) সুবর্ণ চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- চকপটিঘাট, ২ নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; (২) মিলন চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- বনযোগীছড়া; (৩) তুজু চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- শীলছড়ি, মৈদং ইউনিয়ন; (৪) অন্তর চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- ফকিরাছড়ি, মৈদং ইউনিয়ন; (৫) কুসুম চাকমা, পিতা-অজ্ঞাত, সাং- ধুমধুম্যা; (৬) কনেল চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- দুমদুম্যা; (৭) মিঠুন চাকমা, পিতা-অজ্ঞাত, সাং- লুলাংছড়ি, জুরাছড়ি ইউনিয়ন; (৮) হৃদয় চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- উপকছড়ি; (৯) বাত্তে চাকমা,

পিতা-অজ্ঞাত, সাং-বনযোগীছড়া; (১০) কনক চাকমা, পিতা-অজ্ঞাত, সাং- ফকিরাছড়ি, মৈদং; (১১) আনন্দ চাকমা, পিতা-অজ্ঞাত, সাং- সামিরাঘাট, জুরাছড়ি ইউনিয়ন; (১২) বিপক চাকমা, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- দুমদুম্যা; (১৩) সঞ্জীব চাকমা, পিতা-অজ্ঞাত, সাং- বগাখালী, দুমদুম্যা ইউনিয়ন।

জুরাছড়িতে আ'লীগের প্রার্থীকে ভোট দিতে সেনাবাহিনীর জোরজবরদস্তি

জুরাছড়ি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জুরাছড়ির অন্তর্গত বিভিন্ন ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার পক্ষে প্রচারণায় নামে এবং ভোটারদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ৫ মে ২০২৪ দুপুর ১:০০টা থেকে ২:০০টা সময়ে বনযোগীছড়া জোনের অধীন শালবাগান ক্যাম্পের সুবদার মাসুদ-এর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের একটি সেনাদল জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের থাচি পাড়ায় গিয়ে কয়েকটি বাড়ি চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে ভিতরে থাকা লোকজনদেরকে আনারস মার্কায় (জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার প্রতীক) ভোট দিতে নির্দেশ দেন। সেই সাথে সুবেদার মাসুদ হুমকি দেন যে, 'জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা যদি ভোট না পান, তাহলে আল্লাহর কসম কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।'

গত ৭ মে ২০২৪ রাত আনুমানিক ২:৩০ ঘটিকার সময়ে জুরাছড়ির বনযোগীছড়া বাজারের পাশে জ্ঞান জ্যোতি চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে টিভি, মোবাইল ফোন, আলমারি, ওয়ারড্রবসহ জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়। জ্ঞানজ্যোতি চাকমা সেসময় বাড়িতে ছিলেন না। স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুরেশ কুমার চাকমাকে ভোট না দিতে জ্ঞানজ্যোতি চাকমার পরিবারের লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। এই মর্মে হুমকি দেয়া হয় যে, কালকে যদি বাড়ি থেকে জ্ঞান জ্যোতি চাকমা বের হয়, তাহলে তাকে মেরে ফেলা হবে।

জুরাছড়িতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর বেপরোয়া হস্তক্ষেপ

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সরকারি দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী জ্ঞানেন্দু বিকশ চাকমার পক্ষাবলম্বন করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বেপরোয়া ও জোরজবরদস্তিমূলকভাবে হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের ভোট দানে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ৮ মে সকাল আনুমানিক ৬ টার দিকে সুবেদার মাসুদ এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল ১নং জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সোহেল পাড়া ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জনসংহতি সমিতি সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুরেশ চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কামিনী চাকমা ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী অনিতা দেবী চাকমার নিয়োজিত কেন্দ্র এজেন্টদেরকে প্রায় ১ ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা নিজেদের হেফাজতে আটক করে রাখে। পরে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর যথারীতি ভোট গ্রহণ শুরু হলে বেশ কয়েকজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করে সেনা সদস্যরা।

৮ মে সকাল ৮ টার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জুরাছড়ির ৩নং মৈদুং ইউনিয়নের কেন্দ্র থেকে সরকারি দল আওয়ামীলীগের প্রার্থী জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার আনারস প্রতীকের এজেন্টদের রেখে অন্যান্য প্রার্থীর সকল এজেন্টদের জোর করে বের করে দেয়।

৮ মে সকাল ৭:৩০ টা হতে ক্যাপ্টেন সাইম এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল জুরাছড়ির ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভুয়াতলীছড়া কেন্দ্রে আগত ভোটারদের সরকারি দলের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর আনারস প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য জোরজবরদস্তি শুরু করে এবং আনারস প্রতীকে ভোট না দিলে অসুবিধা হবে বলে হুমকি প্রদান করে। সেনাবাহিনী এই কেন্দ্রে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা যাবৎ ভোটারদের ভোট প্রদান বন্ধ রাখে বলে জানা যায়। তবে সকাল ১০ টার দিকে স্বাভাবিকভাবে ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং সেনাবাহিনী যথারীতি ভোটারদের আনারস প্রতীকে ভোট দিতে চাপ অব্যাহত রাখে।

৮ মে আনুমানিক ৮ টার দিকে ফকিরাছড়ি সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার জাফর এর নেতৃত্বে ১৪/১৫ জনের একটি সেনাদল ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৭/৮/৯ ওয়ার্ডের বস্তিপাড়া কেন্দ্রে গিয়ে আনারস প্রতীকের এজেন্ট বাদে অন্য সকল প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করে, সকল ভোটারদের দোকানের প্রাঙ্গণে বসিয়ে রেখে ভোট দানে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া এসময় কেন্দ্রে আগত সকল ভোটারদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় সেনাবাহিনী।

৮ মে সকাল ১০ টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ৩নং মৈদুং ইউনিয়নের ফকিরাছড়া কেন্দ্রে গিয়ে ভোটারদের ভোট কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেয় বলে জানা যায়। একই সময়ে ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৭/৮/৯ নং ওয়ার্ডের বস্তিপাড়া কেন্দ্রেও সেনাবাহিনী ভোটারদের কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভয়ে ভোটাররা কেন্দ্রে যেতে পারছিল না বলে খবর পাওয়া যায়।

বান্দরবান থেকে আরও ১২৭ জন বম শরণার্থীর মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ

বাংলাদেশের বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে আরও ৩২টি আদিবাসী বম পরিবারের অন্তত ১২৭ জন শরণার্থী ভারতের মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়। গত এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে সেনা সৃষ্ট বম পার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বান্দরবানে ব্যাংক ডাকাতি এবং অতঃপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়ের নেতৃত্বে কেএনএফের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর অভিযানের নামে সাধারণ বম জনগণকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, আটক, হত্যা, তল্লাশি শুরু হলে বহু বম গ্রামবাসী ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। ফলে তাদের একটি অংশ আবারও মিজোরামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

একাধিক মাধ্যমে প্রাপ্ত মিজোরামের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ পর্যন্ত শিশু ও নারী সহ ১,৩৬৮ জন বম সম্প্রদায়ের মানুষ মিজোরামের অন্তত ৬টি গ্রামে শরণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। গ্রামগুলি হল- খমই, রুইতেজল, মংবু, বুংত্লাং সাউথ, ভাটুয়ামপুই ও চামদুর প্রজেক্ট। তবে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র অনুযায়ী উক্ত হিসাবের বাইরেও ৭-৮ শ' শরণার্থী রয়েছেন। ফলে বর্তমানে বম শরণার্থীর সংখ্যা অন্তত ২,০০০ জন।

গত ১০ মে ২০২৪, শুক্রবার, রাত আনুমানিক ২টার দিকে প্রথম দফায় ১২৪ জনের বম জনগোষ্ঠীর একটি দল সীমান্তবর্তী বান্দরবান থেকে মিজোরামের লংত্লাই জেলায় প্রবেশ করেন। একইদিন বিকেলে ৩ জনের একটি দল অন্যদের সাথে যোগ দেন।

জানা গেছে, নতুন আগত শরণার্থীদের মধ্যে ২১ জন খমই, রুইতেজল, মংবু, বুংত্লাং সাউথ ও ভাটুয়ামপুই গ্রামে আশ্রয় নেন। অন্যান্যরা সবাই চামদুর প্রজেক্ট গ্রামে একটি কমিউনিটি হলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আরও ৬৫ বম শরণার্থী মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছেন

গত ১৯ মে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলা থেকে সর্বশেষ আরও ৬৫ জন বম শরণার্থী ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নেওয়ার খবর পাওয়া যায়। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মিজোরামে সরকারিভাবে তালিকাভুক্ত বম শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১,৪৩৩ জন, অপরদিকে বেসরকারি হিসেব মতে এই সংখ্যা ২ হাজারের অধিক।

এপ্রিলের শুরুতে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বান্দরবানে পরপর দুইদিন ব্যাংক ডাকাতি, অস্ত্র লুট ও ম্যানেজার অপহরণের পর সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই এর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর কেএনএফ বিরোধী সামরিক অভিযান, নির্বিচারে নিরীহ বম জনগণকে ধরপাকড়, হত্যা এবং কেএনএফের নানামুখী চাপের মুখে সাধারণ বম গ্রামবাসীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

গত ১৯ মে মিজোরামে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীরা বর্তমানে মিজোরাম রাজ্যের লংত্লাই জেলার ভাটুয়ামপুই গ্রামে রয়েছেন। শরণার্থীদের ৬৫ জনের মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ ও ২৭ জন নারী রয়েছেন বলে জানা গেছে।

মাত্র আট দিন আগে, গত ১০ মে, শুক্রবার, রাত আনুমানিক ২টার দিকে প্রথম দফায় ১২৪ জনের বম জনগোষ্ঠীর একটি দল সীমান্তবর্তী বান্দরবান থেকে মিজোরামের লংত্লাই জেলায় প্রবেশ করেন। একইদিন বিকেলে ৩ জনের একটি দল অন্যদের সাথে যোগ দেন।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩ নিরীহ বম ছাত্র নিহত

গত ১৯ মে ভোর ৫ টার সময় বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার রোনিন পাড়া এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টহল দলের সদস্যদের ব্রাশ ফায়ারে তিন নিরীহ বম ছাত্র নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী বম ছাত্ররা হলেন- ১. এডি থাং বম (২৪), পীং-ভান মুন বম, ছাত্র, বিএ (অনার্স), বান্দরবান সরকারি কলেজ; ২. রুয়াল সাং নুয়ান বম (১৬), পীং- সিম কুয়াল বম, এস এস সি শিক্ষার্থী, রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৩. রুয়াল মিন লিয়ান বম (২০), পীং- জিরথন বম, ছাত্র, নুয়া পাড়া স্কুল এন্ড কলেজ। তাদের সকলের বাড়ি রোয়াংছড়ির রোনিন পাড়া গ্রামে।

জানা যায়, ১৯ মে ভোর রাতে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল রোনিন পাড়া ও দেবাছড়া এলাকার মধ্যবর্তী পাইন্দু খাল এলাকায় কেএনএফের একটি সশস্ত্র দলের মুখোমুখি হয়। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হলেও কোনো পক্ষ থেকে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

উক্ত ঘটনার রেশ ধরে সেনা টহল দলটি দেবাছড়া পাড়ার কার্বারির ছেলে ভাজ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫), পীং- সুশীল কার্বারি-কে ধরে জোরপূর্বক রোনিন পাড়ায় নিয়ে যায়। এমন সময় সেনাবাহিনীর টহল দলটি একটি জুমঘরে উক্ত তিন ছাত্রকে দেখতে পেলে তাদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ ও মর্টারশেল নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্ররা ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

বান্দরবানে যৌথবাহিনীর অভিযানে একজন শিশুসহ ২ জন বম নিহত

গত ২৩ মে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের শারণ পাড়াতে যৌথবাহিনীর অপারেশনে একজন শিশুসহ দুইজন বম নিহত হয়েছে বলে জানা যায়। নিহতরা হচ্ছেন শারন পাড়ার পেনখুব বমের ছেলে লালনৌ বম (২৭) এবং বেথানি পাড়ার বাসিন্দা জারথাং লিয়ান বমের ছেলে ভানথাং পুই বম (১৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, ১৩ বছর বয়সী ভান থাং পুই বম স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি কেএনএফের সাথে যুক্ত নন বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে। যৌথবাহিনীর অপারেশনের ভয়ে তার বাবা-মার সাথে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে ভান থাং পুই বম গুলিবিদ্ধ হয়ে এবং বোমার আঘাতে নিহত হন বলে জানা যায়। অপরদিকে লালনৌ বম নৌয়া কাচিন স্টেটে ৪২ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে একজন বলে জানা যায়। তিনি কেএনএফ এর সক্রিয় সদস্য।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীদের ছবি ও পরিবারের তালিকা সংগ্রহ, জনমনে উদ্বেগ

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন গ্রামের জুম্ম গ্রামবাসীদের ছবি ও পরিবারের তালিকা সেনা ক্যাম্পে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় বলে জানা যায়। এছাড়া সেনাবাহিনী গ্রামবাসীদেরকে বিনামূল্যে গাছের খুঁটি সেনা ক্যাম্পে দিতেও বাধ্য করছে বলে জানা গেছে।

গত ২৪ মে সকাল ১০ টার দিকে ধুপশীল সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বরত ওয়ারেন্ট অফিসার জাভেদ ধুপশীল, শালবাগান, লতাপাহাড়, ধুপশীল মধ্য পাড়া গ্রামের হেডম্যান ও কার্বারিদের নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় ওয়ারেন্ট অফিসার জাভেদ গ্রামের পরিবার প্রধানের নাম ও ছবি, পরিবারের সদস্যদের তালিকা অবিলম্বে ক্যাম্পে জমা দিতে উপস্থিত হেডম্যান ও কার্বারিদের নির্দেশ দেন।

এর পূর্বে, গত ২২ মে তারিখও সকাল ৯ টায় তক্তানালা সেনা ক্যাম্পের সার্জেন্ট ফরিদ তক্তানালা গ্রামের হেডম্যান ও কার্বারিকে ডেকে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের পরিবার প্রধানের নাম, আইডি কার্ডের ফটোকপি ও ছবি ক্যাম্পে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে বিনামূল্যে ১০টি করে গাছের খুঁটি ক্যাম্পে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেন সার্জেন্ট ফরিদ।

একইদিন আলিখ্যং সেনা ক্যাম্প ও তাংকোয়াইতাং সেনা ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষও সংশ্লিষ্ট গ্রামের কার্বারিদের ডেকে দুই গ্রামের পরিবার প্রধানের তালিকা ও ছবি ক্যাম্পে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সেনাবাহিনী কর্তৃক যেসব গ্রামের পরিবার প্রধানের নাম ও ছবি এবং পরিবারের তালিকা চাওয়া হয়েছে সেগুলি হল– ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ধুপশীল পাড়া, ধুপশীল চাকমা পাড়া, মধ্যপাড়া; ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের আলিখ্যং নতুনপাড়া, রোয়াপাড়াছড়া, চাইন্দ্যা, উলুছড়ি, তক্তানালা উত্তর ও দক্ষিণ পাড়া, ওরাছড়ি, গোয়াইনছড়ি, এগুজ্জ্যাছড়ি, তারাছড়ি, তাংকোয়াইতাং, গবছড়ি, চঙরাছড়ি, পানছড়ি, সারবোতলি, মন্দিরাছড়া এবং ৪নং বড়তলি ইউনিয়নের রায়মংছড়া।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান, হয়রানি, জুম ধ্বংস করে হেলিপ্যাড নির্মাণ

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার মৈদুং ইউনিয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক টহল অভিযান পরিচালনা, জনগণকে হয়রানি ও এক জুম্ম গ্রামবাসীর জুমের ধান ধ্বংস করে হেলিপ্যাড নির্মাণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ১ জুন ২০২৪ জুরাছড়ির বনযোগীছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত বনযোগীছড়া সেনা জোন হতে ক্যাপ্টেন সাইদ ও ক্যাপ্টেন আসিফ এর নেতৃত্বে ৮৫ জনের একটি সেনাদল ৩নং মৈদুং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বেলতলা এলাকায় এবং ১নং জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের জনতা পাড়া গ্রামে টহল অভিযানে গিয়ে গত ৪ জুন সকাল ৯:৩০ টা পর্যন্ত সেনা সদস্যরা উক্ত এলাকায় অবস্থান করে।

উক্ত জায়গায় অবস্থানকালে সেনা সদস্যরা বেলতলা ও জনতাপাড়ার জুম্ম গ্রামবাসীর সকল মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এতে জনগণের প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাপক ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়।

এছাড়া সেনা সদস্যরা বেলতলা এলাকায় ইন্দ্র মোহন চাকমা (৫৫), পীং- মৃত নাঙ্গা চাকমা এর নতুন রোপণ করা ধানের জুম ধ্বংস করে একটি হেলিপ্যাড নির্মাণ করেছে বলে জানা যায়। পরে ৪ জুন সকাল ১০ টার দিকে সেনা সদস্যরা বেলতলা এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

বান্দরবানের রুমা ও রোয়াংছড়ি থেকে যৌথবাহিনী কর্তৃক ৯ জনকে গ্রেপ্তার

গত ১২ জুন ও ১৩ জুন ২০২৪ পরপর বান্দরবান জেলার রুমা ও রোয়াংছড়ি থেকে যৌথবাহিনী কর্তৃক বম ও লুসাই সম্প্রদায়ের মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৮ জন বম ও ১ জন লুসাই রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১২ জুন, যৌথবাহিনীর একটি দল রুমা উপজেলা থেকে জন পল বম (২৭), লাল রুবাল খুপ বম (৫০) ও জনি লুসাই (৪১) নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন (১৩ জুন) উক্ত গ্রেপ্তারকৃতদের বান্দরবান চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নেওয়া হলে আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাইসুমা সুলতানার আদেশে তাদরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

এরপর গত ১৩ জুন, যৌথবাহিনীর আরেকটি দল রোয়াংছড়ি উপজেলা থেকে আরো ৬ বম গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মুনকিম লিয়ান বম (৪৩), রোয়ালে খুম লিয়ান বম (৪০), ইসহাক বম (৩৮), রোয়াল লিয়ান সাং বম (৩০), রাম চনহ সাং বম (২৫), কাপ ময় থাং বম (৩৪)। পরদিন (১৪ জুন) তাদেরকেও মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণ করা হয়।

বরকলে নিজের জায়গায় গাছের চারা রোপণে এক জুম্ম গ্রামবাসীকে বিজিবি কমান্ডার কর্তৃক বাধা

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বড় হরিণা ইউনিয়নে এক বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার স্থানীয় এক জুম্ম গ্রামবাসীকে তার নিজের জায়গায় গাছের চারা রোপণ করতে ও বেড়া দিতে বাধা দিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যায়।

গত ১৭ জুন বড় হরিণা ইউনিয়নের ১৬২নং চিপা মৌজার নোয়া আদাম নিবাসী শান্তি বিকাশ কার্বারি তার নিজ মালিকানাধীন জায়গায় বিভিন্ন ফলের চারা রোপণ ও বাগানে বেড়া নির্মাণ করছিলেন। এমন সময় একই ইউনিয়নে অবস্থিত সাওতাল ছড়া বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো: কবির সেখানে এসে শান্তি বিকাশ কার্বারিকে ফলের চারা রোপণে ও বেড়া নির্মাণে বাধা প্রদান করেন।

বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো: কবির এসময় ক্যাম্পের আশেপাশে ৩০০ গজের মধ্যে কোনো বাগান বা খেত করা যাবে না বলে জানিয়ে দেন। চারা রোপণ বা বেড়া নির্মাণ করতে গেলে সেক্টর কমান্ডারের কাছে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে জানান।

বান্দরবানে আরো ৪ জন বম গ্রামবাসী গ্রেপ্তার

বান্দরবানে ব্যাংক ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনার মামলার ২১ ও ২২ জুন ২০২৪ দুইদিনে ৪ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেছে।

গত ২১ জুন ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে আরো ৩ জন বম সম্প্রদায়ের লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- রুমার পাইন্দু ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গড গলরী বম (৩১), সাং খুম বম (৩৮) ও জেফানিয়া বম (১৯)।

অন্যদিকে গত ২২ জুন ২০২৪ রুমা উপজেলা সদর থেকে সাইলুক থাং বম (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি ওই এলাকার পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সিয়াম রোয়াত বমের ছেলে।

গত ২২ জুন দুপুরে গ্রেফতারকৃত বান্দরবান চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে তাদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দা সুরাইয়া আক্তার।

জুরাছড়িতে ডিজিএফআই-এর হাতে দুই জুম্ম গ্রামবাসী আটক

গত ২৮ জুন ২০২৪, সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ভিদিরে বালুখালী গ্রামের দুই জুম্ম গ্রামবাসী উপজেলা সদরে গিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) সদস্য কর্তৃক আটকের শিকার হয়েছেন।

ভুক্তভোগী দুই গ্রামবাসী হলেন পাত্তর মনি চাকমা (৪৭), পীং- ইন্দ্র লক্ষ্য চাকমা ও টুক্কু মনি চাকমা (৩৬), পীং- ইন্দ্র লক্ষ্য চাকমা। ভুক্তভোগীরা তাদের পারিবারিক কাজে জুরাছড়িতে গেলে এক পর্যায়ে আটকের শিকার হন বলে জানা গেছে। ঐ সময় যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বরত ডিজিএফআই সদস্য মো: মঞ্জুরুল ইসলাম উক্ত দুই গ্রামবাসীকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যান।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ব্যাপক চাঁদাবাজি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলায় সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক স্থানীয় জুম্মদের কাছ থেকে জোরপূর্বকভাবে ব্যাপক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৩ মার্চ সকাল ১১ টার দিকে লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিলা এলাকায় অবস্থিত 'উপজেলা হেডম্যান এসোসিয়েশনের কার্যালয়'-এ উপজেলার প্রত্যেক জুম্ম গ্রামের মুরুব্বিদের ডেকে এনে তাদের সাথে চাঁদা সংগ্রহে নিয়োজিত সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ৬ সশস্ত্র সদস্য এক সভার আয়োজন করে। এসময় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা তাদের বিশেষ বাজেটের নামে উপজেলার সকল জুম্ম পরিবারকে পরিবার প্রতি ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে বলে নির্দেশ জারি করে। সেই হিসেবে কোন গ্রামকে মোট কত টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং গ্রামের কোন মুরুব্বির মাধ্যমে সেই চাঁদা তাদেরকে জমা দিতে হবে সেটাও জানিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।

স্থানীয় গ্রামবাসীর মাধ্যমে জানা যায়, সন্ত্রাসীরা করল্যাছড়ি গ্রামকে ২,৭০,০০০ টাকা, বামে আটরকছড়া গ্রামকে ২,৫০,০০০ টাকা, সোনাই গ্রামকে ২,৫০,০০০ টাকা, লংগদু বড়াদমকে ২,২০,০০০ টাকা, মহাজন পাড়াকে ১,১০,০০০ টাকা, মানিকজোড় ছড়াকে ১,১০,০০০ টাকা, তিনটিলা গ্রামকে ১,১০,০০০ টাকা, বাত্যাপাড়াকে ১,১০,০০০ টাকা, রাঙাপানি ছড়া গ্রামকে ২,১০,০০০ টাকা ধার্য করে। উপজেলার অন্যান্য গ্রামকেও এভাবে কমপক্ষে এক লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়।

রুমায় কেএনএফ সন্ত্রাসীদের দ্বারা মারধরের শিকার এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী

গত ৯ মার্চ সেনাবাহিনী সৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার বগালেক এলাকায় সিংমংউ মারমা (৩৮), পীং- চিংক্যউ মারমা, গ্রাম- পলিকা পাড়া, রুমা সদর উপজেলা নামে এক গ্রামবাসী মারধরের শিকার হয়।

জানা যায়, প্রতিদিনের মত আজ সকালেও সিংমংউ মারমা বাড়ি থেকে কিছু দূরে নিজেদের জুমে কাজ করতে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। সকাল ৮টার দিকে পথে তিনি হঠাৎ বগালেক রাস্তার সাত কিলো নামক জায়গার আগে পলিকা পাড়ার উপর পাহাড় ও ঝিরির মাঝখানে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের ৭ জনের একটি সশস্ত্র দলের সাথে মুখোমুখি হন। এসময় তার সাথে জুমের ঘরের জন্য পাঁচ কেজি চাল ছিল। দেখা হওয়ার সাথে সাথে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা সিংমংউ মারমাকে থামিয়ে 'নাম কী, কোথায় যাও, চালগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছো, চালগুলো কি শান্তিবাহিনীর জন্য নিয়ে যাচ্ছো?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে এবং গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা সিংমংউ মারমাকে উপর্যুপরি থাপ্পর মারে এবং ব্যাপকভাবে মারধর করে। এছাড়া এসবিবিএল এর গুলি দিয়ে গালে, মুখে আঘাত করে।

এসময় সিংমংউ মারমার সাথে গ্রামের আরো দুই মারমা মহিলা ছিল। কেএনএফ সন্ত্রাসীরা তাদেরকেও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে এবং নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।

বিলাইছড়িতে সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর হলুদ লুট, ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদর এলাকা থেকে এক জুম্ম গ্রামবাসীর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৮ মন পরিমাণ শুকনা হলুদ লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা ওই জুম্ম গ্রামবাসীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদাও দাবি করে।

গত ১৫ মার্চ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টার দিকে সাগর চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের একটি দল বিলাইছড়ি উপজেলা সদর বাজার ঘাট থেকে সুন্দরমনি চাকমা (৪৭) নামে এক জুম্ম গ্রামবাসীর কাছ থেকে সাড়ে ৮ মণ পরিমাণ শুকনো হলুদ লুট করে নিয়ে যায়। এসময় সন্ত্রাসীরা সুন্দরমনি চাকমার কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদাও দাবি করে এবং না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি প্রদান করে।

রুমা ও থানচিতে পরপর সেনাসৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসীদের নাটকীয় ব্যাংক ডাকাতি

গত ২ এপ্রিল রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের ক্যাপ্টেন হিসেবে পরিচিত জারুরিন লুসাই (৪২) এর নেতৃত্বে ১৩ জনের একটি সশস্ত্র দল বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংকে হামলা চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের ১৪টি অস্ত্র ও ৪১৫ রাউন্ড গুলি লুট করে নিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা ব্যাংকের রুমা শাখার ম্যানেজার নিজাম উদ্দিনকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনার রেশ শেষ না হতেই পরদিন ৩ এপ্রিল দুপুর ১২.০৮টার সময় কেএনএফ কর্তৃক থানচি উপজেলার সোনালী

ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে হামলা করা হয়। এই ঘটনায় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা দুটি ব্যাংক থেকে প্রায় ১৯ লাখ টাকা লুট করতে সমর্থ হয়। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক থেকে ১৫ লাখ এবং কৃষি ব্যাংক থেকে ৪ লাখ।

রাজস্থলীতে সেনামদদপুষ্ট মগ পার্টির ব্যারাক নির্মাণ ও তৎপরতা বৃদ্ধির অভিযোগ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠন মগ পার্টি কর্তৃক নতুন করে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি এবং দুটি নতুন সশস্ত্র ব্যারাক নির্মাণ করার খবর পাওয়া যায়। এমনকি ব্যারাক নির্মাণের কাজে স্থানীয় ও আশেপাশের গ্রামবাসীকে বিনা মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কাজে না গেলে প্রত্যেককে দিনে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে বলে জানিয়ে দেয়।

এছাড়া মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা গত ৫ এপ্রিল রাজস্থলীর পার্শ্ববর্তী রাইখালী ইউনিয়নে নিরীহ এক মারমা চা দোকানদারকে বেদম মারধর করে। মারধরের শিকার ব্যক্তির নাম ক্যথোয়াইচিং মারমা (৩৯), পীং-মৃত হ্লাচাই অং মারমা, গ্রাম-ডলুছড়ি আগা পাড়া, ১নং ওয়ার্ড, রাইখালী ইউনিয়ন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা রাজস্থলী উপজেলার ২নং গাইন্দ্যা ইউনিয়নের পোয়াইতু পাড়ায় একটি এবং ৩নং বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের কেংড়াছড়ি এলাকায় একটি নতুন সশস্ত্র ব্যারাক নির্মাণ শুরু করে। এজন্য তারা গত ৩ এপ্রিল থেকে পোয়াইতু পাড়া ও কেংড়াছড়ি এলাকাসহ আশেপাশের জুম্ম গ্রামবাসীদের ভাগ করে পালাক্রমে ব্যারাক নির্মাণ কাজে যেতে বাধ্য করে।

উক্ত গ্রাম ছাড়াও মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের গবছড়া, উপর নাড়াছড়া, নিচের নাড়াছড়া, কচ্ছিরি পাড়া, নারেঙ্গিরি বড় পাড়া ইত্যাদি জুম্ম গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে একজনকে গত ৪ এপ্রিল থেকে উক্ত ব্যারাক নির্মাণ কাজে কাজ করতে নির্দেশ বাধ্য করে।

সাজেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ত্রিপুরা যুবক মারধরের শিকার

গত ৬ এপ্রিল বিকেলের দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৮নং ওয়ার্ডের নিউ তাংথাং গ্রামে এক নিরীহ ত্রিপুরা যুবক মারধরের শিকার হয়। মারধরের শিকার ত্রিপুরা যুবকের নাম বনেশ্বর ত্রিপুরা (২৭), পীং- চিরন কার্বারি, গ্রাম-নিউ তাংথাং।

জানা যায়, ঐ দিন দুপুরের দিকে হঠাৎ ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র বিভাগের কমান্ডার রিডিংস এর নেতৃত্বে ১৫-১৬ জনের একটি সশস্ত্র দল ওল্ড তাংথাং-এ আসে। বিকালে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিউ তাংথাং থেকে মুঠোফোন যোগে কয়েকজন গ্রামবাসীকে তাদের সাথে দেখা করতে বলে। ভয়ে উক্ত বনেশ্বর ত্রিপুরাসহ কয়েকজন গ্রামবাসী সেখানে আসে, আসার সাথে সাথে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্য রাজীব গান্ধী বনেশ্বর ত্রিপুরাকে ব্যাপকভাবে মারধর করে এবং গ্রামবাসী কয়েকজনকে জীবন নাশের হুমকি দেয়।

সেনা-মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক শুভলং থেকে ছোট হরিনা পর্যন্ত সশস্ত্র মহড়া

গত ৪ মার্চ শনিবার সকাল ৯ ঘটিকার সময়ে সুবলং বাজার হতে সেনা ও ডিজিএফআইয়ের সহযোগিতায় উত্তরণ চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থীদের ২২ জনের একটি সশস্ত্র দল দুটি জেটবোট যোগে বরকল বিজিবি জোন অতিক্রম করে ছোট হরিণা বাজার পর্যন্ত সশস্ত্র মহড়া দেয়। ছোট হরিণা বাজারে মো: ছিদ্দিক সওদাগরের বিল্ডিংয়ে ঘন্টা খানেক অবস্থানের পর সন্ত্রাসীরা ফের সুবলঙের দিকে বেলা ২:৪০ মিনিটে বরকল জোন অতিক্রম করে চলে যান।

জানা যায়, সকালে ছোট হরিণা যাওয়ার সময়ে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা এরাবুনিয়া বাজারে বিজিবি সদস্যদের আটকের শিকার হয়। এসময় বিজিবি সদস্যরা তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেড়ে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়ের হস্তক্ষেপে বিজিবি সদস্যরা সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেরত দিতে এবং চা-নাস্তার আপ্যায়ন করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাসীরা গত ৩ মে সন্ধার দিকে সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রহরায় লংগদু বাজার থেকে দুটি জেটবোটে করে সুবলং বাজারে এসে রাত্রি যাপন করে।

রাঙ্গামাটিতে সেনা মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক এক জুম্মকে মারধর শিকার

গত ৮ মে ভোররাত আনুমানিক ৩ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের পার্শ্ববর্তী বনযোগীছড়া সদর ইউনিয়নে অবস্থিত জলেন্টু চাকমা, পীং-মৃত সুরেন্দ্র লাল চাকমার বাড়িতে ৫ জন সেনা মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী গিয়ে জলেন্টু চাকমাকে ব্যাপক মারধর করে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা জলেন্টু চাকমার ঘরের প্রয়োজনীয় মূল্যবান বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত চেয়ারম্যান আতোমং মারমার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ৪নং বড়থলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতোমং মারমা অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার ৯ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

গত ২১ মে ছিল ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদের ২য় ধাপের সাধারণ নির্বাচনের আওতায় বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। বড়থলি ইউনিয়ন এলাকার নির্বাচন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর রাত আনুমানিক ১১:৩০ টায় আতোমং মারমার স্ত্রীর ভাই চিংহ্লা অং মারমার (৫০) মাচাং ঘরে ভাত খাচ্ছিলেন চেয়ারম্যান আতোমং মারমা। এমন সময় মাচাং এর নীচে একদল দুর্বৃত্ত অবস্থান নেয় এবং সেখান থেকে সাহ্লাচিং মারমা (৪২), পিতা- সাহ্লাউ মারমা, সাং-বড়থলি মারমা পাড়া, ৫নং ওয়ার্ড ও গুনচন্দ্র ত্রিপুরা (৩৫), পিতা- এরাজন ত্রিপুরা, সাং- বড়থলি ত্রিপুরা পাড়া, ৪নং ওয়ার্ড ২টি গাদা বন্দুক দিয়ে আতোমং মারমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে আতোমং মারমার বাম কাঁধে এবং বাম উঁরুতে গুলি লাগে।

এসময় মধ্যরাতে স্থানীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় গ্রামের লোকজন কাঁধে বহন করে পায়ে হেঁটে বান্দরবানের রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সকাল ৫:৪৫ টায় রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছলে, কর্তব্যরত ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহত চেয়ারম্যানকে বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরদিন ২২ মে আরও উন্নত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ট্রোপসারের পর আহত চেয়ারম্যানের শরীর থেকে চারটি গুলি বের করেন চিকিৎসকরা। এরপর থেকে তিনি সেখানে লাইফ-সাপোর্টে আইসিইউতে ছিলেন বলে জানা যায়। এরপর গত ৩০ মে, রাত ১১:৩৮ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন চেয়ারম্যান আতোমং মারমা।

চেয়ারম্যান আতোমং মারমা হত্যায় আ'লীগ নেতাসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা, ৪ জন গ্রেফতার

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জনসংহতি সমিতির বড়থলি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আতোমং মারমাকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০/১২ জনকেও মামলায় আসামি করা হয়েছে।

গত ৩১ মে, রাত ৮ টার দিকে নিহত চেয়ারম্যানের বড় ভাই ক্যসিংমং মারমা (৬১) বাদী হয়ে বিলাইছড়ি থানায় মামলাটি দায়ের করেন। উক্ত বিলাইছড়ি থানার মামলা নং-০১, তাং-৩১/৫/২০২৪ ধারা-৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

মামলায় নামভুক্ত আসামিরা হলেন- ৪নং বড়থলি ইউনিয়নের ১। সাহ্লাচিং মারমা (৪২), পিতা- সাহ্লাউ মারমা, সাং- বড়থলি মারমা পাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, ২। গুনচন্দ্র ত্রিপুরা (৩৫), পিতা- এরাজন ত্রিপুরা, সাং- বড়থলি ত্রিপুরা পাড়া, ৪নং ওয়ার্ড, ৩। ফিলিপ ত্রিপুরা (৫৫), পিতা- বিদ্যারাম ত্রিপুরা, সাং- বড়থলি ত্রিপুরা পাড়া, ৪নং ওয়ার্ড, ৪। ওয়াইভার ত্রিপুরা (৫০), পিতা- বিদ্যারাম ত্রিপুরা, সাং- বড়থলি ত্রিপুরা পাড়া, ৪নং ওয়ার্ড, ৫। সাপ্রুচিং মারমা (৩৫), পিতা-সাহ্লাউ মারমা, সাং-বড়থলি মারমা পাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, ৬। সাধুচন্দ্র ত্রিপুরা (৫৩), পিতা-প্রভাত ত্রিপুরা, সাং- প্রাংজা পাড়া, ৭নং ওয়ার্ড, ৭। সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা (৪৯), পিতা- লক্ষীচন্দ্র ত্রিপুরা, সাং- পুকুর পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড, ৮। সুজন ত্রিপুরা (৫৭), পিতা- সুগচান ত্রিপুরা, সাং- পুকুরপাড়া, ৬নং ওয়ার্ড।

গত ৩ জুন ভোর রাত ১:৩০ টার দিকে পুলিশ রাঙ্গামাটি জেলা শহরের রিজার্ভ বাজারের একটি হোটেল থেকে চেয়ারম্যান আতোমং মারমা হত্যা মামলার নামভুক্ত ৮ জন আসামির মধ্যে ৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মামলার ৪নং আসামি ওয়াইভার ত্রিপুরা (৫০), পীং- বিদ্যারাম ত্রিপুরা, সাং- বড়থলি ত্রিপুরা পাড়া, ৪নং ওয়ার্ড; ৬নং আসামি সাধুচন্দ্র ত্রিপুরা (৫৩), পীং- প্রভাত ত্রিপুরা, সাং- প্রাংজা ত্রিপুরা, ৭নং ওয়ার্ড; ৭নং আসামি সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা (৪৯), পীং- লক্ষীচন্দ্র ত্রিপুরা, সাং-পুকুর পাড়া, ৬নং

ওয়ার্ড ও ৮নং আসামি সুজন ত্রিপুরা (৫৭), পীং- সুগচান ত্রিপুরা, সাং- পুকুর পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড।

পানছড়িতে সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক দোকান তল্লাশি ও ফাঁকা গুলিবর্ষণ

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার মরাটিলা এলাকায় সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ১টি দোকান তল্লাশি ও ফাঁকা গুলিবর্ষণের খবর পাওয়া যায়।

গত ১ জুন, মধ্যরাত ১২টার সময় পানছড়ি বাজার থেকে সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের ১৪ জনের একটি সশস্ত্র দল ফাতেমানগর হয়ে মরাটিলা এলাকায় প্রবেশ করে। পরে সকাল ১১টার সময় ২টি গাড়ি যোগে সেনাবাহিনীর একটি দল মরাটিলায় পৌঁছলে সন্ত্রাসীরাও অস্ত্রসহ মরাটিলা গ্রামের দোকানে বের হয়ে যতীন্দ্র ত্রিপুরা (৪২), পীং- টমি ত্রিপুরা'র দোকানে তল্লাশি চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

বাঘাইছড়িতে নির্বাচন নিয়ে সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের হত্যার হুমকি

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুদর্শন চাকমার সমর্থক সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা সুদর্শনের পক্ষে ভোট পেতে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিসহ এলাকাবাসীকে হত্যা ও অপহরণ করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৪ জুন ২০২৪ সকাল আনুমানিক ১১ টার দিকে সংস্কারপন্থী সশস্ত্র দলের সহকারী কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে পরিচিত আপন চাকমা (যার মোবাইল নাম্বার-০১৮৭৮৭৪৯২৭৮) বাঘাইছড়ির উত্তর পাবলাখালি গ্রামে নিরন চাকমার বাড়িতে গিয়ে খেদারমারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিল্টু চাকমাকে ডেকে পাঠায়। চেয়ারম্যান বিল্টু চাকমা নিরন চাকমার বাড়িতে গেলে, সেখান অবস্থানরত আপন চাকমা সেই দিনের মধ্যে (৪ মে) বিল্টু চাকমাকে তার বাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তার অভিযোগ, বিল্টু চাকমা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুদর্শন চাকমার পক্ষে কাজ না করে অলিভ চাকমার পক্ষে কাজ করছেন।

সন্ত্রাসীদের কমান্ডার আপন চাকমা এসময় বাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে বিল্টু চাকমাতে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয় এবং নির্বাচনে তিনি নিজের ভোট দিতে পারবেন না বলে জানায়। এছাড়া নির্বাচনে সুদর্শন চাকমা না জিতলে এলাকার মানুষকে অপহরণ ও হত্যা করা হবে বলেও হুমকি প্রদান করে আপন চাকমা।

অপরদিকে, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) এর সশস্ত্র দলের কমান্ডার বলে পরিচিত আনন্দ চাকমা (যার মোবাইল নাম্বার-০১৮৩৪১৪০৮০৯) ও অসীম প্রিয় চাকমা (যার মোবাইল নাম্বার-০১৬১২৪০৭৮১৭) সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমাকে ফোন করে অলিভ চাকমার পক্ষে কাজ করলে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি প্রদান করে বলে জানা গেছে।

এছাড়া সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের ভয়ে রূপকারি ইউনিয়নের ৩টি কেন্দ্রে এবং বঙ্গলতলী ইউনিয়নের নব নালন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে অলিভ চাকমার সমর্থকরা কোনো এজেন্ট দিতে পারছেন না বলে জানা যায়।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তিকে জিম্মি করে মারধর, ৫০ হাজার টাকায় মুক্তি

গত ৭ জুন সকালে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সেনা মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণত ান্ত্রিক) সন্ত্রাসী কর্তৃক পরিণয় দেওয়ান (৪২), পিতা- সন্তোষ বিকাশ দেওয়ান, গ্রাম- বড়কোনা, পানছড়ি নামে এক ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে জিম্মি করে মারধর ও পরে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, ওই দিন সকাল ১১টার সময় ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) এর সর্দার দীপন আলো ও প্রদীপ চাকমা মির্জাটিলার বাসিন্দা মেম্বার সুশীল মনি চাকমার মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিণয় দেওয়ানকে পানছড়ি বাজার ঘেষা মানিক্যে পাড়ায় ডেকে পাঠায়। তাদের কথামত তিনি সেখানে গেলে দুর্বৃত্তরা সাথে সাথে তাকে বেঁধে ফেলে এবং অমানুষিকভাবে মারধর করে।

পরে এ খবর জানাজানি হলে গ্রামের মুরুব্বীরা মানিক্যে পাড়ায় গেলে সন্ত্রাসীরা ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে বিকাল ৪টায় ভুক্তভোগী পরিণয় চাকমাকে ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।

চট্টগ্রামে এক জুম্ম নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগে সংস্কারপন্থী ৫ দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে সংস্কারপন্থী দলের (জেএসএস-এমএন লারমা) শ্রমিক সংগঠন 'আদিবাসী শ্রমজীবী কল্যাণ সমিতি'র পাঁচ দুর্বৃত্তকে এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত ২১ জুন, ভুক্তভোগী ওই নারী (২৯) বাদী হয়ে নিজেই চট্টগ্রামের ইপিজেড থানায় উক্ত সংস্কারপন্থী দুর্বৃত্তদের কর্তৃক জোরপূর্বক অপহরণ, মারধর ও গণধর্ষণের শিকার হওয়া এবং মুক্তিপণ আদায় করার অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত ইপিজেড থানার মামলা নং-০৬, তারিখ-২১/০৬/২০২৪, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সং/২০২০) এর ৭/৮/৯(৩)/৩০ তৎসহ ৩২৩ পেনাল কোড।

চট্টগ্রাম পুলিশ ইতোমধ্যে অভিযুক্ত আশীষ চাকমা (২৫), সুবীর চাকমা (৩৯), জুয়েল ত্রিপুরা (৩২), বিনয় তালুকদার (৩৬) ও সমর চাকমা (৩৩) প্রমুখ দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে জেলে প্রেরণ করেছে বলে জানা গেছে।

লোগাং থেকে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন লোগাং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হাতিমারা গ্রাম থেকে ২৬ জুন ২০২৪ বিকাল ৭:৩০ ঘটিকার সময় তপন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক তিনজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থনীয় সূত্রে জানা গেছে যে, বুধবার সন্ধ্যায় তপন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা লোগাংয়ের হাতিমারা গ্রাম থেকে চন্দ্রজিত চাকমা, নিহারিকা মা ও নিরারিকা বাপকে অপহরণ করেন। অপহরণের কয়েক ঘন্টা পর সন্ত্রাসীরা নিহারিকা মাকে ছেড়ে দিলেও অপর দুইজনকে ছেড়ে দেয়নি।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

লক্ষীছড়িতে বহিরাগত কোম্পানি কর্তৃক হেডম্যানের স্বাক্ষর জাল করে ১,৭০০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার ২১৭নং জারুলছড়ি মৌজায় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের নামে হেডম্যানের স্বাক্ষর সহ প্রত্যয়নপত্র জাল করে বহিরাগত একটি কোম্পানি কর্তৃক ১,৭০০ একর ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অভিযোগ করেছেন স্বয়ং ২১৭নং জারুলছড়ি মৌজার হেডম্যান মংসাইগ্য চৌধুরী। তিনি নিজে গত ৩ মার্চ ২০২৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর বরাবরে এব্যাপারে অভিযোগ দাখিল করে উক্ত ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। এছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মং সাকের্লের চীফ, লক্ষীছড়ি সেনা জোনের জোন কমান্ডার, লক্ষীছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, লক্ষীছড়ি উপজেলার ২নং দুইল্যাতুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি, খাগড়াছড়ি কার্বারি এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের বরাবরেও আবেদনপত্রের অনুলিপি দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, CDTO-CRCCII- CCECC-ERECBL CONSORTIUM নামক একটি বহিরাগত কোম্পানি ২১৭নং জারুলছড়ি মৌজায় ১৭০০ একর পরিমাণ মৌজা ভূমিতে ২০০ মেঘাওয়াট (এসি) গ্রীড টাইড সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনের লক্ষে সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগে একটি প্রস্তাব দাখিল করে। প্রকল্পটির জন্য উক্ত জায়গা বরাদ্দ দিতে লক্ষীছড়ির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, লক্ষীছড়ির সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)-এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশও প্রেরণ করা হয়।

এমনকি প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের কর্তৃক প্রকল্পের জন্য উক্ত জায়গা ব্যবহার করলে মৌজা প্রধানের (হেডম্যান) কোনো আপত্তি/অভিযোগ নেই বলেও হেডম্যানের ভূয়া স্বাক্ষর দিয়ে একটি জাল প্রত্যয়নপত্র তৈরি করা হয়। ঐ প্রত্যয়নপত্রটি বিভিন্ন দপ্তরে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌজা ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বা বরাদ্দ পেতে হলে প্রথাগত আইন এবং পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী হেডম্যানের সুপারিশ ও জেলা পরিষদের অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জালিয়াতি করে হেডম্যানের প্রত্যয়নপত্র তৈরি করা হলেও জেলা পরিষদের অনুমোদন নেয়ার কথা জানা যায়নি।

২১৭নং জারুলছড়ি মৌজার হেডম্যান মংসাইগ্য চৌধুরী তাঁর আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন, CDTO-CRCCII-CCECC-ERECBL CONSORTIUM কর্তৃক লক্ষীছড়ি উপজেলায় ২১৭নং জারুলছড়ি মৌজায় ২০০ মেঘাওয়াট (এসি) গ্রীড টাইড সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের জন্য ১,৭০০ একর ভূমি বরাদ্দ পাওয়ার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়। উক্ত প্রস্তাবনার সাথে আমার ২১৭নং জারুলছড়ি মৌজার প্যাড সীল যুক্ত আমার জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে ১২০০/১৩০০ একর ভূমি উল্লেখ পূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্র নথির সাথে সংযুক্ত করে দেন। উক্ত প্রত্যয়নপত্রে স্মারক নম্বর লেখা হয়- ২১৭/১১/জারুলছড়ি, তারিখ: ১০-০৯-২০২৩ খ্রি:। অথচ উক্ত বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। উক্ত প্রত্যয়নপত্রে ব্যবহৃত প্যাড, সীল ও স্বাক্ষর আমার নয়, এমনকি উক্ত প্রত্যয়নপত্রে যা কিছু লেখা আছে তা আমার লেখা নহে। উক্ত প্রত্যয়নপত্রটি সম্পূর্ণরূপে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

তিনি উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের অগ্রবর্তী করা ফাইল বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।

নানিয়াচরের বগাছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক চাকমা যুবক খুন

গত ১৪ মার্চ ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর উপজেলার বগাছড়ি এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক জিকন চাকমা (২৬) নামে এক যুবককে হত্যা করা হয়।

ওই দিন দুপুরের দিকে জিকন চাকমা (২৬), পিতা: নিরঞ্জয় চাকমা, গ্রাম: ব্যাঙমারা হলা মো: জিয়া নামের এক বাঙালি ব্যবসায়ীকে মোটর সাইকেল যোগে ইসলামপুরে পৌঁছে দিয়ে বটতলা মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যায়। সেখান থেকে বিকাল আনুমানিক ৪:৩০ ঘটিকার দিকে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফেরার পথে বগাছড়ি জামে মসজিদ এলাকার রাস্তা মাথায় পৌঁছলে সেটেলার বাঙালিরা তার উপর হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর ও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয় কয়েকজন বাঙালি জিকন চাকমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে সিএনজিযোগে নানিয়াচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জিকন চাকমাকে রাঙ্গামাটি সদর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন। রাঙ্গামাটি নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

আলিকদমে বনবিভাগের সামাজিক বনায়নের উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের আপত্তি

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ২৮৯নং চৈক্ষ্যং মৌজার সোনাইছড়ি এলাকায় পাহাড়ি ভূমিতে সরকারের বনবিভাগ কর্তৃক সামাজিক বনায়নের উদ্যোগে আপত্তি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ। বর্তমানে এ বিষয়ে স্থানীয় জনগণ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে বলে জানা গেছে।

গত ২২ মে ২০২৪ উক্ত বিষয়ে এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের গণস্বাক্ষর সম্বলিত লিখিত এক আবেদনপত্র আলীকদম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে প্রদান করা হয়।

আবেদনে বনবিভাগ যে জায়গায় সামাজিক বনায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলি সোনাইছড়ি এলাকাধীন থনওয়াই পাড়া, পাদুই পাড়া, কাইরী পাড়া সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন পাড়ার স্থায়ী লোকজনের সুদীর্ঘ বছরের আবাদী ও ভোগদখলীয় জুম চাষের পাহাড়ি জায়গা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়, 'আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ আলিকদম উপজেলাধীন ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ২৮৯নং চৈক্ষ্যং মৌজাস্থ সোনাইছড়ি এলাকাধীন থনওয়াই পাড়া, পাদুই পাড়া, কাইরী পাড়া সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শান্তিপ্রিয় ম্রো সম্প্রদায়ের লোকজন হই। এইমর্মে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের ৩ পাড়ায় প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) পরিবারের লোকজন বাপ-দাদার আমল থেকে সোনাইছড়ি এলাকাধীন পাহাড়ি জায়গায় জুম চাষ করিয়া পারিবারিক জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছি। বর্তমান সময়ে বনবিভাগ কর্তৃক আমাদের আবাদীয় ও ভোগদখলীয় উক্ত পাহাড়ি জায়গা বেদখল করিয়া সামাজিক বনায়ন করার পাঁয়তারা করিতেছে। উক্ত পাহাড়ি জায়গা ছাড়া আমাদের আর কোনো জায়গা জমি নেই। আমাদের জুমচাষের একমাত্র পাহাড়ি উক্ত জায়গা হাতছাড়া হয়ে গেলে পথে বসা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।'

আবেদনপত্রে এলাকার জনগণের প্রতি সদয় হয়ে বনবিভাগ যাতে উক্ত জায়গা দখল করে সামাজিক বনায়ন করতে না পারে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।

পাদুই ম্রো কার্বারি, মেনলেং ম্রো, অভিনগর ত্রিপুরা (ভারপ্রাপ্ত কার্বারি), যাকোরাম ত্রিপুরা (কার্বারি), পুবারাং ত্রিপুরা (কার্বারি), কফিল উদ্দিন, অংসুইপ্রু কার্বারি, মাহবুল আলম মেম্বার সহ প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

বান্দরবান পার্বত্য আসনের সংসদ সদস্য, বান্দরবান জেলা প্রশাসক, আলীকদম সেনা জোনের কম্যান্ডার, লামা বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, আলীকদম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরেও আবেদনপত্রের অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

বান্দরবানে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের দখলে শত একরের পাহাড় ভূমি

বান্দরবানের সুয়ালক ও লামার ডুলুছড়িতে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও মেয়ের নামে রয়েছে শত একর জমি। স্থানীয়দের কাছে এসপির জায়গা নামে পরিচিত এসব জমিতে রয়েছে মাছের প্রজেক্ট, গরুর খামার, ফলের বাগান ও রেস্টরুমসহ প্রায় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি।

অভিযোগ রয়েছে, এসব জমিতে একসময় অসহায় পরিবারের বসবাস থাকলেও নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। জানা যায়, এসব জমি কিনতে সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মং ওয়াইচিং মারমা।

ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রভাব খাটিয়ে ক্রয় করা সম্পত্তির পাশাপাশি দখল করে নিয়েছেন অনেক দরিদ্র পরিবারের জমিও। এসব জমিতে গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ বাগান, মাছের ঘের, গরুর খামারসহ আলিশান বাগান বাড়ি।

স্থানীয়রা জানায়, ২০১৬ সালে বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জীশান মির্জা ও মেয়ে ফারহীন রিশতা বিনতে বেনজীরের নামে ৩১৪ নম্বর সুয়ালক মৌজায় ৬১৪ নম্বর দাগে ও ৩ নম্বর শিটে ২৫ একর জায়গা কিনে নেন বান্দরবান পৌর এলাকার মধ্যমপাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে শাহজাহানের কাছ থেকে। তার জমিতে যাতায়াতের জন্য সরকারিভাবে করা হয়েছে রাস্তা এবং পেয়েছেন বিদ্যুৎ সংযোগও। আর অবকাশ যাপনের জন্য তৈরি করছন একটি দোতলা বাড়িও। এতে রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও (এসি)।

শুধু তাই নয়, জেলার লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের ডলুছড়ি মৌজায় বেনজীর কিনেছেন ২৫ একর করে ৪টি প্লটের ১০০ একর লিজ করা পাহাড়ি ভূমি।

আরএসও ও আরসার যুদ্ধের কারণে রোহিঙ্গারা ক্যাম্প ছেড়ে বান্দরবানসহ বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে পড়ছে

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রায় সময় রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এবং আরাকান রোহিঙ্গা সালভাশন আর্মী (আরসা) বাহিনীর যুদ্ধের ঘটনা হয়ে থাকে। গত ১০ জুন ২০২৪ টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আরএসও এবং আরসার তুমুল যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী নিহত হয় এবং ১০/১২ জন কক্সবাজার হাসপাতালে ভর্তি হয়।

এইসব যুদ্ধের কারণে নিরাপত্তার অভাবে শত শত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প ত্যাগ করে নিজ নিজ ইচ্ছামাফিক কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ঢুকে পড়েছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের নেই কোনো তদারকি ও নজরদারি।

রোহিঙ্গা শরণার্থীর কারণে কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মাদক ব্যবসা, অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইত্যাদি অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরএসও, আরসা, রোহিঙ্গা সকলে যার যার মতো স্বাধীনভাবে ইয়াবা পাচার, স্বর্ণ পাচার, গরু পাচার কাজে যুক্ত রয়েছে। এইসব বিষয়ে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন জানলেও না-জানা ভান করে থাকেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আরসা বাহিনীর সহযোগিতায় মায়ানমারের আরাকানে আরাকান আর্মী (এএ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রাখাইনদের উপর সহিংস ঘটনা করার জন্য শত শত শরণার্থী মায়ানমারের আরাকানে পাড়ি দিয়েছে এবং আরাকানে মায়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

মায়ানমার জান্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রোহিঙ্গা শরণার্থী ও আরসা বাহিনীকে এএ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া এবং রাখাইনদের গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ধ্বংস করা। কক্সবাজার শরণার্থী শিবির থেকে যে সকল রোহিঙ্গা আরাকানে পাড়ি দিয়েছে, তাদেরকে মায়ানমার সেনাবাহিনী লাল কার্ড দিয়ে থাকেন। যার লাল কার্ড রয়েছে, তার জন্য সকল প্রকার খাওয়া ও সুযোগ সুবিধা ফ্রী।

আরসা ও রোহিঙ্গাদের আরাকান পাড়ি দেয়ার বিষয়ে কক্সবাজার জেলার এপিবি, বিজিবি, আর্মি, এনএসআই, ডিজিএফআইয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং ইন্ধন দিয়ে থাকেন মর্মে জানা যায়।

আরাকান সূত্রে জানা যায়, মায়ানমার সেনাবাহিনী আরসা ও রোহিঙ্গাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে রাখাইন ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

‘পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে।’

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

আলিকদমে সেটেলার বাঙালির নির্মম মারধরের শিকার ৬ আদিবাসী ম্রো নারী ও শিশু

বান্দরবান জেলাধীন আলিদকম উপজেলার ১নং আলীকদম সদর ইউনিয়নে এক মুসলিম সেটেলার বাঙালি যুবক মো: শাহ উদ্দিন (২৫), পীং-মো: ফজল কবির, গ্রাম-নজুমিয়া সর্দার দক্ষিণ-পূর্ব পালং পাড়া, ৩নং ওয়ার্ড, ১নং সদর আলীকদম ইউনিয়ন কর্তৃক হামলায় ছয় আদিবাসী ম্রো নারী ও শিশু নির্মমভাবে মারধরের শিকার হন। তাদের মধ্যে গুরুতর জখম তিন নারীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে আলিকদম থানায় মামলা করতে গেলে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা মামলা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং সেটেলারদের মুরুব্বিদের সাথে আলোচনা করে সমাধান করার প্রস্তাব দেন।

মারধরের শিকার ৬ জুম্ম নারী ও শিশু হলেন- (১) ছংপা ম্রো (৩৬), স্বামী- ছাকনাই ম্রো; (২) লেংরুং ম্রো (২২), স্বামী- মেনপ্রে ম্রো; (৩) হিলিউ ম্রো (১৩), পীং- ছাকনাই ম্রো; (৪) বুরাও ম্রো (১৩), পীং- সুইলাপ্রু ম্রো; (৫) তুংটক ম্রো (৫০), স্বামী- রুইরেং ম্রো ও (৬) নংপাও ম্রো (১৯), স্বামী-খামচুম ম্রো। ভুক্তভোগীরা সবাই ১নং সদর আলীকদম ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের আমতলি সাতক্লাম ম্রো পাড়ার অধিবাসী।

জানা যায়, গত ১৪ মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার, সকাল আনুমানিক ১০ টার দিকে উক্ত ছয় ম্রো নারী ও শিশু নিজেদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী তৈনখাল এলাকার ঝিড়িতে ও জঙ্গলে শাক-সবজি, মাছ-চিংড়ি, শামুক ইত্যাদি তরকারি খুঁজতে যান। তরকারি খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে তারা গুইসাপ ঝিড়ি মুখ এর নীচে এক স্থানে পৌঁছেন। এমন সময় হঠাৎ কোনো প্রকার উস্কানি বা কথাবর্তা ছাড়াই মো: শাহ উদ্দিন নামের সেটলার বাঙালি যুবকটি লাঠিসোটা নিয়ে জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর হামলা শুরু করে।

জুরাছড়িতে বাঙালি সড়ক নির্মাণ শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১০ জুন রাত আনুমানিক ৯:১৫ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন এলাকায় সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজে কর্মরত এক বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক মামুদুল হক (৪৫), পীং-ফকির আহাম্মদ, গ্রাম-পূর্ব ভালুকিয়া, তুলাতুলি থানা, উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার জেলা কর্তৃক স্থানীয় এক চাকমা তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

বর্তমানে ধর্ষণ চেষ্টাকারী মামুদুল হক রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৬ ইসিবি এর অধীনে একজন নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন।

গত ১০ জুন রাতে অভিযুক্ত মামুদুল হক বাড়িতে একা পেয়ে উক্ত তরুণীকে (১৬ বছর) ধর্ষণের চেষ্টা করে। ভুক্তভোগী তরুণীর বাড়ি দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের আদিয়াব ছড়া গ্রামে বলে জানা গেছে। ধর্ষণের চেষ্টার সময় ভুক্তভোগী তরুণী চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসে এবং মামুদুল হককে আটক করে।

ঘটনার পরপরই সড়ক নির্মাণ কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে জানানো হলে, সেখানে কর্মরত ওয়ারেন্ট অফিসার প্রিয় রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে ২টি গাড়ি যোগে আনুমানিক ২০/২৫ জন সেনা সদস্য ঘটনাস্থলে আসে এবং তারা অভিযুক্ত মামুদুল হককে পার্শ্ববর্তী আদিয়াবছড়া বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এসময় বিজিবি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার হাবিলদার হামিদুল উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

> '...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।'
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, (২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সংবিধান বিলের উপর আলোচনা)*

সংগঠন সংবাদ

ড. আর এস দেওয়ান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

গত ১ মার্চ বিকাল ৩ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আজীবন সংগ্রামী প্রয়াত ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের (আর এস দেওয়ান) স্মৃতির স্মরণে রাঙাপানিস্থ কান্ত স্মৃতি খেলার মাঠে মাসব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

খেলাটি উদ্বোধন করেন রাঙ্গামাটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নিরুপা দেওয়ান। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শিশির চাকমা, স্বনামধন্য শিল্পী রনজিৎ দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য চঞ্চু চাকমা এবং সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও রাঙাপানি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব জিকো চাকমা।

উদ্বোধনী পর্বে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন আয়োজক কমিটির সদস্য আশিকা চাকমা।

উদ্বোধক নিরুপা দেওয়ান বলেন, রামেন্দু শেখর দেওয়ান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট খুবই সুন্দর একটা প্লাটফর্ম। এই টুর্নামেন্ট কেবল খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের আদিবাসীদের অধিকারের চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসের ধারাবাহিকতাকে চর্চার মাধ্যম হিসেবে দেখতে হবে। বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক আদিবাসী গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখছে। তারা সমাজ, জাতি ও আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা একপ্রকার দূত হিসেবে বিশ্ব দরবারে আদিবাসীদের তুলে ধরছে। যেমনটা ড. আর এস দেওয়ান করেছিলেন।

বক্তব্য শেষে রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নিরুপা দেওয়ান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর উদ্বোধনী ম্যাচ আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আদিবাসী দল ও কাটাছড়ি জনকল্যাণ বহুমুখী সমিতি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলা সমিতি ও এইচডাব্লিউএফের র‍্যালি ও আলোচনা সভা

গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের (এইচডাব্লিউএফ) যৌথ উদ্যোগে রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা

একাডেমিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে শিল্পকলা একাডেমি থেকে র‍্যালি শুরু হয়। র‍্যালিটি বনরূপা পেট্রোল পাম্প প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। র‍্যালি উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সদস্য জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু।

এবছর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'Invest In Women: Accelerate Progress'-এর অবলম্বনে 'নারীর সমঅধিকার, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কর' এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতার আলোকে নির্ধারিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে নারী সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই আহ্বান রেখে এই সংগঠন দুটির যৌথ উদ্যোগে উক্ত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য উলিসিং মারমার সঞ্চালনায় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা, অ্যাডভোকেট ভবতোষ চাকমা, অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা, অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টুমনি তালুকদার, ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ম্রানুসিং মারমা। বিবৃতি পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, পাহাড়ি নারীদের জীবনমান বিকাশে রাষ্ট্রকে কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা তেমন সুযোগ সুবিধা পায় না। আদিবাসী সমাজে নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অনেক কাজ করে। পাহাড়ের নারীরা জুম চাষ, সন্তান লালন পালন করা সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখে। পাহাড়ি নারীরা নিজেদের কাপড় চোপড় বুনতে পারে কিন্তু সেটেলারদের আগ্রাসনে পাহাড়ি নারীরা অনিরাপদ জীবন কাটাচ্ছে। রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে পাহাড়ি নারীরা বার বার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। দেশের নানা পর্যায়ে পাহাড়ি নারীরা ভূমিকা রাখছে। পাহাড়ি নারীদের ভাগ্য পরিবর্তনে রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ি নারীরা দেশের উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাঘাইছড়িতে মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর বাঘাইছড়ি থানা শাখার যৌথ উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪' পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ৮ মার্চ ২০২৪ সকাল আনুমানিক ১০:০০ ঘটিকায় উগলছড়ি মুখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'Invest in Women: Accelerate Progress' জাতিসংঘের এই প্রতিপাদ্যের আলোকে 'নারীর সমঅধিকার, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কর', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে নারী সমাজ অধিকতর সামিল হউন'-এই শ্লোগানে বাঘাইছড়ি মৌজার মহিলা কার্বারী সমাপ্তি দেওয়ানের সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সুমতি রঞ্জন চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাবেক সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি গৌরিকা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাবেক সভাপতি বিনিতা চাকমা, কাচালং সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ দেওয়ান প্রমূখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শান্তনা চাকমা।

চট্টগ্রামে আদিবাসী মহিলা ফোরামের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

'নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীর অধিকার নিশ্চিত করুন, পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করুন'-এই শ্লোগানে গত ৮ মার্চ চট্টগ্রামে বন্দর এলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আদিবাসী মহিলা ফোরামের উদ্যোগে বিকাল ৪ ঘটিকায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী মহিলা ফোরামের সভাপতি চিজিপুদি চাকমা এবং সভায় সঞ্চালনা করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিসান তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি জিসন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনাবী চাকমা ও মাইল্যার মাথা ইউনিট কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অমর বিকাশ চাকমা।

পিসিপি মিরপুর থানা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ৮ মার্চ ২০২৪, শুক্রবার বিকাল ৩ঘটিকার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের নরেশচন্দ্র সেমিনার কক্ষে পার্বত্য

চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), মিরপুর থানা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল সম্পন্ন হয়।

কাউন্সিল ও সম্মেলনে পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হ্লামংচিং মারমার সঞ্চালনায় জগদীশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য অনন্ত বিকাশ ধামাই। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্টাফ সদস্য মেরিন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক, পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক অংশৈসিং মারমা, পিসিপির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা এবং আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চ্যুং ইয়ং ম্রো।

সভা শেষে সুমেন চাকমাকে সভাপতি, নিলয় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং ভরত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মিরপুর কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নরেশ চাকমা।

পিসিপি'র উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংকট নিরসনে রা: ক: অধ্যক্ষের নিকট স্মারকলিপি

গত ১৩ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সংকট নিরসনের দাবিতে অধ্যক্ষের বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'প্রত্যেক বছর ভর্তির সময় কলেজ প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তির ফি সঠিক সময়ে পরিশোধ করে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে থাকে। ফি পরিশোধের বিনিময়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কলেজ প্রশাসন শিক্ষার্থীদের জন্য সুনিশ্চিত করার কথা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিসহ জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় আমাদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কলেজের নানা সংকটের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংকট হলো পরিবহন সংকট। একদিকে পরিবহন ফি বেশি হওয়ায় টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খেতে হয়, অন্যদিকে কলেজের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় ভাড়ায় চালিত পরিবহনে যাতায়াতের কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও বিভিন্ন পরীক্ষায় সঠিক সময়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনে বিভিন্নভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। অত্র কলেজ একটি সুনামধন্য কলেজ, তিন পার্বত্য জেলার অন্যতম কলেজ যেখানে সবচেয়ে বড় সংকট হলো শিক্ষক সংকট। যেখানে কলেজে ১৩টি অনার্স এবং ৮টি মাস্টার্স কোর্সসহ বিভিন্ন বিভাগের পাস কোর্স বর্তমানে চালু রয়েছে। অথচ প্রত্যেক বিভাগে ন্যূনতম যে শিক্ষক থাকার কথা সে তুলনায় শিক্ষক নেই। যার কারণে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে নিয়মিত শ্রেণি পাঠদান হতে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল মানসম্মত হচ্ছে না।'

স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত ৭ দফা দাবি জানানো হয়:

১. পরিবহন ফান্ডের অর্থ থেকে পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিজস্ব দুটি বাস দ্রুত ক্রয় এবং পরিবহন ফি ৫০০ (পাঁচশত) টাকার পরিবর্তে ৩০০ (তিনশত) টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

২. বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, প্রাণীবিদ্যা বিভাগসহ কলেজে যে সকল বিভাগে

শিক্ষক সংকট রয়েছে সেই সকল বিভাগে অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করে শিক্ষক সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. কলেজের যে সকল বিভাগে সেমিনার কক্ষ নেই সেই সকল বিভাগে মানসম্মত সেনিমার কক্ষ দ্রুত চালু করতে হবে।

৪. নির্মাণাধীন ছাত্রী নিবাস দ্রুত চালুর জন্য কলেজ প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও ছাত্রাবাস চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলেজ ক্যাম্পাসে ক্যান্টিন চালু করতে হবে।

৬. ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি আবেদনের ক্ষেত্রে মানবিক ৩.২৫, ব্যবসায় ৩.৫০ এবং বিজ্ঞান ৩.৭৫ পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।

৭. নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করতে হবে।

বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি সীমান্তে ২টি গ্রাম উচ্ছেদের প্রতিবাদে গ্রামবাসীর মানববন্ধন ও স্মারকলিপি

সেনাবাহিনীর ২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক জুরাছড়ি-বিলাইছড়ির সীমান্তবর্তী গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়া উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে রাঙ্গামাটিতে দুই গ্রামবাসী মানববন্ধন এবং প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

গত ১৯ মার্চ রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দুলু পাড়ার কার্বারি অজিত কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন থুম পাড়ার বাসিন্দা মদন বিকাশ চাকমা, দুলু পাড়ার বাসিন্দা পূন্যরানী চাকমা। এছাড়াও মানববন্ধনে সংহতি বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উলিসিং মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টুমনি তালুকদার ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা।

মানববন্ধন শেষে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৪টি দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়ার পাহাড়ি অধিবাসীদের পক্ষে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন অজিত কুমার চাকমা, মদন বিকাশ চাকমা, চিবোক্ষ চাকমা ও পূন্যরাণী চাকমা। ফারুয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা সজল চাকমার সঞ্চলনায় স্মারকলিপি পাঠ করেন বৃষ্টি চাকমা।

দুই পাহাড়ি গ্রাম উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গাছবাগান পাড়া ও থুমপাড়া নামে দুটি গ্রাম উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষের ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগে একটি বিক্ষোভ মিছিল ও তার পরবর্তী প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল চাকমার সঞ্চালনায় এবং বাংলাদেশ যুব মৈত্রীর সভাপতি তৌহিদুর রহমান তৌহিদ এর সভাপতিত্বে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম নানু, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সহ-সভাপতি টনি চিরান, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী'র সভাপতি অতুলন দাস আলো, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) এর সভাপতি গৌতম শীল, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের

সাধারণ সম্পাদক অং শোয়ে সিং মারমা ও বাংলাদেশ ম্রো স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি দনওয়াই ম্রো প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে বিবৃতি পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিয়া চাকমা।

কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলা খারিজের আদেশে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ২৭ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে আদালত কর্তৃক কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলা খারিজের আদেশে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাশাপাশি কল্পনা চাকমা অপহরণের মামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জোর দাবিও জানায় সংগঠন দুটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ রাঙ্গামাটির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তা কর্তৃক পাহাড়ের নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি খারিজের আদেশ দেয়া হয়। কল্পনা চাকমার অপহরণে চিহ্নিত অপরাধীদের দায়মুক্তি দিতে আদালতের এই আদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন মনে করে দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে মামলা চলার পরও অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিশ দিতে না পারা ও অভিযুক্ত সেনাবাহিনীর লে: ফেরদৌস এবং ভিডিপি সদস্য নূরুল হক ও সালেহ আহমেদকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে না পারা প্রশাসন ও বিচার বিভাগ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ না করে উল্টো অপরাধীদের দায়মুক্তি দিতে প্রশাসনের অপতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মামলাটি খারিজের মধ্যে দিয়ে প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যমান বিচারহীনতার এক চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের উৎসাহিত করেছে।

পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন আরও মনে করে, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের এ ধরণের পক্ষপাতমূলক আচরণ পার্বত্য চট্টগামের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতিকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। তাই প্রশাসন ও বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কল্পনা চাকমা অপহরণের মামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছি।'

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের সমাবেশ

গত ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যেগে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা সহ ৫ দফা দাবি জানানো হয়।

দিনটি উপলক্ষে 'শ্রমিক শোষণ বন্ধ করুন এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করুন, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করুন' শ্লোগান নিয়ে সকাল ৯:৩০ টায় সুলতান আহমদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের করে ইপিজেড চত্বর ঘুরে এসে ব্যারিস্টার কলেজের মূল সড়কে এসে সমাপ্ত হয় এবং এরপর সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিসান তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাইল্যা মাথা ইউনিট কমিটির সভাপতি রাসেল চাকমা, আদিবাসী মহিলা ফোরামের সভাপতি চিজিপুদি চাকমা, কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন চাকমা।

বান্দরবানে সাধারণ বমদের উপর নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে আদিবাসী ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের বিক্ষোভ

বান্দরবানে কেএনএফের বিরুদ্ধে চলমান যৌথবাহিনীর অভিযানে বম জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়নের

প্রতিবাদে ও ঢালাও গ্রেফতার বন্ধের দাবিতে গত ১ মে, বিকেলে ঢাকার শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আদিবাসী ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ।

জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত সমাবেশে আরো সংহতি জানায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

উক্ত সমাবেশে বলা হয়, গত ২ এপ্রিল বান্দরবানের দুই উপজেলায় ব্যাংক ডাকাতির ঘটনার জের ধরে ৭ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত যৌথ বাহিনী বান্দরবানের রুমা, থানচি, রোয়াংছড়িতে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। সশস্ত্র গোষ্ঠী কেএনএফ সদস্যদের ধরতে গিয়ে বম জনগোষ্ঠীর নারী, শিশু, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষকে 'গণগ্রেপ্তার, তল্লাশি, মামলা, হয়রানি' করা হয়।

লংগদু গণহত্যা দিবস পালিত, দোষীদের শাস্তির দাবি

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর সংঘটিত অন্যতম বর্বরোচিত গণহত্যা 'লংগদু গণহত্যা'র ৩৫তম দিবস উপলক্ষে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে এক স্মরণ সভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। স্মরণ সভায় গণহত্যায় জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের

চিহিত করে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের দাবি জানানো হয়।

গত ৪ মে সকাল ৯ টার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), লংগদু থানা শাখার উদ্যোগে লংগদু উপজেলার ৪নং বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত চিবেরেগা গ্রামে দিবসটি উপলক্ষে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি'র লংগদু থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টুমনি চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপি'র লংগদু থানা শাখার সহ-সভাপতি সুদীর্ঘ চাকমা। স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা শাখার কৃষি ও ভূমি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সদস্য তপন জ্যোতি কার্বারি, জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সদস্য বিধান চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি দয়াল কান্তি চাকমা, চিবেরেগা গ্রামের মুরুব্বি সুভাষ চাকমা, চাল্যাতুলি গ্রামের মুরুব্বি শান্তিলাল চাকমা প্রমুখ। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র লংগদু থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সাধন জীবন চাকমা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লংগদু গণহত্যা উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ৪ মে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় লংগদুর বর্বরোচিত গণহত্যার শিকার শহীদদের স্মরণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২নং গেইট শাখার উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত স্মরণসভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং গেইট শাখার সাধারণ সম্পাদক আলফ্রেড চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২নং গেইট কমিটির সভাপতি সুমন চাকমা। উক্ত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ম্যাকলিন চাকমা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নরেশ চাকমা,

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অন্বেষ চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ চাকমা। স্মরণসভার শুরুতে লংগদু গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পিসিপি'র উদ্যোগে ত্রৈমাসিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ প্রশংসিত

গত ৫ মে, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে অনিয়মিত ত্রৈমাসিক দেয়ালিকা 'সাংচিয়া'র উদ্বোধনী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের এই উদ্যোগটি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী মহলের বেশ প্রশংসাও অর্জন করে।

উক্ত দেয়ালিকাটি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তুষার কান্তি বড়ুয়া। এছাড়াও দেয়ালিকা প্রকাশনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর জাহেদা সুলতানা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা থোয়াইক্যজাই চাক, জেলা শাখার সহসভাপতি খোকন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কলেজ শাখার সভাপতি কবিতা চাকমা এবং পিসিপি'র কলেজ শাখার সভাপতি সুনীতি বিকাশ চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সজল চাকমাসহ বিভিন্ন দপ্তরের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন বর্ষের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তুষার কান্তি বড়ুয়া বলেন, দেয়ালিকা সৃজনশীলতার একটা নান্দনিক কার্যক্রম। আমাদের মনোজগতের যে বিষয়গুলো ঘুরপাক খায় তা লেখনী ও অংকনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলি আমরা। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে। পিসিপি'র দেয়ালিকা প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, গণহত্যা মানবতাবিরোধী কাজ। এটি ঘৃণ্য ও জঘন্য। গণহত্যাকে একজন প্রগতিশীল ব্যক্তি কখনো গ্রহণ করেন না। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠিত গণহত্যাগুলোর তীব্র নিন্দা জানান। তিনি আরও বলেন, পিসিপি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি ছাত্র সংগঠন এবং নেতৃত্বের চেইন অফ কমান্ড আছে। তাই তাদের কার্যক্রমগুলো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কলেজে পরিচালনা করে থাকে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতি আস্থা রেখে এই ধরনের সৃজনশীল কার্যক্রমে এগিয়ে আসে।

তিন ছাত্রনেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি'র বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি থেকে আটককৃত তিন ছাত্রনেতার দ্রুত ও নিঃশর্ত মুক্তি এবং 'অপারেশন উত্তরণ' এর নামে সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৫ মে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের (এডিসি) মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

বিকাল ৩ টার দিকে পিসিপি'র জেলা শাখার কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে বনরূপা বাজার প্রদক্ষিণ করে ডিসি অফিস প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানেই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক রনেল চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি জিকো চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন চাকমা। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ম্রানু মারমা।

জুরাছড়িতে সেনাসদস্য কর্তৃক আটককৃত তিন ছাত্রনেতাকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পিসিপি'র বিবৃতি

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়িতে সেনাসদস্য কর্তৃক তিন ছাত্রনেতাকে অন্যায়ভাবে আটকের প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির

দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) গত ৬ মে এক প্রেস বিবৃতি দেয়।

প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়, 'গত ৪ মে ২০২৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলা সদরস্থ যক্ষা বাজার সেনাক্যাম্পের সেনাসদস্য কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের তিন ছাত্রনেতাকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়। উক্ত ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে আটককৃত ছাত্রনেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।'

এতে আরো বলা হয়, 'পিসিপি'র জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রুপম চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক সুরেন চাকমা ও তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রনি চাকমা আসন্ন ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুরেশ কুমার চাকমার নির্বাচনী প্রচারণার কার্যালয় থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। এসময় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেনা গোয়েন্দা রবিউল সুরেন চাকমার হাতে নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট ঢুকানো একটি মানিব্যাগ দেয় এবং বলে সামনে আমাদের লোক আছে তার হাতে দিয়ে দিও। তারপর কিছুদূর যেতে না যেতে সেনাবাহিনীর একটি দল জুরাছড়ি সদর এলাকার ধামাইপাড়া সেতু থেকে মোটর সাইকেল থেকে নামিয়ে তাকে যক্ষা বাজার সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর একই চেকপোস্ট থেকে নির্বাচন থেকে বাড়ি ফেরার পথে রূপম চাকমা ও রনি চাকমাকে আটক করে সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেনাসদস্যরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ছাত্রনেতাদের ইয়াবা ট্যাবলেট ও চাঁদার রসিদ গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে গতকাল ০৫ মে ২০২৪ জুরাছড়ি থানায় সোপর্দ করেছে। জুরাছড়ি থানা তাদের তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইন ও চাঁদাবাজির আইনে মামলা দিয়েছে। সেনাবাহিনী কতৃর্ক উদ্দেশ্যপ্রণোধিতভাবে তিন ছাত্রনেতাকে অন্যায়ভাবে আটক ও মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে পিসিপি তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে।'

বিবৃতিতে বলা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণের নামে সেনাশাসন বলবৎ থাকায় এধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার না করে উল্টো সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণ এবং চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের নিরাপত্তাবাহিনী কতৃর্ক ধরপাকড়, হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ পাহাড়ের আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য অবিলম্বে সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং আটককৃত তিন ছাত্রনেতার দ্রুত নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।'

রাবিতে চুক্তিবিরোধী বহিরাগতদের কর্তৃক ষড়যন্ত্র ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের হুমকি প্রদানে পিসিপি'র নিন্দা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) চুক্তিবিরোধী ও প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফ চক্র অংকন চাকমা ও রোনাল চাকমার নেতৃত্বে বহিরাগত গুন্ডা লেলিয়ে দিয়ে বিভেদের ষড়যন্ত্র এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের হুমকি প্রদান করছে বলে অভিযোগ করে বিবৃতি দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাজশাহী মহানগর শাখা।

পিসিপি'র রাজশাহী মহানগর শাখার দপ্তর সম্পাদক সৌখিন চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই বিবৃতি প্রদানের কথা জানানো হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযুক্ত বহিরাগতদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'সমর-রূপম-সুকেশ-মনতোষ-লাল রিজাভ -মংচসিংসহ অনেক কর্মীর আত্মত্যাগে গড়া সংগঠনটি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠনতান্ত্রিকভাবে ৫ দফা বাস্তবায়নের আন্দোলন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন আপোষহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় জুম্ম শিক্ষার্থীদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জুম্ম শিক্ষার্থীদের কোটা বৃদ্ধি, আবাসন সংকট নিরসন, ভর্তিচ্ছুদের নানা ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে থাকে এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের শিক্ষার্থীবান্ধব এসব কার্যক্রমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কিন্তু বেশ কয়েকবছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও বিভেদপন্থী বলে সমধিক পরিচিত ইউপিডিএফ চক্রের লেলিয়ে দেওয়া কতিপয় বিপদগামী গুন্ডা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত জুম্ম শিক্ষার্থীদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল ধরানোর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিভেদপন্থীরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করায়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আহুত

যেকোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের অব্যাহতভাবে হুমকি-ধামকি প্রদান করে থাকে যা তাদের একটি পুরোনো অভ্যাস। শুধু তাই নয় বিভেদপন্থী ও চুক্তিবিরোধী প্রসিতচক্র পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার হুমকিও নানা সময়ে প্রদান করে আসছিল।'

এতে আরো বলা হয়, 'এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবেই তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভেদপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সমুজ্জ্বল চাকমা, শামীন ত্রিপুরা, চয়েস তালুকদার, শুভ্রদেব চাকমা, রিসার্চ চাকমা, মিশুক চাকমা, জ্ঞান চাকমা, শুভাশিষ চাকমা নেতৃত্বে ১০/১২ জনের বিপদগামী গুন্ডা সাধারণ শিক্ষার্থীদের হুমকি-ধামকি দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন যাতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এমনই এক দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গতকাল ১১ মে ২০২৪ তারিখে 'বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ' এর কাউন্সিল করার নাম করে বহিরাগত বিপদগামী অংকন চাকমা, রোনাল চাকমারা সেনা-শাসকগোষ্ঠীর সাথে সুর মিলিয়ে চুক্তি বিরোধী, ঐক্য বিরোধী, জনসংহতি সমিতি বিরোধী ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কার্যক্রম বিরোধী ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত জুম্ম শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থে ফাটল ধরার আশংকা তৈরি করেছে; যেটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবশ্যই কাম্য নয়।'

বিবৃতিতে বলা হয়, 'পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মনে করে যেকোনো রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা অবশ্যই সকলের রয়েছে। তাতে কারো কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয় এবং এক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদও রাজনৈতিক মতপ্রকাশের এ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত সংগঠন, কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের হুমকি প্রদান করে শাসকগোষ্ঠীর নানাবিধ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কোনো ধরনের কার্যক্রম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কখনই বরদাস্ত করবে না।'

গণমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে জুম্ম ছাত্র সমাজকে আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে: ঊষাতন তালুকদার

গত ২০ মে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটির কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়ামে এক ছাত্র-যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজায় চাক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশটিতে উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মাধবীলতা চাকমা। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সাংসদ ঊষাতন তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি শিশির চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি দীপক শীল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈই, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর সভানেত্রী শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার উপস্থিত সমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের জ্ঞান, মেধা, বিদ্যা ছাড়া এই অসম লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের ছাত্র বন্ধুদের আরো অধিকতর জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে আমাদেরকে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সময়কে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ ও গণমুখী শিক্ষা লাভ করে আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষা নিতে হবে আমাদের লড়াইয়ের জন্য, নেতৃত্ব বিকাশের জন্য।

সাবেক এই সাংসদ আরো বলেন, আমাদের মধ্যে এখন অনেক হতাশা। যেমন ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে মৃত আইন ঘোষণার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। অন্যদিকে গ্রামে যখন ঘোর অন্ধকার নামে, ঝিঁঝি পোকারা ডাকে তখন সাধারণ পাহাড়ি জনগণ ভয়ের মধ্যে থাকে কখন কাকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ মানুষ একা অনুভব করেন। মনে রাখবেন আপনারা কেউ একা নন। এদেশের আপামর নিপীড়িত মানুষ ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সংগঠন আমাদের পাশে আছে। আমাদের আন্দোলন রাষ্ট্রবিরোধী নয়। আমাদেরকে নিপীড়ন করা হচ্ছে। কাজেই এ নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির কর্মতৎপরতায় আন্দোলনের ফলে সরকারের উপর মহলের কাছে এসব পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যদি আমাদের কথা শোনা না হয় তবে এই ছাত্র সমাজকে প্রস্তুত হয়ে লড়াই চালিয়ে নিতে হবে। পার্টি নেতৃত্ব দিবে আর জনগণ বিপ্লব পরিচালনা করবে।

যারা নীতি নির্ধারক, রাষ্ট্র পরিচালনায় আছে তাদেরকে বুঝতে হবে দাবি করে সাবেক গেরিলা নেতা ঊষাতন তালুকদার আরো বলেন, বেইলী রোডে কমপ্লেক্স করে দেয়া আর পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন এক নয়। সরকার বলে থাকে- আমরা এই করেছি, সেই করেছি। জাতিসংঘে গিয়ে মিথ্যাচার করে থাকে। আমাদের জনগণ শেখ হাসিনার উপর আস্থা রেখে তৃতীয় পক্ষ ছাড়া চুক্তি করেছে। কিন্তু এখন আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। আপনাদের কাঁধে যে জাত্যভিমান ভর করেছে তা নামিয়ে ফেলুন। বড় জাতি হিসেবে আপনাদের বড় মনের অধিকারী হতে হবে কারণ আপনারাও তো নিপীড়িত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা, আতংক, ভয় থেকে মুক্তি দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করুন।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপি'র ২৮তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের(পিসিপি) ২৮তম কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভাপতি পদে নিপন ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক পদে রুমেন চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা নির্বাচিত হয়েছেন।

'আত্মমুখিনতা, সুবিধাবাদ ও দোদুল্যমানতা পরিহার করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ অধিকতর সামিল হোন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গতকাল ২১ মে ২০২৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দিনব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলন ও ২৮ তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলা, মহানগর, বিশ্ববিদ্যালয়, থানা, কলেজ, শহর কমিটি থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। অধিবেশনে সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, ছাত্র সমাজ একটি ভাসমান শ্রেণি। এ শ্রেণি সমাজের সামগ্রিক আন্দোলনে অবদান রাখতেও পারে আবার নাও রাখতে পারে। তবে আপনাদের মধ্যে অনুভূতি, অনুধাবন ও উপলব্ধির অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, একজন বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ কীভাবে এধরনের কঠিন পরিস্থিতি চেয়ে থাকতে পারে। তার চেয়ে মরণ ভালো।

পিসিপি'র নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে, তবেই আমরা গড়ে উঠতে পারবো। আর গড়ে উঠতে পারলে পার্টির লাভ, আন্দোলনের লাভ, সমাজের লাভ।

তিনি আরও বলেন, আমাদের তরুণদের বড় একটি অংশ মাদকাসক্ত। দেশে গ্যাং কালচার বেড়ে গেছে। পাহাড়েও মাদকাসক্ত যুবকের সংখ্যা বাড়ছে। অবাধে মদ বিক্রি হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী চায় যুবকেরা মাতাল হয়ে পড়ে থাকুক। আমরা মাতাল হয়ে থাকতে পারবো না। আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, লড়াই চালিয়ে নিতে হবে।

কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পদে নিপন ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক পদে রুমেন চাকমা এবং সাংগঠনিক পদে সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যাকে নির্বাচিত করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা।

ছাত্রনেতা মংচসিং মারমার ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পিসিপি'র স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

গত ২২ মে ২০২৪, রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) উদ্যোগে ছাত্রনেতা মংচসিং মারমার ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়। 'মংচসিং মারমার রক্ত বৃথা যেতে দেব না' এই স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত স্মরণসভাটি বিকেল ৫:০০ ঘটিকায় শুরু হয়। স্মরণসভার শুরুতে মংচসিং মারমার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক জিকো চাকমার সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অন্তর চাকমা প্রমুখ।

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের উদ্যোগে এসএসসি উত্তীর্ণ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

গত ৩১ মে বিকাল ৪ টায় চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আইটিসি ভবনের মিলনায়তনে চট্টগ্রাম শহরে বসবাসরত ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক পরিচিতি সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম।

'জুম্ম আদিবাসীদের ঘরে ঘরে শিক্ষার জন্য সোচ্চার হই, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে সামিল হই' শ্লোগান দিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি দিসান তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতা এস জে চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিও মারমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শমিক ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ বিকাশ চাকমা।

চবিতে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট-২০২৪ উদ্বোধন

গত ১ জুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমার স্মরণে 'শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট ২০২৪' আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এইদিন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবছর পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে চবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে শহীদ মংচসিং মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল

শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক নরেশ চাকমা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিসিপির চবি শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা, পিসিপির চবি ২নং গেইট শাখার সভাপতি সুমন চাকমা ও টুনার্মেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সুভাষ চাকমা প্রমূখ।

কল্পনা অপহরণ মামলা খারিজের প্রতিবাদে ও অপহরণকারীদের শাস্তির দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ

নিম্ন আদালতে কল্পনা অপহরণ মামলা খারিজের প্রতিবাদে এবং ঘটনার অভিযুক্ত লে: ফেরদৌস, মো: সালেহ আহম্মেদ, মো: নুরুল হক এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ১১ জুন ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম নগরীর চেরাগী মোড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম ও আদিবাসী মহিলা ফোরামের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি শ্রী তাপস হোড়, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহান, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি সুদীপ্ত চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য আবৃত্তি দেওয়ান, পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আদর্শ চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্তর চাকমার সভাপতিত্ব করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অন্বেষ চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সভাপতি উকিং সাই মারমা।

রাষ্ট্র কল্পনা চাকমার হদিস দিতে পারেনি, এটা দেশের বিচার ব্যবস্থার জন্য চরম লজ্জার: সমাবেশে বিজয় কেতন চাকমা

গত ১২ জুন, নিম্ন আদালতে কল্পনা অপহরণ মামলা খারিজের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস, ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার মো: নুরুল হক ও মো: সালেহ আহমদের বিচারের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং অপহরণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ও যথাযথ বিচার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমার সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা, কল্পনা চাকমার মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান, আইনজীবী সুস্মিতা চাকমা ও এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা।

সমাবেশ শেষে ১০ সদস্যসের একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবিনামা জানানো হয়–

১. অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করা এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা।

২. অভিযুক্ত কল্পনা অপহরণকারীদের এবং রূপন, সুকেশ, মনোতোষ ও সমর বিজয় চাকমার হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. জুম্ম নারী সমাজের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিতকল্পে এবং পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা।

কল্পনা চাকমাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হারিয়ে দেয়া হয়েছে: ঢাকা সমাবেশে ঊষাতন তালুকদার

গত ১২ জুন, ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণের ২৮ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এবং নিম্ন আদালতে কল্পনা অপহরণ মামলা খারিজের প্রতিবাদে ও এ ঘটনায় অভিযুক্ত লে: ফেরদৌসসহ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সদস্যদের শাস্তির দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

'পাহাড়ে সেনাশাসন নিপাত যাক, কল্পনারা মুক্তি পাক' শ্লোগান নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরাম, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ছাত্র-যুব ও নারী সংগঠনসমূহ।

বিকাল ৩:০০ টায় ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর সাংগঠনিক সম্পাদক উলিসিং মারমা। বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরা ত্রিপুরা'র সঞ্চালনায় সমাবেশে লিখিত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমা।

এছাড়া সমাবেশে সংহতি বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সহ-সভাপতি ও সাবেক সাংসদ ঊষাতন তালুকদার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল এর সহ-সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য লুনা নূর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরিণ, সাংবাদিক নজরুল কবীর, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা প্রমুখ। এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ।

চবিতে শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ১২ জুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত 'শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট ২০২৪'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি সুদীপ্ত চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাম্রা সাইন মারমা এবং বাংলাদেশ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগরের সহ-সভাপতি সঞ্চয় ত্রিপুরা প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অন্বেষ চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক শুভাষ চাকমা।

খেলার শুরুতে শহীদ ছাত্রনেতা মংসচিং মারমার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং ফাইনাল খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

জাতিসংঘে আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শক্তিশালীকরণের উপর জেএসএস প্রতিনিধির বক্তব্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) প্রতিনিধি প্রীতি বি চাকমা, 'আইটেম ৩: আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শক্তিশালীকরণ: আদিবাসী যুবকদের কণ্ঠ জোরদারকরণ'-এর উপর বক্তব্য দেন। ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশন।

১৬ এপ্রিল ২০২৪ বিকালের অধিবেশনে প্রীতি বি চাকমার প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্বলিত স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়। এলক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তিতে এসব পরিষদের উপর সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম ন্যস্ত করার বিধান করা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করলেও স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকার ও এখতিয়ার এখনো আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামে এজেন্ডা আইটেম-৫(এ)-এর উপর জেএসএস প্রতিনিধির বক্তব্য

গত ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) প্রতিনিধি চঞ্চনা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতি গভীর উদ্বেগ জানান। জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৩তম অধিবেশনের ৪র্থ দিনে (১৮ এপ্রিল ২০২৪) এজেন্ডা আইটেম ৫(এ): আদিবাসীদের সংলাপ-এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

চঞ্চনা চাকমা তার বিবৃতিতে বলেন যে, 'স্থায়ী ফোরামের সুপারিশগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে, তাই আমি সেসব সুপারিশ বাস্তবায়নে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) কী পদক্ষেপ নিয়েছে সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার আগে তাদের মানবাধিকার রেকর্ড যাচাইকরণ সম্পর্কিত সুপারিশগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেসব সুপারিশ

তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু আমরা ইকোসকের ফলো-আপ উদ্যোগ সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছি।'

চঞ্চনা চাকমা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'স্থায়ী ফোরামের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। অব্যাহত সামরিকীকরণ শুধুমাত্র উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলেছে এবং বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে স্থায়ী করেছে।'

উল্লেখ্য যে, চঞ্চনা চাকমা এজেন্ডা 'আইটেম ৫(ঙ): আদিবাসী ও সদস্য রাষ্ট্র-এর মধ্যে আঞ্চলিক সংলাপে (এশিয়া রিওজন)' অংশগ্রহণ করেন এবং পারস্পরিক মুখোমুখী সংলাপে (ইন্টারএকটিভ ডায়ালগ) মতামত তুলে ধরেন। এই সংলাপ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২৩তম অধিবেশনে ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে সোয়া ১১টা পর্যন্ত জাতিসংঘের সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ পার্মানেন্ট ফোরামের ছয়টি এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ের (আইটেম-৪) উপর জেএসএস প্রতিনিধির বক্তব্য

সামরিকায়ন ও অধিকার কর্মীদের ক্রিমিনালাইজ বন্ধ করে অচিরেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের মানবাধিকার রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মনোজিত চাকমা। উল্লেখ্য, ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশন।

১৯ এপ্রিল ২০২৪ 'আইটেম ৪: আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণা এবং টেকসই উন্নয়নের ২০৩০ এজেন্ডা প্রেক্ষাপটে স্থায়ী ফোরামের ছয়টি এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার) নিয়ে আলোচনা'-এর উপর আলোচনা করতে শ্রী চাকমা একথা বলেন।

মনোজিত চাকমা আরো বলেন যে, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন তো করছেই না, অধিকন্তু চুক্তি লঙ্ঘন করে ব্যাপক সামরিকায়ন করে চলেছে। সরকার চার শতাধিক ক্যাম্প স্থাপন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বৃহত্তর সেনাছাউনিতে রূপান্তর করেছে।

জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আদিবাসী জুম্ম জনগণের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সেনাবাহিনী একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং তাদেরকে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কাজে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। এটা সামরিক বাহিনী তথা সরকারের 'ভাগ করো শাসন করো' নীতি।

যেমন ২০২৩ সালের এপ্রিলে বান্দরবান জেলায় তাদের লালিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপকে লেলিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী ৮ জন বম গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। অন্যদিকে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত ব্যক্তি ও সংগঠনকে জড়িত করে ক্রিমিনালাইজ করে চলেছে।

জাতিসংঘের পার্মানেন্ট ফোরামে আইটেম ৫(ডি)-এর উপর অগাস্টিনা চাকমার বক্তব্য

কানাডার সিএইচটি ইন্ডিজিনাস পিপলস কাউন্সিলের প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা সোমবার (২২ এপ্রিল) জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরাম-এর ২৩তম অধিবেশনে 'আইটেম ৫(ডি): আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়র ও আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থার সাথে মানবাধিকার সংলাপ; সাধারণ সুপারিশ নং ৩৯ বাস্তবায়নের অগ্রগতির বার্ষিক পর্যালোচনা'-এর উপর বক্তৃতা দেন।

অগাস্টিনা চাকমা তার বিবৃতিতে বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমি গভীরভাবে দুঃখবোধ করি, যারা বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে

অবিচার ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, আমাদের সমাজের এই অসহায় সদস্যদের জন্য পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ।

অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী সেটেলার কর্তৃক আদিবাসী নারীরা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হয়। শুধুমাত্র ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে প্রকাশিত অনেকগুলি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। দুর্ভাগ্যবশত, আদিবাসী হওয়ার কারণে সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারীরা প্রায়শই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

২০২৪ সালের এপ্রিলে, গর্ভবতী নারী সহ মোট ৫৪ জন নির্দোষ বম আদিবাসী ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে সামরিক বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়। একইভাবে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে, ছয়জন আদিবাসী ম্রো নারী একজন সেটেলার কর্তৃক নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হন, কর্তৃপক্ষ মামলাটি যথাযথভাবে বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ২৯ জুন ২০২৩-এ, একজন ৩৫ বছর বয়সী জুম্ম নারী ঈদের সময় দুইজন বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন এবং ঐ একই দিন অন্য আরেকজন নারী ধর্ষণের শিকার হন।

এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আদিবাসী নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত অবস্থান না থাকার কারণে তারা আজ নিজ ভূমিতে পরবাসী ও প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ইউএনপিও'র ১৮তম সাধারণ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন বন্ধের আহ্বান

পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন বন্ধ করা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আনরিপ্রেজেন্টেড নেশনস অ্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইউএনপিও)।

গত ১২ মে ২০২৪ জার্মানীর মিউনিক শহরে অনুষ্ঠিত ইউএনপিও'র ১৮তম সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এই আহ্বান জানানো হয়। গত ১১ ও ১২ মে ২০২৪ দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ইউএনপিও'র ১৮তম সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রীতিবিন্দু চাকমা যোগদান করেন।

উক্ত রেজুলেশনে বলা হয় যে, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে সরকার চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সরকারব্যবস্থা, ভূমি অধিকার ও বেসামরিকীকরণ সংক্রান্ত বিধানসমূহ, বাস্তবায়ন করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির মৌলিক কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানও অর্জিত হয়নি।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। বরঞ্চ বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মধ্যে ব্যাপক সামরিকায়ন করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছে। সরকার চার শতাধিক ক্যাম্প স্থাপন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বৃহত্তর সেনাছাউনিতে রূপান্তর করেছে।

রাত-বিরাতে আদিবাসী জুম্মদের গ্রামে সেনা অভিযান, নিরপরাধ ব্যক্তিদের ধরপাকড় ও মারধর, মিথ্যা মামলা জড়িত করে জেলে প্রেরণ, ঘরবাড়ি তল্লাশি, ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা, বেআইনীভাবে ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন ইত্যাদি আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী তথা সরকার মুসলিম বাঙালি সেটেলার লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল, পর্যটন ও নানা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে নেদারল্যান্ডের দ্যা হেগ শহরে গঠিত ইউএনপিও হল একটি সংহতিমূলক আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধিত্বহীন জাতি ও জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে উন্নীত করতে এবং তাদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে ইউএনপিও'র সদস্য সংখ্যা ৩৭টি ভূখন্ড/অঞ্চল।

গত ১২ মে সম্মেলনের শেষ দিনে ইউএনপিও'র ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডেন্সি কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রুবিনা গ্রীনউড এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ক্যাটালনিয়ার ইলিসেন্দ্রা পালুজিই ও আফ্রিকানার ট্যামি ব্রেডট।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কথিত মদদপুষ্ট প্রক্সি সংঘাতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান সিএইচটি কমিশনের

আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন (সিএইচটি কমিশন) বান্দরবানে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শান্তিতে এসবের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছে। কমিশন জোরালোভাবে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য এবং কথিত মদদপুষ্ট প্রক্সি সংঘাত দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়। কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমুন্নত রাখতে এবং স্থায়িত্বশীল শান্তির জন্য গঠনমূলক সংলাপের স্বার্থে সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানায়।

সিএইচটি কমিশন গত ১৬ এপ্রিল ২০২৪-এ সিএইচটি কমিশন-এর তিন কো-চেয়ার সুলতানা কামাল, এলসা স্ট্যামাটোপোলু এবং মিরনা কানিংহাম কাইনের স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিবৃতিতে এইসব আবেদন জানিয়েছে।

সিএইচটি কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'গত ২ ও ৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে, কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় পরপর ব্যাংক ডাকাতি করে। আগ্নেয়াস্ত্র লুট করার সময় তারা পুলিশ বাহিনী, ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষী এবং আনসার সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। সিএইচটি কমিশন বিশেষত কেএনএফ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা'র নেতৃত্বাধীন 'শান্তি কমিটি'-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফা শান্তি আলোচনার এক মাসেরও কম সময় থেকে কেএনএফ-এর এই অপরাধমূলক কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

কেএনএফ-এর কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়ায়, বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ গত ৭ এপ্রিল ২০২৪-এ বান্দরবান সফর করেন এবং কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেন। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে, গত ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত, কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় মোট ৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেকেই নিরপরাধ নাগরিক, যার মধ্যে বম সম্প্রদায়ের গর্ভবতী মহিলা, ছাত্র, শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারী রয়েছে। এছাড়াও রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি এবং চিম্বুকের জুম্ম বাসিন্দাদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যার মধ্যে তাদের চাল ক্রয়ের সর্বোচ্চ ৫ কিলো সীমা রয়েছে, যার লক্ষ্য কেএনএফ-এর সরবরাহ ব্যাহত করা।'

সিএইচটি কমিশন কিছু কেএনএফ সদস্যের কর্মকান্ডের কারণে সমগ্র বম সম্প্রদায়ের নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং সম্মিলিত শাস্তির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অবিলম্বে নিরীহ নাগরিকদের মুক্তি ও সুরক্ষা দাবি করেছে।

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org